বিসমিল্লাহির রহ-মা-নির রহীম

পরম করুনাময় ও অতিশয় দয়ালু আল্লাহ্ তা'আলার নামে (শুরু)।

কামিল

(স্নাতকোত্তর)

তাফসীর ১ম পর্ব

২য় পত্র : আত-তাফসির বির-রিওয়ায়াহ-১

বিষয় কোড: ৬২১১০২

নির্ধারিত গ্রন্থ: তাফসির ইবনে কাসীর

(تفسير القرآن العظيم : أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي)

নির্ধারিত পাঠ: আলে ইমরান ও নিসা

(سورة آل عمران و سورة النساء)

▪ মানবন্টন

- **ক) তাফসিরসহ অনুবাদ:** ৮টি থাকবে ৫টির উত্তর দিতে হবে: ৫×৮=৪০
- **খ) সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন:** ১৫টি থাকবে ১০টির উত্তর দিতে হবে: ১০×৫=৫০
- **গ) বিস্তারিত প্রশ্ন:** (প্রশ্ন হবে কিতাব ও লেখক সংশ্লিষ্ট) ২টি থাকবে ১টির উত্তর দিতে হবে: ১×১০=১০

▪ সাজেশন:

ক্রম নং	প্রশ্ন, সূরা ও আয়াত নং	পার্সেন্ট
সূরা আলে ইমরান-এর অনুবাদ ও তাফসীর		
১	সূরা আলে ইমরান: আয়াত ১-৬/১-৪	
২	সূরা আলে ইমরান: আয়াত ৭-৯	
৩	সূরা আলে ইমরান: আয়াত ১০–১৩/ ১০-১১	
৪	সূরা আলে ইমরান: আয়াত ১২-১৩	
৫	সূরা আলে ইমরান: আয়াত ১৪	
৬	সূরা আলে ইমরান: আয়াত ১৪-১৫	
৭	সূরা আলে ইমরান: আয়াত ৩১-৩৬	
৮	সূরা আলে ইমরান: আয়াত ৪৫-৪৭	
৯	সূরা আলে ইমরান: আয়াত ৫১-৫৪	
১০	সূরা আলে ইমরান: আয়াত ৫৫-৫৭	
১১	সূরা আলে ইমরান: আয়াত ৯৬-৯৮	
১২	সূরা আলে ইমরান: আয়াত ১০৪-১০৫	
১৩	সূরা আলে ইমরান: আয়াত ১১৩-১১৭	
১৪	সূরা আলে ইমরান: আয়াত ১১৮–১২০	
১৫	সূরা আলে ইমরান: ১৪৪–১৪৫	
১৬	সূরা আলে ইমরান: আয়াত ১৪৭ ও ১৪৮	
১৭	সূরা আলে-ইমরান: আয়াত ১৫৯-১৬১	
১৮	সূরা আলে-ইমরান: আয়াত ১৯০–১৯২	
১৯	সূরা আলে-ইমরান: আয়াত ১৯৬–১৯৮	
২০	সূরা আলে-ইমরান: আয়াত ১৯৯–২০০	

সূরা নিসা (سورة النساء) -এর অনুবাদ ও তাফসীর		
১	সূরা আন-নিসা: আয়াত ১–৪/১-৩	
২	সূরা আন-নিসা: আয়াত ৫–৭	
৩	সূরা আন-নিসা: আয়াত ১১	
৪	সূরা আন-নিসা: আয়াত ১৫-১৬	
৫	সূরা আন-নিসা: আয়াত ১৯-২১	
৬	সূরা আন-নিসা: আয়াত ৩৪-৩৫	
৭	সূরা আন-নিসা: আয়াত ৩৭–৩৯	
৮	সূরা আন-নিসা: আয়াত ৪৪-৪৬	
৯	সূরা আন-নিসা: আয়াত ৫৮-৫৯	
১০	সূরা আন-নিসা: আয়াত ৫৯-৬০	
১১	সূরা আন-নিসা: আয়াত ৬৪-৬৫	
১২	সূরা আন-নিসা: আয়াত ৬৯-৭০	
১৩	সূরা আন-নিসা: আয়াত ৭০-৭১	
১৪	সূরা আন-নিসা: আয়াত ৮২-৮৩	
১৫	সূরা আন-নিসা: আয়াত ৮৭-৮৯	
১৬	সূরা আন-নিসা: আয়াত ৯৫-৯৬	
১৭	সূরা আন-নিসা: আয়াত ১১০-১১৩	
১৮	সূরা আন-নিসা: আয়াত ১১৬-১২২	
১৯	সূরা আন-নিসা: আয়াত ১২৪-১২৬	
২০	সূরা আন-নিসা: আয়াত ১২৭-১২৮	
২১	সূরা আন-নিসা: আয়াত ১২৮-১৩০	
২২	সূরা আন-নিসা: আয়াত ১৩৫-১৩৬	
২৩	সূরা আন-নিসা: আয়াত ১৪৪-১৪৭	
২৪	সূরা আন-নিসা: আয়াত ১৫৭-১৫৯	
২৫	সূরা আন-নিসা: আয়াত ১৭৪-১৭৬/১৭৬	

- **সূরা আলে ইমরান:** তাফসির ইবনে কাসীর অনুযায়ী প্রশ্ন ও উত্তর
- **সূরা আন-নিসা:** তাফসির ইবনে কাসীর অনুযায়ী প্রশ্ন ও উত্তর

- **বিস্তারিত প্রশ্ন: কিতাব ও লেখক সংশ্লিষ্ট বিষয়:** ইবন কাসীরের তাফসিরের বৈশিষ্ট্যসমূহ

▪ সূরা আলে ইমরান-এর অনুবাদ ও তাফসীর

সূরা আলে ইমরান: আয়াত ১-৬

١ - الٓمٓ

অনুবাদ: আলিফ-লা-মীম

তাফসীর: এই হুরূফে মুকাত্তাআত (বিচ্ছিন্ন অক্ষর) সম্পর্কে ইবনে কাসীর বলেন, আল্লাহ তায়ালা এর প্রকৃত অর্থ নিজেই ভালো জানেন। অনেক সালাফ ও খালাফ আলেমগণ বলেন, এর অর্থ বা ব্যাখ্যা জানা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। এটি একটি গোপন রহস্য যা আল্লাহ নিজের জ্ঞানের মধ্যে রেখেছেন।

---

٢ - اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ

অনুবাদ: আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই; তিনি চিরঞ্জীব, সকল কিছুর ধারক ও সমর্থক।

তাফসীর: এই আয়াতে আল্লাহর তাওহীদ (একত্ববাদ) ঘোষণা করা হয়েছে। "الْحَيُّ" অর্থ — যিনি কখনও মৃত্যুবরণ করেন না। "الْقَيُّومُ" অর্থ — যিনি সবকিছুকে ধরে রেখেছেন, তিনিই সবকিছুর দায়িত্বভার নিয়েছেন। এই দুটি নাম আল্লাহর সবচেয়ে মর্যাদাসম্পন্ন নামগুলোর মধ্যে অন্যতম। এই একই শব্দ আয়াতুল কুরসিতেও আছে।

---

٣ - نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ

অনুবাদ: তিনি তোমার প্রতি সত্যসহ কিতাব নাযিল করেছেন, যা তার পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সত্যতা প্রদানকারী। তিনি তাওরাত ও ইনজিল অবতীর্ণ করেছেন।

তাফসীর: আল্লাহ তায়ালা কুরআন অবতীর্ণ করেছেন সত্যসহ, যা পূর্ববর্তী আসমানি কিতাবসমূহের (তাওরাত, ইনজিল ইত্যাদি) সত্যতা প্রদান করে। এখানে নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর উপর কুরআনের অবতরণ এবং পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের প্রতি বিশ্বাসের গুরুত্ব বোঝানো হয়েছে।

---

٤ - مِن قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ ۗ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ

অনুবাদ: পূর্বে (তাওরাত ও ইনজিল) মানুষকে পথনির্দেশনা হিসেবে নাযিল করা হয়েছে। আর তিনি অবতীর্ণ করেছেন আল-ফুরকান। যারা আল্লাহর আয়াত অস্বীকার করে, তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, প্রতিশোধগ্রহণকারী।

তাফসীর: "আল-ফুরকান" মানে — যা সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করে দেয়। এখানে বোঝানো হয়েছে কুরআনকে। যারা আল্লাহর আয়াত অস্বীকার করে, তারা কঠিন আযাবে নিপতিত হবে। আল্লাহ গুনাহগারদেরকে শাস্তি দিতে সম্পূর্ণভাবে সক্ষম।

٥ - إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ

অনুবাদ: নিশ্চয় আল্লাহর কাছে কোনো কিছুই গোপন নয় — না পৃথিবীতে, না আসমানে।

তাফসীর: আল্লাহর জ্ঞান সবকিছুকে পরিব্যাপ্ত করে রেখেছে। তিনি আসমান-জমিনে যা কিছু আছে, তা জানেন — গোপন বা প্রকাশ্য, ক্ষুদ্র বা বৃহৎ সবই তাঁর জানা।

---

٦ - هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ ۚ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

উচ্চারণ: তিনিই তোমাদের মাতৃগর্ভে যেভাবে ইচ্ছা আকৃতি দেন। তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

তাফসীর: এই আয়াতে আল্লাহর সৃষ্টিশীলতার অসাধারণ দিকটি তুলে ধরা হয়েছে। মাতৃগর্ভে কীভাবে একটি শিশু রূপ নেয়, তার রঙ, আকৃতি, বৈশিষ্ট্য — সবকিছু আল্লাহর ইচ্ছামতো হয়। তিনি অসীম জ্ঞান ও ক্ষমতার অধিকারী।

সারাংশ: এই ছয়টি আয়াতে আল্লাহর তাওহীদ, কুরআনের সত্যতা, পূর্ববর্তী কিতাবের প্রতি বিশ্বাস, আল্লাহর জ্ঞান ও সৃষ্টিশীলতা — সব বিষয় অত্যন্ত গম্ভীরভাবে আলোচিত হয়েছে। ইবনে কাসীর রহ. এই আয়াতগুলোকে ইসলামী আকীদার ভিত্তি বলে মনে করেছেন।

অবশ্যই! এবার তাফসীর ইবনে কাসীর (Ibn Kathir) এর আলোকে সূরা আলে ইমরান এর ৭ থেকে ৯ নম্বর আয়াত পর্যন্ত ব্যাখ্যা বাংলায় তুলে ধরছি।

সূরা আলে ইমরান: আয়াত ৭-৯

আয়াত-৭.

هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ ۖ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ ۗ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ ۘ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ

অনুবাদ: তিনিই তোমার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। এর কিছু আয়াত রয়েছে স্পষ্ট (محكمات) — এরা কিতাবের মূল। আর অন্য কিছু রয়েছে অস্পষ্টার্থক (متشابهات)। যাদের অন্তরে কুটিলতা আছে, তারা ফিতনা সৃষ্টি ও নিজের মতো ব্যাখ্যার জন্য অস্পষ্ট আয়াতের অনুসরণ করে। অথচ এগুলোর ব্যাখ্যা আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানে না। আর যারা জ্ঞানে দৃঢ়মূল, তারা বলে, "আমরা এতে বিশ্বাস রাখি — সবই আমাদের রবের পক্ষ থেকে এসেছে।" কেবল বোধশক্তিসম্পন্নরাই উপদেশ গ্রহণ করে।

তাফসীর:

- এখানে محكمات(মুহকামাত) ও متشابهات(মুতাশাবিহাত)-এর ব্যাখ্যা করা হয়েছে। মুহকামাত হলো সেসব আয়াত যেগুলোর অর্থ পরিষ্কার, যেমন — হালাল-হারামের বিধান, শির্ক-তাওহীদ ইত্যাদি।
- মুতাশাবিহাত হলো এমন আয়াত যেগুলোর প্রকৃত অর্থ বোঝা কঠিন বা একাধিক অর্থ হতে পারে — যেমন আল্লাহর গুণবাচক আয়াতসমূহ।
- বিভ্রান্ত লোকেরা মুতাশাবিহ আয়াত দিয়ে ভুল ব্যাখ্যা করে ফিতনা সৃষ্টি করতে চায়।
- ইমাম ইবনে কাসীর বলেন, প্রকৃত ব্যাখ্যা আল্লাহ জানেন। তবে যারা প্রকৃত জ্ঞানে দৃঢ়, তারা মুতাশাবিহ আয়াতের ব্যাপারে বলেঃ "আমরা সব আয়াতেই বিশ্বাস করি।"

আয়াত-৮.

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ

অনুবাদ: "হে আমাদের রব! তুমি আমাদের হৃদয়কে বক্রপথে পরিচালিত কোরো না, তুমি আমাদের হিদায়াত দেবার পর, আর আমাদেরকে তোমার পক্ষ থেকে অনুগ্রহ দান কর। নিশ্চয়ই তুমি অতীব দানশীল।"

তাফসীর:

- এই দোয়া সেই 'রাসিখুন ফিল ইলম' (জ্ঞানে পাকা) আলেমদের, যারা আল্লাহর আয়াতকে সত্যভাবে বোঝেন।
- তারা আল্লাহর কাছে দোয়া করেন যেন হিদায়াত পাওয়ার পর তারা বিপথগামী না হয়।
- "إنك أنت الوهاب" — তুমি হচ্ছ মহান দানশীল — এটি আল্লাহর অন্যতম নাম এবং গুণ, যিনি বিনা কারণে ও পরিমাপে দান করেন।

আয়াত-৯.

رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ

অনুবাদ: "হে আমাদের রব! তুমি অবশ্যই একদিন সব মানুষকে একত্রিত করবে, সে দিনের কোনো সন্দেহ নেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না।"

তাফসীর:

- এখানে কিয়ামতের দিনের বিষয়ে নিশ্চিত বিশ্বাস প্রকাশ করা হয়েছে।
- আল্লাহ তায়ালা মানুষকে কিয়ামতের দিন একত্র করবেন — এটি নিশ্চিত, এতে কোনো সন্দেহ নেই।
- যারা পরকালের বিশ্বাসে অটল, তারা জানে যে আল্লাহ কোনো ওয়াদা ভঙ্গ করেন না।

সারসংক্ষেপ: এই তিনটি আয়াতে রয়েছে—

- কুরআনের আয়াতের শ্রেণিবিন্যাস (স্পষ্ট ও অস্পষ্ট),
- সঠিক ব্যাখ্যার প্রতি বিনয়ী দৃষ্টিভঙ্গি,
- বিভ্রান্তির বিরুদ্ধে সতর্কতা,
- হৃদয়ের সোজা পথের জন্য আল্লাহর নিকট দোয়া,
- এবং পরকালের প্রতি অটল বিশ্বাস।

- **সূরা আলে ইমরান এর আয়াত ১০ থেকে ১২ পর্যন্ত ইমাম ইবনে কাসীর (রহ.)-এর তাফসীর আলোকে ব্যাখ্যা**

সূরা আলে ইমরান (আয়াত ১০–১২)

আয়াত-১০.

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ

অনুবাদ:

নিশ্চয় যারা কুফরি করেছে, তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তাদের কোনো কাজে আসবে না আল্লাহর সামনে। এবং তারাই জাহান্নামের জ্বালানি।

তাফসীর:

- এই আয়াতে কাফিরদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা দুনিয়ার ধন-সম্পদ বা সন্তানদের ওপর ভরসা করে, কিন্তু কিয়ামতের দিনে এসব কিছুই তাদের রক্ষা করতে পারবে না।
- তারা নিজেরাই জাহান্নামের ইন্ধন (জ্বালানি) হবে, যেমন কাঠ বা পাথর জ্বালানি হয়।

📚 সংশ্লিষ্ট আয়াত: সূরা তাহরীম 6 — *"...হে ঈমানদারগণ! নিজেদের ও তোমাদের পরিবারকে সেই আগুন থেকে রক্ষা করো, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর..."*

আয়াত-১১.

كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ ۗ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ

অনুবাদ: ফিরআউনের জাতি ও তাদের পূর্ববর্তীদের মতোই তাদের অবস্থা; তারা আমার নিদর্শনসমূহ অস্বীকার করেছিল, তাই আল্লাহ তাদেরকে তাদের গুনাহের কারণে পাকড়াও করেছিলেন। আল্লাহ শাস্তিতে কঠোর।

তাফসীর:

- এই আয়াতে বলা হচ্ছে, বর্তমান কাফিরদের অবস্থা ঠিক পূর্ববর্তী জাতিগুলোর মতো — যেমন: ফিরআউন ও তার অনুসারীরা।
- তারা আল্লাহর আয়াত অস্বীকার করেছিল, আর আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করেছিলেন।
- এটা বর্তমান কাফিরদের জন্য সতর্কতা ও ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি — যে তারাও এই রকম শাস্তির সম্মুখীন হবে যদি তারা সংশোধন না করে।

আয়াত-১২.

قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ ۚ وَبِئْسَ الْمِهَادُ

অনুবাদ: বলো: যারা কুফরি করেছে, তারা অবশ্যই পরাজিত হবে এবং জাহান্নামের দিকে একত্রিত করা হবে। আর তা কত নিকৃষ্ট আশ্রয়স্থান!

তাফসীর:

- এই আয়াতটি যুদ্ধ-বদরের প্রেক্ষাপটে নাজিল হয়। এতে ভবিষ্যদ্বাণী ছিল যে, কাফিররা মুসলিমদের হাতে পরাজিত হবে — যা সত্যিই পরে বাস্তব হয়।
- তাদের পরিণতি হবে জাহান্নাম, এবং তা অত্যন্ত নিকৃষ্ট আশ্রয়স্থল।

🔍 সারসংক্ষেপ:

এই আয়াত তিনটিতে কাফিরদের অবস্থা, তাদের দুনিয়াবি ভরসার অকার্যকারিতা, পূর্ববর্তী জাতিদের পরিণতি এবং তাদের জাহান্নামে যাওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী বর্ণনা করা হয়েছে।

- ধন-সম্পদ ও সন্তান শেষ দিনে কাজে আসবে না।
- পূর্ববর্তী জাতিগুলোর মতোই বর্তমান কাফিরদেরও শাস্তি হবে।
- ইসলামবিরোধী শক্তি পরাজিত হবে, যেমন বদরের কাফিররা হয়েছিল।

▪ সূরা আলে ইমরান: আয়াত ১৪-১৫

আয়াত-১৪

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ

অনুবাদ: মানুষের কাছে কামনাবাসনার বস্তুসমূহ— যেমন নারীগণ, সন্তানসন্ততি, সোনার রাশি, রুপার রাশি, চিহ্নিত ঘোড়া, গবাদিপশু ও শস্যক্ষেত্র—অতি আকর্ষণীয় করে তুলে ধরা হয়েছে। এগুলো দুনিয়াবি জীবনের ভোগ্য বস্তু, আর আল্লাহর কাছে রয়েছে উত্তম আশ্রয়স্থল।

তাফসীর

- এই আয়াতে আল্লাহ দুনিয়ার আকর্ষণগুলোর তালিকা দিয়েছেন। যেমন:
  - নারী: স্ত্রী, নারীসঙ্গ – মানুষের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু।
  - সন্তান: পিতা-মাতা সন্তানের প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত হন।
  - ধন-সম্পদ: সোনা ও রুপার গুচ্ছ, ধন-সম্পদ মানুষের লোভ বাড়ায়।
  - ঘোড়া: যুদ্ধের ও সৌন্দর্যের প্রতীক ছিল চিহ্নিত ঘোড়া।
  - গবাদিপশু ও ফসল: দুনিয়ার জীবন-জীবিকার উৎস।

➡️ এইসব কিছু "শহওয়াত" — দুনিয়ার তৃপ্তির উপায় হলেও এগুলো ক্ষণস্থায়ী। এগুলোর প্রতি আকর্ষণ দুনিয়াবাসীর সাধারণ প্রবৃত্তি।

📌 তবে ইবনে কাসীর বলেন, এগুলো হারাম নয় — বরং যদি এগুলো হালাল পথে অর্জিত হয় এবং আল্লাহর রাস্তায় ব্যবহার হয়, তবে তা নেক আমল হয়ে যায়।

শেষে বলা হয়েছে:

"والله عنده حسن المآب" — আল্লাহর নিকট রয়েছে আসল, স্থায়ী ও চিরস্থায়ী পুরস্কার (জান্নাত)।

আয়াত-১৫

قُلْ أَؤُنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَٰلِكُمْ ۚ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ

অনুবাদ: বলুন, "আমি কি তোমাদেরকে এগুলোর চেয়েও উত্তম বিষয়ের সংবাদ দেব?" যারা তাকওয়া অবলম্বন করে, তাদের জন্য তাদের রবের নিকট রয়েছে জান্নাত, যাদের নিচ দিয়ে নদী প্রবাহিত হয়। সেখানে তারা স্থায়ীভাবে থাকবে। আর থাকবে পবিত্র জীবনসঙ্গিনী এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি। আল্লাহ তাঁর বান্দাদের বিষয়ে সবিশেষ দ্রষ্টা।

তাফসীর

- এখানে আল্লাহ দুনিয়ার শখ-আহ্লাদ ও লোভের জিনিসের বিপরীতে জান্নাতের অফার দিয়েছেন।
- জান্নাতের বৈশিষ্ট্য:
  - চিরস্থায়ী বাগান ও নদী।
  - "أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ" — জান্নাতের সঙ্গিনীরা পবিত্র, সকল অপবিত্রতা থেকে মুক্ত।
  - "رِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ" — আল্লাহর সন্তুষ্টি, যা জান্নাতের সেরা উপহার।

📌 ইবনে কাসীর বলেন:

জান্নাতের নেয়ামতগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় নিয়ামত হলো আল্লাহর রেযা (সন্তুষ্টি)। কেননা, দুনিয়ার সব জিনিসই ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু জান্নাতের নেয়ামত স্থায়ী এবং পূর্ণ সুখে ভরা।

🔍 সারসংক্ষেপ:

দুনিয়ার লোভ	আখিরাতের পুরস্কার
নারী, সন্তান, সম্পদ, পশু, জমি	জান্নাত, চিরস্থায়িত্ব, পবিত্র সঙ্গিনী, আল্লাহর সন্তুষ্টি

- **সূরা আলে ইমরান এর আয়াত ৫১ থেকে ৫৪ ব্যাখ্যা**

সূরা আলে ইমরান: আয়াত ০১-০৪ (এই অংশে মূলত ঈসা আলাইহিস্ সালাম ও তার কওমের ঘটনা আলোচিত হয়েছে।)

আয়াত-৫১.

إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ۚ هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ

অনুবাদ: নিশ্চয় আল্লাহই আমার পালনকর্তা এবং তোমাদেরও পালনকর্তা। সুতরাং, তাঁকে ইবাদত করো — এটাই সরল পথ।

তাফসীর:

- এই আয়াত ঈসা (আঃ)-এর বক্তব্য, যা তিনি তার কওমকে বলেছিলেন।

- তিনি আল্লাহর প্রতি তাওহীদের আহ্বান করেন, বলেন: *আমিও তাঁর বান্দা, তোমরাও — তাই সবাই মিলে একমাত্র আল্লাহরই ইবাদত করো।*
- এটি ছিল তাঁর সরাসরি দাওয়াত — খ্রিস্টানদের ভ্রান্ত বিশ্বাস (যেমন ঈসা আল্লাহর পুত্র — নাউজুবিল্লাহ) খণ্ডন করে।

আয়াত-৫২.

فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ ۖ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ

অনুবাদ: অতঃপর যখন ঈসা তাদের কুফরি অনুভব করলেন, তিনি বললেন, "আল্লাহর পথে আমার সাহায্যকারী কে?" হাওয়ারীগণ বলল, "আমরা আল্লাহর সাহায্যকারী; আমরা আল্লাহতে ঈমান এনেছি এবং আপনি সাক্ষী থাকুন যে, আমরা মুসলিম।"

তাফসীর:

- যখন ঈসা (আঃ) দেখলেন যে, অধিকাংশ ইসরাঈলিরা তাঁর দাওয়াত অস্বীকার করছে, তখন তিনি সহচরদের জিজ্ঞাসা করলেন: "আমার সাথে আল্লাহর পথে কে থাকবে?"
- "হাওয়ারি" মানে: ঈসা (আঃ)-এর প্রকৃত ও ঘনিষ্ঠ অনুসারীরা।
- তারা ঈমান এনেছিল এবং নিজেদেরকে "মুসলিম" বলে ঘোষণা করেছিল, অর্থাৎ যারা আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণকারী।

আয়াত-৫৩.

رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ

অনুবাদ: "হে আমাদের রব! আমরা তোমার নাযিলকৃত কিতাবে ঈমান এনেছি এবং রাসূলের অনুসরণ করেছি। সুতরাং আমাদেরকে সাক্ষীদের অন্তর্ভুক্ত করে নাও।"

তাফসীর:

- এটি হাওয়ারীদের দোয়া, যেখানে তারা স্বীকৃতি দিচ্ছেন যে, তাঁরা ঈসা (আঃ)-কে আল্লাহর রাসূল হিসেবে মানে, এবং তাঁর অনুসরণ করে।
- তারা চায়, যেন কিয়ামতের দিন তাদেরকে *সাক্ষ্যদাতা* হিসেবে গণ্য করা হয়, যারা সত্যের পক্ষে সাক্ষ্য দেয়।

আয়াত-৫৪.

وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ

অনুবাদ: তারা চক্রান্ত করেছিল, আর আল্লাহও কৌশল করেছিলেন; আর আল্লাহ চক্রান্তকারীদের মধ্যে সর্বোত্তম।

তাফসীর:

- "তারা" মানে — ঈসা (আঃ)-এর বিরুদ্ধকারীরা, যারা তাকে হত্যা করতে বা ষড়যন্ত্র করতে চেয়েছিল।
- তারা ষড়যন্ত্র করেছিল তাকে ক্রুশে চড়ানোর জন্য।
- কিন্তু আল্লাহ তাদের পরিকল্পনার বিপরীতে নিজের কৌশল প্রয়োগ করেন। তিনি ঈসা (আঃ)-কে জীবিত অবস্থায় আসমানে উঠিয়ে নেন, আর শত্রুদের বিভ্রান্ত করেন।
- ইবনে কাসীর বলেন: এখানে আল্লাহর কৌশল মানে তাঁর পরিপূর্ণ জ্ঞান, কৌশলী পরিকল্পনা, ও দুনিয়ার বাস্তবতায় হস্তক্ষেপ করার ক্ষমতা।

📌 খেয়াল করুন:

"আল্লাহ চক্রান্তকারীদের মধ্যে সেরা" — এর মানে তিনি সবচেয়ে শক্তিশালী পরিকল্পনাকারী, যাঁর পরিকল্পনা কেউ ব্যর্থ করতে পারে না।

📝 সারসংক্ষেপ:

আয়াত বিষয়বস্তু

৫১ ঈসা (আঃ)-এর তাওহীদের দাওয়াত

৫২ হাওয়ারীদের ঈমান ঘোষণা ও সাহায্যের প্রতিশ্রুতি

৫৩ হাওয়ারীদের দোয়া ও নিজেদের মুসলিম হিসেবে উপস্থাপন

৫৪ কাফিরদের ষড়যন্ত্র এবং আল্লাহর কৌশলে ব্যর্থতা

▪ সূরা আলে ইমরান এর আয়াত ৫৫ থেকে ৫৮ ব্যাখ্যা ।

আয়াত-৫৫.

إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۖ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

স্মরণ করো, যখন আল্লাহ বললেন, “হে ঈসা! আমি তোমাকে উঠিয়ে নিচ্ছি, তোমাকে আমার দিকে উন্নীত করছি, এবং কাফিরদের থেকে তোমাকে পবিত্র করছি। আমি তোমার অনুসারীদেরকে কিয়ামত পর্যন্ত কাফিরদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করব। তারপর তোমাদের সকলকে আমার দিকে ফিরে আসতে হবে এবং আমি তোমাদের মধ্যে বিচার করব, যে বিষয়ে তোমরা মতবিরোধ করছিলে।”

তাফসীর:

- আল্লাহ ঈসা (আঃ)-কে জানিয়ে দিলেন তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভবিষ্যৎ সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত:
    1. "مُتَوَفِّيكَ" — এটি নিয়ে আলেমদের মধ্যে মতভেদ আছে। ইবনে কাসীর বলেন, এটি এখানে *ঘুমের মতোভাবে* আত্মা তুলে নেওয়া বোঝায়, মৃত্যু নয়। কারণ ঈসা (আঃ) এখনো জীবিত এবং আসমানে আছেন।

2. "رَافِعُكَ إِلَيَّ" — আল্লাহ ঈসাকে আসমানে উঠিয়ে নিয়েছেন, যা কুরআন ও সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।
3. "مُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا" — আল্লাহ তাঁকে কাফিরদের চক্রান্ত থেকে রক্ষা করেন।
4. তাঁর অনুসারীদের শ্রেষ্ঠত্ব — যারা ঈসা (আঃ)-এর প্রকৃত অনুসারী (পরবর্তীতে মুসলিম) — তারা কাফিরদের ওপর জয়ী থাকবে কিয়ামত পর্যন্ত।
5. পরকালীন বিচার — যে সমস্ত বিষয়ে খ্রিস্টান ও ইহুদি মতভেদ করেছে, কিয়ামতে আল্লাহই তার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেবেন।

আয়াত-৫৬.

فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ

অনুবাদ: আর যারা কুফরি করেছে, তাদেরকে আমি দুনিয়া ও আখিরাতে কঠিন শাস্তি দেব। তাদের কোনো সাহায্যকারী থাকবে না।

তাফসীর: কাফিরদের জন্য রয়েছে:

- দুনিয়াতে লাঞ্ছনা ও পরাজয়
- আখিরাতে কঠোর শাস্তি (জাহান্নাম)

- "نَّاصِرِينَ" — তাদের সাহায্য করার কেউ থাকবে না, কারণ আল্লাহর বিরুদ্ধে কেউ কোনো সাহায্য করতে পারে না।

আয়াত-৫৭.

وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

অনুবাদ: আর যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, আল্লাহ তাদেরকে পূর্ণ প্রতিফল দেবেন। আর আল্লাহ জালিমদেরকে পছন্দ করেন না।

তাফসীর: মু'মিনদের জন্য রয়েছে:

- পূর্ণ প্রতিদান
- জান্নাত ও আল্লাহর সন্তুষ্টি

- যারা জুলুম করে (বিশেষত আল্লাহর সাথে শরিক করে বা অন্যায়ভাবে লোকদের অধিকার হরণ করে), তাদের প্রতি আল্লাহর কোনো ভালোবাসা নেই।

আয়াত-৫৮.

ذَٰلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ

অনুবাদ: এইগুলো আমি তোমার প্রতি পাঠ করছি নিদর্শনসমূহ ও প্রজ্ঞাময় কিতাব থেকে।

তাফসীর:

- আল্লাহ এখানে নবী মুহাম্মদ ﷺ-কে বলছেন, এই আয়াতগুলো কুরআনের অংশ, যা জ্ঞান, হিকমাহ (প্রজ্ঞা) ও হেদায়াতে পূর্ণ।
- ইবনে কাসীর বলেন, কুরআনের বর্ণনাগুলো কেবল ইতিহাস নয়, বরং এগুলো থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়।

📝 সারসংক্ষেপ (৫৫–৫৮):

আয়াত	বিষয়
৫৫	ঈসা (আঃ)-কে আসমানে উঠিয়ে নেওয়া ও তাঁর অনুসারীদের শ্রেষ্ঠত্ব
৫৬	কাফিরদের কঠিন শাস্তি
৫৭	ঈমানদারদের পুরস্কার
৫৮	এই বর্ণনা কুরআনের জ্ঞানপূর্ণ নিদর্শন

▪ 🌿 সূরা আলে ইমরান: আয়াত ১১৩-১১৭

এই আয়াতগুলোতে আহলে কিতাবদের (ইহুদি-খ্রিস্টানদের) মধ্যে কিছু ন্যায্য, ঈমানদার ও ভালো মানুষদের আলাদা করে সম্মানিত করা হয়েছে এবং কাফিরদের কৃতকর্মের পরিণতিও তুলে ধরা হয়েছে।

আয়াত-১১৩

لَيْسُوا سَوَاءً ۗ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ

অনুবাদ:

তারা সবাই সমান নয়। কিতাবীদের মধ্যে একটি দল আছে যারা সত্যে অটল। তারা আল্লাহর আয়াতসমূহ রাতের বেলায় তিলাওয়াত করে এবং সিজদা করে।

তাফসীর:

- আল্লাহ জানান, সব আহলে কিতাব (ইহুদি-নাসারা) এক রকম নয়। কিছু লোক ছিল যারা সৎ, ইমানদার ও ন্যায়পরায়ণ।
- ইবনে কাসীর বলেন, এখানে যেমন আবদুল্লাহ ইবনু সালাম (ইহুদি থেকে ইসলাম গ্রহণকারী সাহাবি) এবং তাঁর মত লোকদের ইঙ্গিত করা হয়েছে, যারা কুরআনের বাণী শুনে সত্য গ্রহণ করে।
- তারা রাতে আল্লাহর আয়াত তিলাওয়াত করে এবং সিজদায় লিপ্ত হয় — এটা ঈমান ও বিনয়ের পরিচায়ক।

আয়াত-১১৪

يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ ۖ وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ

অনুবাদ: তারা আল্লাহতে, পরকালে ঈমান আনে, সৎকাজের নির্দেশ দেয় এবং অসৎকাজ থেকে বিরত রাখে; তারা কল্যাণমূলক কাজে অগ্রসর হয়। আর তারাই সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত।

তাফসীর:

- এখানে তাদের বৈশিষ্ট্য:
    1. ঈমান ও পরকালের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস।
    2. সদাচার প্রচার এবং অসদাচার প্রতিহত করা।
    3. তারা সৎকাজে প্রতিযোগিতা করে।
- ইবনে কাসীর বলেন, এরা সেই আহলে কিতাব, যারা শেষ নবীর আগমন বুঝে নিয়েছিল এবং তাঁকে অনুসরণ করেছিল।

আয়াত-১১৫

وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَن يُكْفَرُوهُ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ

অনুবাদ: তারা যে কোনো সৎকাজ করুক না কেন, তা নাকচ করা হবে না। আল্লাহ পরহেজগারদের ভালোভাবেই জানেন।

তাফসীর:

- আল্লাহ কোনো নেক আমল নষ্ট করেন না — হোক তা ছোট বা বড়।
- ইবনে কাসীর বলেন, হিদায়াতপ্রাপ্ত আহলে কিতাবদের আমলও আল্লাহ কবুল করেন, যখন তারা সত্য বিশ্বাসের ওপর থাকে।
- আল্লাহ মুত্তাকীনদের (পরহেজগারদের) প্রতি সর্বদা সচেতন ও জ্ঞাত।

আয়াত-১১৬

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا ۖ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

অনুবাদ: নিশ্চয় যারা কুফরি করে, তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি আল্লাহর সামনে কোনো কাজে আসবে না। তারা দোজখবাসী, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।

তাফসীর:

- এই আয়াত পূর্বের আয়াতের বিপরীতে কাফিরদের পরিণতি তুলে ধরেছে।
- ধন-সম্পদ, সন্তান কিছুই শেষ বিচারে কাজে আসবে না।
- তারা জাহান্নামে যাবে এবং সেখানে চিরকাল থাকবে — যা আল্লাহর শাস্তির ভয়াবহতা প্রকাশ করে।

আয়াত-১১৭

مَّثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَٰذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ ۚ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَٰكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

অনুবাদ: তারা দুনিয়ায় যা কিছু ব্যয় করে, তার দৃষ্টান্ত হলো: এক তীব্র শীতল বাতাস, যা এক জালিম সম্প্রদায়ের ক্ষেতের ওপর আঘাত করে, ফলে তা ধ্বংস করে দেয়। আল্লাহ তাদের প্রতি জুলুম করেননি, বরং তারা নিজেরাই নিজেদের ওপর জুলুম করেছে।

তাফসীর:

- কাফিররা দুনিয়ায় যা কিছু দান করে বা খরচ করে, তা আখিরাতে কোনো কাজে আসবে না।
- তাদের আমলের দৃষ্টান্ত হলো, এমন ঠান্ডা বাতাস যা ফসল ধ্বংস করে দেয়। তারা নিজেরাই নিজেদের ক্ষতি করে।
- ইবনে কাসীর বলেন, কুফরি ও কৃতঘ্নতা থাকলে, দান বা আমল মূল্যহীন হয়ে যায়।

✅ সারসংক্ষেপ (১১৩–১১৭):

আয়াত	বিষয়বস্তু
১১৩–১১৫	কিছু আহলে কিতাব ন্যায্য, সৎ, ইবাদতকারী, তারা জান্নাতপ্রাপ্ত
১১৬–১১৭	কাফিরদের ধন-সম্পদ ও আমল আখিরাতে অকার্যকর, তারা জাহান্নামে

অবশ্যই! এবার ব্যাখ্যা করছি সূরা আলে ইমরান এর আয়াত ১১৮ থেকে ১২০ পর্যন্ত তাফসীর ইমাম ইবনে কাসীর (রহ.)-এর আলোকে। এই আয়াতগুলোতে মূলত মুসলমানদেরকে সতর্ক করা হয়েছে মুনাফিক ও শত্রুভাবাপন্ন কাফিরদের সম্পর্কে—যারা অন্তরে ক্ষতি চায় কিন্তু মুখে ভালো কথা বলে।

▪ 🌿 সূরা আলে ইমরান: আয়াত ১১৮–১২০

(তাফসীর ইবনে কাসীর অনুযায়ী সহজ ভাষায় ব্যাখ্যা)

আয়াত-১১৮

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا ۚ وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ ۚ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ ۚ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ

অনুবাদ: হে ঈমানদারগণ! তোমরা তোমাদের নিজেদের বাইরে কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না। তারা তোমাদের কোনো অনিষ্ট সাধনে কার্পণ্য করবে না। তারা তোমাদের দুঃখ-কষ্টে আনন্দ পায়। তাদের মুখ থেকে শত্রুতা প্রকাশ পেয়েছে, আর যা তাদের অন্তরে লুকানো রয়েছে, তা আরও ভয়াবহ। আমি তোমাদের জন্য নিদর্শনসমূহ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছি, যদি তোমরা বুঝতে চাও।

তাফসীর:

- “بطانة” অর্থ: অন্তরঙ্গ বন্ধু বা পরামর্শদাতা, যাদেরকে ব্যক্তিগত বিষয়ে জানানো হয়।
- আল্লাহ মুসলমানদেরকে সতর্ক করছেন যেন তারা অবিশ্বাসী বা ইসলাম-বিদ্বেষীদের অন্তরঙ্গ বন্ধু না বানায়।
- তারা বাহ্যিকভাবে হাসিমুখে কথা বললেও, অন্তরে দুশমন। তারা মুসলমানদের দুর্দশা কামনা করে।

- ইবনে কাসীর বলেন, মুনাফিক ও ইহুদি নেতারা তখন মুসলিমদের মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়াতে চাইত। এই আয়াত তাদের ব্যাপারে সতর্কবার্তা।

আয়াত-১১৯

هَٰأَنتُمْ أُولَاءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ ۚ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ ۚ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

অনুবাদ: তোমরাই তো তাদের ভালোবাসো, অথচ তারা তোমাদের ভালোবাসে না। তোমরা তো সমস্ত কিতাবে বিশ্বাস কর, কিন্তু তারা যখন তোমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে, তখন বলে, "আমরা ঈমান এনেছি", আর যখন একান্তে থাকে, তখন রাগে তোমাদের বিরুদ্ধে আঙুল কামড়ায়। বলো: "তোমাদের সেই রাগেই মরে যাও।" নিশ্চয়ই আল্লাহ অন্তরের কথা ভালো করেই জানেন।

তাফসীর:

- মুসলমানরা অনেক সময় মানবিক কারণে (আত্মীয়তা বা সহানুভূতিতে) শত্রুদের ভালোবাসে, কিন্তু তারা মুসলমানদের সত্যিকার ভালোবাসে না।
- তারা মুসলমানদের সামনে ভণ্ডামি করে — বলে "আমরা বিশ্বাসী", অথচ একান্তে গেলে তাদের হিংসা ও রাগ এতটাই বেশি হয় যে, তারা রাগে আঙুল কামড়ায়!
- ইবনে কাসীর বলেন, এটা মুনাফিকদের নিখুঁত চিত্র — দ্বিমুখী আচরণ এবং অন্তরের শত্রুতা।

আয়াত-১২০

إِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا ۖ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ

অনুবাদ: তোমাদের কোনো ভালো কিছু হলে তারা কষ্ট পায়; আর যদি কোনো বিপদে পড়ো, তারা খুশি হয়। তবে যদি তোমরা ধৈর্য ধরো ও তাকওয়া অবলম্বন করো, তবে তাদের ষড়যন্ত্র তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদের কার্যকলাপে পরিবেষ্টিত আছেন।

তাফসীর:

- ইসলাম ও মুসলমানদের অগ্রগতি, বিজয়, কল্যাণ — এসব তাদের কষ্ট দেয়।
- মুসলমানদের বিপদ, পরাজয়, ব্যর্থতা — এসব তাদের খুশি করে।
- কিন্তু আল্লাহ বলেন, যদি মুসলিমরা সবর করে এবং তাকওয়া অবলম্বন করে, তাহলে আল্লাহ নিজেই তাদের রক্ষা করবেন এবং শত্রুরা কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।
- ইবনে কাসীর বলেন, এখানে মুসলিম উম্মাহকে তাকওয়া ও ধৈর্যের মাধ্যমে আত্মরক্ষা শেখানো হয়েছে।

✅ সারসংক্ষেপ (আয়াত ১১৮–১২০):

বিষয়	বর্ণনা
❌ শত্রুদের বন্ধুত্ব	মুনাফিক ও কাফিরদের অন্তরঙ্গ বন্ধু করা নিষেধ
⚔️ অন্তরের শত্রুতা	তারা বাহ্যত ভালো কিন্তু ভিতরে শত্রুতা পোষণ করে
😈 মুসলিমদের বিপদে খুশি	মুসলমানদের বিপদে আনন্দিত হয়, সফলতায় কষ্ট পায়
✅ করণীয়	ধৈর্য (সবর) + তাকওয়া = আল্লাহর সাহায্য ও নিরাপত্তা

▪ সূরা আলে ইমরান এর আয়াত ১৪৪-১৪৫

এই আয়াতগুলো উহুদের যুদ্ধ-পরবর্তী সময়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার পটভূমিতে নাজিল হয়েছিল, যখন একটি গুজব ছড়িয়ে পড়ে—নবী মুহাম্মদ ﷺ শহীদ হয়েছেন। তখন অনেক সাহাবি মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন।

🌿 সূরা আলে ইমরান (১৪৪–১৪৫) — তাফসীর ইবনে কাসীর (রহ.)

আয়াত-১৪৪

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ ۚ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۚ أَفَإِيْن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ ٱنقَلَبْتُمْ عَلَىٰٓ أَعْقَـٰبِكُمْ ۚ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ ٱللَّهَ شَيْـًٔا ۗ وَسَيَجْزِى ٱللَّهُ ٱلشَّـٰكِرِينَ

অনুবাদ: মুহাম্মদ তো কেবল একজন রাসূল। তাঁর পূর্বেও বহু রাসূল অতিক্রান্ত হয়েছেন। তবে কি তিনি মারা গেলে অথবা নিহত হলে, তোমরা ফিরে যাবে (দ্বীন থেকে)? আর যারা ফিরে যাবে, তারা আল্লাহর কিছুই ক্ষতি করতে পারবে না। আর যারা কৃতজ্ঞ থাকবে, আল্লাহ তাদের প্রতিফল দেবেন।

তাফসীর:

- এই আয়াতটি উহুদের যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়, যখন এক গুজব ছড়িয়ে পড়ে—রাসূল ﷺ শহীদ হয়েছেন। তখন কিছু সাহাবি হতাশ হয়ে যুদ্ধ থামিয়ে দেন বা বলেছিলেন, "তাহলে আর যুদ্ধ করে কী লাভ?"
- তখন আল্লাহ তাআলা এই আয়াতে স্মরণ করিয়ে দেন:
  - রাসূলুল্লাহ ﷺ একজন মানব এবং পূর্ববর্তী অনেক নবীর মতো তিনিও মৃত্যুবরণ করবেন।
  - যদি তিনি মারা যান বা নিহত হন, তবু দ্বীন ছেড়ে দেওয়া বা পশ্চাৎপসরণ করা উচিত নয়।
- ইবনে কাসীর বলেন, এই আয়াত সাহাবিদের চেতনা ফিরিয়ে দেয়। এর দ্বারা বোঝা যায়, ইসলাম কোনো ব্যক্তির ওপর নির্ভর করে না, বরং এটি একটি আদর্শ।
- "من ينقلب على عقبيه" – অর্থাৎ যারা ধর্ম থেকে পিছনে ফিরে যায়, তারা আসলে নিজেরাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

আয়াত-১৪৫

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُّؤَجَّلًا ۗ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا ۖ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا ۚ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ

অনুবাদ : কোনো প্রাণীর পক্ষে আল্লাহর অনুমতি ছাড়া মারা যাওয়া সম্ভব নয়। মৃত্যু নির্ধারিত সময় অনুযায়ীই ঘটে। যারা দুনিয়ার প্রতিদান কামনা করে, আমরা তা তাদেরকে দিই। আর যারা আখিরাতের প্রতিদান চায়, আমরা তা তাদেরকে দিই। আর আমরা কৃতজ্ঞদের পুরস্কৃত করব।

তাফসীর:

- এই আয়াত জানিয়ে দেয়—মৃত্যু আল্লাহর ইচ্ছা ও নির্দিষ্ট সময় অনুযায়ী ঘটে।
- উহুদের যুদ্ধের সময় সাহাবিদের মধ্যে কেউ কেউ মৃত্যুভয়ে যুদ্ধ থেকে পিছিয়ে যেতে চাইছিলেন, তখন এই আয়াতে স্পষ্ট করা হলো:
    - মৃত্যু তোমার ভয় বা সাহসের ওপর নির্ভর করে না। তা নির্ধারিত ও অবশ্যম্ভাবী।
- তারপর আল্লাহ বললেন:
    - কেউ যদি দুনিয়ার লাভ চায় (যেমন লুট, খ্যাতি), তাকে তা কিছুটা দেওয়া হয়।
    - কিন্তু যারা আখিরাতের প্রতিদান চায় (আল্লাহর সন্তুষ্টি, জান্নাত), তারা অনেক বেশি পায়।
- ইবনে কাসীর বলেন, এখান থেকে বোঝা যায়, মুমিনের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত আখিরাত, কেননা সেটিই চিরস্থায়ী এবং আসল পুরস্কার।

◆ আয়াত-১৪৬

وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ ۖ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ

অর্থ: আর কত নবীই না ছিলেন, যাঁর সঙ্গে বহু আল্লাহভীরু লোক যুদ্ধ করেছে। তারা আল্লাহর পথে যে কষ্ট পেয়েছে, তাতে তারা সাহস হারায়নি, দুর্বল হয়নি, আত্মসমর্পণ করেনি। আর আল্লাহ তো সবরকারীদের ভালোবাসেন।

তাফসীর সংক্ষেপে:

- পূর্বের নবীদের সঙ্গেও ঈমানদার সাহাবারা যুদ্ধ করেছেন। তারাও আহত হয়েছেন, কষ্ট পেয়েছেন।
- কিন্তু তারা মাথা নত করেনি, ভেঙে পড়েনি, সবর করেছে।
- আল্লাহ বলছেন: সত্যিকার মুমিনরা দুর্বলতা দেখায় না, বরং তারা আল্লাহর জন্য ধৈর্যধারণ করে।
- ইবনে কাসীর বলেন, এই আয়াতে সাহাবিদের মনোবল চাঙা করা হয়, যেন তারা পেছনে না ফিরে।

✅ সারসংক্ষেপ:

আয়াত বিষয়বস্তু

১৪৪ রাসূল ﷺ মারা গেলেও দ্বীন থেকে পিছিয়ে যাওয়া যাবে না

১৪৫ মৃত্যু নির্ধারিত; দুনিয়া নয়, আখিরাত কামনা করাই শ্রেয়

📝 উপকারিতা:

- ইসলাম ব্যক্তিনির্ভর নয়, আদর্শনির্ভর।
- সাহস ও তাকওয়া থাকলে মৃত্যু ভয় আর বাঁধা নয়।
- আখিরাতমুখী চিন্তাই মুমিনের বৈশিষ্ট্য।

▪ আয়াত ১৪৭ ও ১৪৮-এর তাফসীর

🔹 **আয়াত-১৪৭** আরবি:

وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

বাংলা অনুবাদ: "তাদের কথা ছিল কেবল এই, তারা বলেছিল: 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের পাপ এবং আমাদের কাজে আমাদের সীমালঙ্ঘন ক্ষমা করে দাও, আমাদের পা দৃঢ় রাখো এবং কাফিরদের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য করো।'"

📝 তাফসীর:

- ইবনে কাসীর বলেন, আগের আয়াতে (১৪৬) যেসব মুমিনরা আল্লাহর পথে কষ্ট পেয়েও পিছপা হয়নি, এই আয়াতে তাদের হৃদয়ের কথা বলা হচ্ছে।
- তারা নিজেদের গুনাহ, অবহেলা ও ভুলের কথা স্বীকার করে আল্লাহর নিকট ক্ষমা চেয়েছে।
- তারা দৃঢ়তা কামনা করেছে—এটাই সত্যিকারের ঈমানের পরিচয়।
- তাদের দোয়া মূলত সকল মুমিনদের জন্য এক অনন্য দৃষ্টান্ত।

🔹 **আয়াত-১৪৮**

فَآتَاهُمُ اللَّـهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ ۗ وَاللَّـهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

অনুবাদ: "অতঃপর আল্লাহ তাদেরকে দুনিয়ার পুরস্কার এবং আখিরাতের উত্তম পুরস্কার দিয়েছেন। আর আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালোবাসেন।"

📝 তাফসীর:

- যারা আল্লাহর পথে কষ্ট পেল, ধৈর্য ধরল, দোয়া করল—আল্লাহ তাদের দুনিয়াতে সম্মান, বিজয়, শান্তি দিলেন।
- আখিরাতে তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত ও আল্লাহর সন্তুষ্টি।
- ইবনে কাসীর বলেন, এখানে বোঝানো হয়েছে: যারা সবর ও ইখলাস (নিষ্কলুষ নিয়ত) নিয়ে কাজ করে, তারা দুনিয়া ও আখিরাত—উভয়ের কল্যাণ পায়।

✅ সারসংক্ষেপ:

আয়াত	বিষয়বস্তু
১৪৫	মৃত্যু নির্ধারিত; দুনিয়া নয়, আখিরাত কামনা করাই শ্রেয়
১৪৬	পূর্বের নবীরা যুদ্ধ করেছেন; কষ্ট পেয়েও পিছপা হননি

আয়াত বিষয়বস্তু

১৪৭ মুমিনরা পাপ ক্ষমা, দৃঢ়তা ও সাহায্যের জন্য দোয়া করে

১৪৮ আল্লাহ তাদের দুনিয়া ও আখিরাতের পুরস্কার দিয়েছেন

📌 উপকারিতা:

- 💡 দোয়া মুমিনের শক্তি — গোনাহ স্বীকার করে সাহায্য চাওয়া দরকার।
- 💡 সবর ও ইখলাসের মাধ্যমে আল্লাহর ভালোবাসা অর্জন সম্ভব।
- 💡 আল্লাহর পথে সত্যিকারের সংগ্রাম করলে দুনিয়া ও আখিরাত—দুটোরই কল্যাণ মেলে।

▪ সূরা আলে-ইমরান এর আয়াত ১৫৯-১৬১-এর:

- আরবি আয়াত
- বাংলা অনুবাদ
- ইবনে কাসীর (রহ.)-এর সংক্ষিপ্ত ও সুস্পষ্ট তাফসীর

🔹 আয়াত-১৫৯

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۖ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

অনুবাদ: "অতএব, আল্লাহর রহমতেই তুমি তাদের প্রতি কোমল ছিলে। যদি তুমি কঠোর ও রূঢ়-হৃদয় হতে, তবে তারা তোমার চারপাশ থেকে সরে যেত। অতএব তুমি তাদেরকে ক্ষমা করো, তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো এবং তাদের সঙ্গে পরামর্শ করো। তারপর যখন তুমি সিদ্ধান্ত নেবে, তখন আল্লাহর উপর ভরসা করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ ভরসাকারীদের ভালোবাসেন।"

📝 তাফসীর:

- এই আয়াতে রাসূল ﷺ–এর চরিত্রের একটি মহান দিক তুলে ধরা হয়েছে: কোমলতা ও দয়ালুতা।
- যুদ্ধের পর (উহুদ) সাহাবিদের কোনো ভুল বা দুর্বলতার কারণে রাসূল ﷺ তাদেরকে শাস্তি দেননি বরং ক্ষমা করেছেন।
- আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন: ক্ষমা করো, দোয়া করো এবং তাদের মতামত নাও।
- এটা নেতৃত্বের এক অনন্য শিক্ষণীয় দিক: পরামর্শ, ক্ষমা, ভরসা।

🔹 আয়াত-১৬০

إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۖ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ ۗ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ

অনুবাদ: "আল্লাহ যদি তোমাদের সাহায্য করেন, তবে কেউ তোমাদের পরাজিত করতে পারবে না। আর যদি তিনি তোমাদের সাহায্য না করেন, তবে তাঁর পরে কে আছে যে তোমাদের সাহায্য করতে পারে? মুমিনদের উচিত কেবল আল্লাহর উপর ভরসা করা।"

📝 তাফসীর:

- বিজয় নির্ভর করে একমাত্র আল্লাহর সাহায্যের উপর।
- সাহাবিদের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে—শত্রুর সংখ্যা বা শক্তি নয়, বরং আল্লাহর সহায়তা নির্ভর করে ঈমান ও তাকওয়ার উপর।
- ইবনে কাসীর বলেন, এ আয়াত ঈমানদারদের মনোবল দৃঢ় করে—যেন তারা ভয় না পায়।

🔹 **আয়াত-১৬১**

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ ۚ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

অনুবাদ: "কোনো নবীর পক্ষে এটা সম্ভব নয় যে, সে (যুদ্ধলব্ধ সম্পদে) প্রতারণা করবে। আর কেউ প্রতারণা করলে কিয়ামতের দিন সে যা আত্মসাৎ করেছে তা নিয়ে উপস্থিত হবে। তারপর প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার কৃতকর্ম পূর্ণরূপে প্রতিফল দেওয়া হবে এবং তাদের প্রতি কোনো জুলুম করা হবে না।"

📝 তাফসীর:

- একদল মুসলিম উহুদের পর কিছু লুট পাওয়া জিনিস নিয়ে বিভ্রান্তি ছড়িয়েছিল, যেন নবী ﷺ কিছু রেখে দিয়েছেন—আল্লাহ তীব্রভাবে তা অস্বীকার করেন।
- নবীগণ কখনোই খেয়ানত করেন না—এটা তাঁদের পবিত্রতা ও বিশ্বাসযোগ্যতার অংশ।
- প্রতিটি কাজের জবাবদিহি হবে কিয়ামতে—আত্মসাৎকারীদের জন্য কঠিন পরিণতি।

✅ সারসংক্ষেপ টেবিল:

আয়াত	বিষয়বস্তু
১৫৯	রাসূল ﷺ-এর কোমলতা, ক্ষমা ও পরামর্শের শিক্ষা
১৬০	বিজয়ের আসল উৎস আল্লাহর সাহায্য; ভরসার উৎস
১৬১	নবীগণ খেয়ানত করেন না; প্রতারণার পরিণতি ভয়াবহ

📌 উপকারিতা:

- নেতৃত্বে কোমলতা, পরামর্শ এবং সহানুভূতির গুরুত্ব।
- ভরসা একমাত্র আল্লাহর উপর—তিনি সাহায্য করলে কেউ হারাতে পারে না।
- প্রতারণা ও খেয়ানতের বিরুদ্ধ সর্তকবার্তা—সবার জবাবদিহি আছে।

▪ সূরা আলে-ইমরান এর আয়াত: ১৯৬–১৯৮

আরবি আয়াত

- বাংলা অনুবাদ
- ইবনে কাসীর (রহ.)-এর সংক্ষিপ্ত ও সুস্পষ্ট তাফসীর

প্রদান করা হলো:

🔹 **আয়াত-১৯৬**

لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ

অনুবাদ: "নগরীতে কাফেরদের চাল-চলন যেন তোমাদিগকে ধোঁকা না দেয়।"

📝 তাফসীর:

- কাফেররা দুনিয়াতে তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য ও ধন-সম্পদের প্রাচুর্য নিয়ে গর্বিত থাকে।
- কিন্তু তাদের এই দুনিয়াবি সফলতা চিরস্থায়ী নয়; তাদের পরিণতি হবে জাহান্নাম।
- মুমিনদের উচিত তাদের দুনিয়াবি সফলতা দেখে বিভ্রান্ত না হওয়া; বরং আখিরাতের সফলতা কামনা করা।

🔹 **আয়াত-১৯৭**

مَتَاعٌ قَلِيلٌ ۖ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ

বাংলা অনুবাদ: "এটা হলো সামান্য ফায়দা; এরপর তাদের ঠিকানা হবে দোজখ। আর তা অতি নিকৃষ্ট স্থান।"

📝 তাফসীর:

- কাফেরদের দুনিয়াতে পাওয়া ধন-সম্পদ ও সুখ-সুবিধা সাময়িক ও ক্ষণস্থায়ী।
- তাদের চূড়ান্ত গন্তব্য হবে দোজখ, যা চিরস্থায়ী ও ভয়াবহ।
- মুমিনদের উচিত তাদের দুনিয়াবি সফলতা দেখে ঈর্ষা না করে, বরং আল্লাহর সন্তুষ্টি ও আখিরাতের সফলতা কামনা করা।

🔹 **আয়াত-১৯৮**

إِلَّا الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ ۖ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۖ نُزُلًا مِّنْ عِندِ اللَّهِ ۗ وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ لِّلْأَبْرَارِ

অনুবাদ: "কিন্তু যারা ভয় করে নিজেদের পালনকর্তাকে, তাদের জন্যে রয়েছে জান্নাত যার তলদেশে প্রবাহিত রয়েছে প্রস্রবণ। তাতে আল্লাহর পক্ষ থেকে সদা আপ্যায়ন চলতে থাকবে। আর যা আল্লাহর নিকট রয়েছে, তা সৎকর্মশীলদের জন্যে একান্তই উত্তম।"

📝 তাফসীর:

- যারা আল্লাহকে ভয় করে, তাঁর আদেশ-নিষেধ মেনে চলে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত।
- জান্নাতে থাকবে নদী, ফলমূল, স্নিগ্ধ বাতাস, এবং সর্বোপরি আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য।
- এই পুরস্কার দুনিয়ার ধন-সম্পদ ও সুখ-সুবিধার চেয়ে অনেক বেশি উত্তম ও স্থায়ী।

✅ সারসংক্ষেপ:

আয়াত	বিষয়বস্তু
১৯৬	কাফেরদের দুনিয়াবি সফলতা দেখে বিভ্রান্ত না হওয়ার উপদেশ
১৯৭	দুনিয়ার সাময়িক সফলতা ও পরিণতি দোজখের ভয়াবহতা
১৯৮	আল্লাহভীরুদের জন্য জান্নাতের চিরস্থায়ী পুরস্কার

📌 উপকারিতা:

- দুনিয়ার সাময়িক সফলতা দেখে ঈর্ষা না করে, আখিরাতের সফলতা কামনা করা।
- আল্লাহভীরুতা ও সৎকর্মের মাধ্যমে জান্নাতের চিরস্থায়ী পুরস্কার লাভ।
- কাফেরদের দুনিয়াবি সফলতা সাময়িক ও ক্ষণস্থায়ী, তাদের চূড়ান্ত গন্তব্য হবে দোজখ।

ধন্যবাদ! আপনি যেমনটি চেয়েছেন, নিচে সূরা আলে-ইমরান এর আয়াত ১৯৬–১৯৮-এর:

- আরবি আয়াত
- বাংলা অনুবাদ
- ইবনে কাসীর (রহ.)-এর সংক্ষিপ্ত ও সুস্পষ্ট তাফসীর

প্রদান করা হলো:

🔹 **আয়াত-১৯৬**

لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ

অনুবাদ: "নগরীতে কাফেরদের চাল-চলন যেন তোমাদিগকে ধোঁকা না দেয়।"

📝 তাফসীর:

- কাফেররা দুনিয়াতে তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য ও ধন-সম্পদের প্রাচুর্য নিয়ে গর্বিত থাকে।
- কিন্তু তাদের এই দুনিয়াবি সফলতা চিরস্থায়ী নয়; তাদের পরিণতি হবে জাহান্নাম।
- মুমিনদের উচিত তাদের দুনিয়াবি সফলতা দেখে বিভ্রান্ত না হওয়া; বরং আখিরাতের সফলতা কামনা করা।

🔹 **আয়াত-১৯৭**

مَتَاعٌ قَلِيلٌ ۖ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ

অনুবাদ: "এটা হলো সামান্য ফায়দা; এরপর তাদের ঠিকানা হবে দোজখ। আর তা অতি নিকৃষ্ট স্থান।"

📝 তাফসীর:

- কাফেরদের দুনিয়াতে পাওয়া ধন-সম্পদ ও সুখ-সুবিধা সাময়িক ও ক্ষণস্থায়ী।
- তাদের চূড়ান্ত গন্তব্য হবে দোজখ, যা চিরস্থায়ী ও ভয়াবহ।
- মুমিনদের উচিত তাদের দুনিয়াবি সফলতা দেখে ঈর্ষা না করে, বরং আল্লাহর সন্তুষ্টি ও আখিরাতের সফলতা কামনা করা।

🔹 **আয়াত-১৯৮**

إِلَّا الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ ۖ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۖ نُزُلًا مِّنْ عِندِ اللَّهِ ۗ وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ لِّلْأَبْرَارِ

অনুবাদ: "কিন্তু যারা ভয় করে নিজেদের পালনকর্তাকে, তাদের জন্যে রয়েছে জান্নাত যার তলদেশে প্রবাহিত রয়েছে প্রস্রবণ। তাতে আল্লাহর পক্ষ থেকে সদা আপ্যায়ন চলতে থাকবে। আর যা আল্লাহর নিকট রয়েছে, তা সৎকর্মশীলদের জন্যে একান্তই উত্তম।"

📝 তাফসীর:

- যারা আল্লাহকে ভয় করে, তাঁর আদেশ-নিষেধ মেনে চলে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত।
- জান্নাতে থাকবে নদী, ফলমূল, স্নিগ্ধ বাতাস, এবং সর্বোপরি আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য।
- এই পুরস্কার দুনিয়ার ধন-সম্পদ ও সুখ-সুবিধার চেয়ে অনেক বেশি উত্তম ও স্থায়ী।

✅ সারসংক্ষেপ:

আয়াত বিষয়বস্তু

১৯৬ কাফেরদের দুনিয়াবি সফলতা দেখে বিভ্রান্ত না হওয়ার উপদেশ

১৯৭ দুনিয়ার সাময়িক সফলতা ও পরিণতি দোজখের ভয়াবহতা

১৯৮ আল্লাহভীরুদের জন্য জান্নাতের চিরস্থায়ী পুরস্কার

📌 উপকারিতা:

- দুনিয়ার সাময়িক সফলতা দেখে ঈর্ষা না করে, আখিরাতের সফলতা কামনা করা।
- আল্লাহভীরুতা ও সৎকর্মের মাধ্যমে জান্নাতের চিরস্থায়ী পুরস্কার লাভ।
- কাফেরদের দুনিয়াবি সফলতা সাময়িক ও ক্ষণস্থায়ী, তাদের চূড়ান্ত গন্তব্য হবে দোজখ।

▪ সূরা আলে-ইমরান এর আয়াত ১৯৯–২০০

- আরবি আয়াত
- বাংলা অনুবাদ
- ইবনে কাসীর (রহ.)-এর সংক্ষিপ্ত ও গভীর তাফসীর

তুলে ধরা হলো:

🔹 **আয়াত-১৯৯**

وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ ۖ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۚ أُولَٰئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

অনুবাদ: "আর অবশ্যই কিতাবিদের মধ্যেও কিছু লোক রয়েছে যারা আল্লাহতে, যা তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং যা তাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে, তাতে বিশ্বাস করে, তারা আল্লাহর প্রতি বিনীত। আর আল্লাহর আয়াতের বিনিময়ে সামান্য দাম গ্রহণ করে না। এরাই তাদের প্রতিদান তাদের প্রতিপালকের কাছে পাবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ হিসাব গ্রহণে তৎপর।"

📝 তাফসীর:

- এ আয়াতে এমন কিছু ইহুদি ও খ্রিস্টানদের কথা বলা হয়েছে যারা সত্যিকারভাবে আল্লাহর প্রতি, কুরআনের প্রতি, এবং পূর্ববর্তী গ্রন্থের প্রতি ঈমান এনেছে।
- যেমন: নাজরান খ্রিস্টানদের একটি দল, আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রাঃ) প্রমুখ।
- তারা বিনীত, আল্লাহভীরু, এবং দুনিয়ার লোভে নিজের ঈমান বিক্রি করে না।

- ইবনে কাসীর বলেন, আল্লাহ এখানে ন্যায়ের পরিচয় দিয়েছেন—কাফেরদের ভিন্ন, যারা ঈমান এনেছে তাদের পুরস্কার অবশ্যম্ভাবী।

🔹 **আয়াত-২০০**

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

অনুবাদ: "হে মুমিনগণ! ধৈর্য ধারণ করো, ধৈর্যে প্রতিযোগিতা করো, প্রস্তুত থাকো (সতর্ক পাহারা দাও), এবং আল্লাহকে ভয় করো—যেন তোমরা সফল হতে পারো।"

📝 তাফসীর:

- এ আয়াত মুসলিমদের জন্য একটি শক্তিশালী উৎসাহ ও জীবনদর্শন:
  - اصبروا: নিজে ধৈর্য ধরো।
  - صابروا: শত্রুর তুলনায় বেশি ধৈর্যশীল হও।
  - رابطوا: প্রস্তুত থাকো, সীমান্ত পাহারা দাও, ইসলামের দায়িত্বে দৃঢ় থাকো।
  - واتقوا الله: আল্লাহকে ভয় করে সব কাজে সচেতন থেকো।
- ইবনে কাসীর বলেন, এই আয়াত হলো মুসলিমদের জন্য বিজয়ের চাবিকাঠি—সবর, ইখলাস ও তাকওয়ার সাথে কাজ করে যেতে হবে।

✅ সারসংক্ষেপ:

আয়াত বিষয়বস্তু

১৯৯ কিছু আহলে কিতাব ঈমান এনেছে, তারা পুরস্কৃত হবে

২০০ মুমিনদের জন্য সফলতার উপায়: ধৈর্য, প্রস্তুতি, তাকওয়া

📌 উপকারিতা:

- ইসলাম কোনো জাতির বিরুদ্ধে নয়—সত্যিকার ঈমানদার যেকোনো জাতি থেকেই হতে পারে।
- ধৈর্য, দৃঢ়তা ও তাকওয়া মুমিন জীবনের ভিত্তি।
- বিজয়ের পূর্বশর্ত হলো আত্মিক প্রস্তুতি এবং আল্লাহভীতি।

📚 এই আয়াত দুটি দিয়ে সূরা আলে-ইমরান শেষ হয়, যেখানে মুমিনদেরকে জীবনের সংগ্রামে আত্মবিশ্বাসী, ধৈর্যশীল ও আল্লাহমুখী হয়ে সফল হওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে।

▪ সূরা নিসা (سورة النساء) -এর অনুবাদ ও তাফসীর

১–৪ পর্যন্ত ব্যাখ্যা মূলক অনুবাদ:

📖 আয়াত ১: মানবজাতির সৃষ্টির কথা

إِنَّ اللَّهَ خَلَقَكُمْ مِن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

অনুবাদ: নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে এক প্রাণ থেকে সৃষ্টি করেছেন, তারপর তার থেকে তার সঙ্গিনীকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের দু'জন থেকে বহু পুরুষ ও নারী ছড়িয়ে দিয়েছেন। আর আল্লাহকে ভয় করো, যাঁর নামে তোমরা একে অপরের কাছে নিজেদের অধিকার দাবি করো এবং আত্মীয়তার সম্পর্কের বিষয়ে আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের উপর সর্বদা পর্যবেক্ষক

তাফসীর: ইবনে কাসীর (রহ.) বলেন, এই আয়াতে আল্লাহ তায়ালা মানবজাতির সৃষ্টির মূল উৎসের কথা উল্লেখ করেছেন, যা হলো আদম (আঃ) ও হাওয়া (আঃ)। তাদের মাধ্যমে আল্লাহ পৃথিবীতে মানবজাতিকে বিস্তার করেছেন। এই আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা মানবজাতিকে তাঁর প্রতি তাকওয়া অবলম্বন এবং আত্মীয়তার সম্পর্কের প্রতি দায়িত্বশীল হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন

📖 আয়াত ২: ইয়াতীমদের সম্পত্তির হেফাজত ও তাদের প্রতি সুবিচার

وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا

অনুবাদ: এবং ইয়াতীমদের সম্পত্তি তাদেরকে দিয়ে দাও এবং তাদের সম্পত্তির মন্দ অংশকে ভালো অংশের সাথে পরিবর্তন করো না; এবং তাদের সম্পত্তি তোমাদের সম্পত্তির সাথে মিশিয়ে খেয়ো না। নিশ্চয় এটি একটি বড় পা।তাফসীর: ইবনে কাসীর (রহ.) বলেন, এই আয়াতে ইয়াতীমদের সম্পত্তির হেফাজত ও তাদের প্রতি সুবিচারের গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে। তাদের সম্পত্তি অন্যায়ভাবে গ্রহণ বা অপব্যবহার করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। ইসলামে ইয়াতীমদের প্রতি বিশেষ সহানুভূতি ও দায়িত্বশীলতার নির্দেশনা রয়েছ।

📖 আয়াত ৩: একাধিক বিবাহের শর্তাবলী

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

অনুবাদ: তবে যদি তোমরা আশঙ্কা কর যে, ইয়াতীমদের প্রতি সুবিচার করতে পারবে না, তবে নারীদের মধ্যে যাকে তোমরা পছন্দ কর, তাকে বিবাহ কর; দু'টি, তিনটি বা চারটি। তবে যদি আশঙ্কা কর যে, সুবিচার করতে পারবে না, তবে একজনকেই বিবাহ র।

তাফসীর: ইবনে কাসীর (রহ.) বলেন, এই আয়াতে একাধিক বিবাহের শর্তাবলী বর্ণিত হয়েছে। যদি একজন পুরুষ আশঙ্কা করেন যে, তিনি ইয়াতীম নারীদের প্রতি সুবিচার করতে পারবেন না, তবে তিনি একাধিক বিবাহের মাধ্যমে তাদের হেফাজত করতে পারেন। তবে সুবিচার নিশ্চিত না হলে, একজনকেই বিবাহ করা উত্তম।

📖 আয়াত ৪: মহর নির্ধারণ ও নারীদের অধিকার

وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

*অনুবাদ: এবং নারীদের তাদের মহর সুন্দরভাবে দাও। তবে যদি তারা তোমাদের কাছে মহর সম্পর্কে কিছু ছাড় দিতে চান, তবে তা গ্রহণ কর এবং তাদেরকে সুন্দরভাবে গ্রহণকর।

*তাফসীর: ইবনে কাসীর (রহ.) বলেন, এই আয়াতে মহরের গুরুত্ব ও নারীদের অধিকার সম্পর্কে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। মহর হলো বিবাহের সময় নারীর প্রাপ্য অধিকার, যা স্বামীর কর্তব্য। নারীরা যদি মহরের কিছু অংশ ছাড় দিতে চান, তবে তা গ্রহণ করা যেতে পারে, তবে তা তাদের ইচ্ছার উপর নির্ভরীল।

✅ **সারাংশ:**

আয়াত	বিষয়বস্তু	ইবনে কাসীরের তাফসীর আলোকে ব্যাখ্যা
১	মানবজাতির সৃষ্টির কথা	আল্লাহ তায়ালা আদম (আঃ) ও হাওয়া (আঃ) থেকে মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাকওয়া অবলম্বন ও আত্মীয়তার সম্পর্কের প্রতি দায়িত্বশীল হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।
২	ইয়াতীমদের সম্পত্তির হেফাজত	ইয়াতীমদের সম্পত্তি অন্যায়ভাবে গ্রহণ বা অপব্যবহার করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ; তাদের প্রতি সুবিচারের গুরুত্ব

নিশ্চিতভাবেই,

- **নিচে সূরা আন-নিসা (৪):৫–৬ পর্যন্ত আয়াতগুলোর ইমাম ইবনে কাসীর (রহ.)-এর তাফসীর আলোকে বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করা হলো:**

📖 আয়াত ৫: ইয়াতীমদের সম্পত্তির হেফাজত ও তাদের প্রতি সুবিচার

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا

অনুবাদ: তোমরা তোমাদের সম্পত্তি সেই মূর্খদেরকে দিও না, যাদেরকে আল্লাহ তোমাদের জন্য জীবিকার ব্যবস্থা করেছেন। তাদেরকে তাতে খাদ্য দাও, তাদেরকে পোশাক পরাও এবং তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করো

তাফসীর:

ইবনে কাসীর (রহ.) বলেন, এই আয়াতে ইয়াতীমদের সম্পত্তির হেফাজত ও তাদের প্রতি সুবিচারের গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে। তাদের সম্পত্তি অন্যায়ভাবে গ্রহণ বা অপব্যবহার করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। ইসলামে ইয়াতীমদের প্রতি বিশেষ সহানুভূতি ও দায়িত্বশীলতার নির্দেশনা রয়েছে

📖 আয়াত ৬: ইয়াতীমদের বয়ঃপ্রাপ্তির পর তাদের সম্পত্তি হস্তান্তর

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

অনুবাদ: এবং ইয়াতীমদের পরীক্ষা করো, যতক্ষণ না তারা বিবাহযোগ্য বয়সে পৌঁছায়। যদি তাদের মধ্যে তোমরা প্রজ্ঞা দেখতে পাও, তবে তাদের সম্পত্তি তাদেরকে দিয়ে দাও। অপব্যবহার ও দ্রুততার সাথে তা গ্রহণ করো না, যাতে তারা বড় না হয়ে যায়। আর যে ব্যক্তি ধনী, সে যেন আত্মসম্মান বজায় রাখে এবং যে গরীব, সে যেন ন্যায্যভাবে গ্রহণ করে। যখন তাদের সম্পত্তি তাদেরকে হস্তান্তর করবে, তখন তাদের সাক্ষী রাখো। আল্লাহ হিসাব নেওয়ার জন্য যথেষ্ট।

তাফসীর: ইবনে কাসীর (রহ.) বলেন, এই আয়াতে ইয়াতীমদের বয়ঃপ্রাপ্তির পর তাদের সম্পত্তি হস্তান্তরের শর্তাবলী বর্ণিত হয়েছে। তাদের বুদ্ধিমত্তা ও প্রাপ্তবয়স্কতা যাচাই করে তাদের সম্পত্তি তাদেরকে প্রদান করতে হবে। এটি তাদের অধিকার এবং ইসলামের ন্যায়বিচারের প্রতীক।

✅ **সারাংশ:**

বিষয়বস্তু | ইবনে কাসীরের তাফসীর আলোকে ব্যাখ্যা **আয়াত-৫** | ইয়াতীমদের সম্পত্তির হেফাজত ও তাদের প্রতি সুবিচার | ইয়াতীমদের সম্পত্তি অন্যায়ভাবে গ্রহণ বা অপব্যবহার করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ; তাদের প্রতি সুবিচারের গুরুত্ব **আয়াত-৬** | ইয়াতীমদের বয়ঃপ্রাপ্তির পর তাদের সম্পত্তি হস্তান্তর | ইয়াতীমদের বুদ্ধিমত্তা ও প্রাপ্তবয়স্কতা যাচাই করে তাদের সম্পত্তি তাদেরকে প্রদান করতে হবে।

এই আয়াতগুলোতে ইয়াতীমদের প্রতি ইসলামের গভীর সহানুভূতি ও ন্যায়বিচারের নির্দেশনা রয়েছে। ইবনে কাসীর (রহ.)-এর তাফসীর থেকে আমরা শিখতে পারি যে, ইয়াতীমদের অধিকার রক্ষা করা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব।

- 📖 **সূরা আন-নিসা – আয়াত ১৫**

🕋 আরবি আয়াত:

وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ ۖ فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا

📘 বাংলা অনুবাদ: "আর তোমাদের নারীদের মধ্যে যারা অশ্লীল কাজ করে, তাদের বিরুদ্ধে তোমরা তোমাদের মধ্য থেকে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করো। যদি তারা সাক্ষ্য দেয়, তবে তাদেরকে গৃহে আবদ্ধ করে রাখো যতক্ষণ না মৃত্যু তাদেরকে নিয়ে যায়, অথবা আল্লাহ তাদের জন্য অন্য কোনো পথ নির্ধারণ করেন।"

📚 তাফসির ইবনে কাসীর (সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা):

- এই আয়াতটি ইসলামের প্রাথমিক যুগে ছিল, যেখানে ব্যভিচারিণী নারীদের শাস্তি ছিল ঘরে আবদ্ধ করে রাখা মৃত্যুর আগ পর্যন্ত।
- পরবর্তীতে এই শাস্তি রজম (পাথর ছুড়ে মারার) বা বেত্রাঘাত দ্বারা অবস্থাভেদে পরিবর্তিত হয়েছে—যাকে বলা হয় "নাসখ" (শরিয়তের বিধান পরিবর্তন)।
- এটি প্রথমিক ধাপে সমাজে শালীনতা প্রতিষ্ঠার একটি পদক্ষেপ ছিল।

- 📖 **সূরা আন-নিসা – আয়াত ১৬**

وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَآذُوهُمَا ۖ فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا

📘 বাংলা অনুবাদ: "আর তোমাদের মধ্য হতে যারা এ কাজ (অশ্লীলতা) করে, তাদেরকে শাস্তি দাও। অতঃপর যদি তারা তওবা করে ও নিজেদের সংশোধন করে, তাহলে তাদেরকে ছেড়ে দাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাওবাহ কবুলকারী, পরম দয়ালু।"

📚 তাফসির ইবনে কাসীর (সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা):

- এখানে পুরুষদের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে, যারা ব্যভিচার করে তাদের শাস্তি দিতে হবে (ভর্ৎসনা, উপদেশ, শারীরিক দণ্ড ইত্যাদি)।
- কিন্তু যদি তারা সত্যিকার অর্থে তওবা করে এবং নিজেদের সংশোধন করে, তাহলে তাদেরকে আর লাঞ্ছিত বা অপমান করা যাবে না।
- ইবনে কাসীর বলেন, এটি আল্লাহর দয়াশীলতা ও ক্ষমাশীলতার নিদর্শন—তওবার দরজা সবার জন্য খোলা।

✅ শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ:

বিষয়	ব্যাখ্যা
⚖️ ইনসাফ	অপরাধ প্রমাণিত না হলে শাস্তি নয়—সাক্ষ্য গুরুত্বপূর্ণ।
🌿 তওবার গুরুত্ব	তওবা করলে আল্লাহ ক্ষমা করেন—তিনিই পরম দয়ালু।
🧕 নারীর সম্মান	নারীর বিরুদ্ধে অভিযোগে প্রমাণের কঠোর শর্ত—সমাজে তাদের সম্মান রক্ষা নিশ্চিত।
🔁 বিধান পরিবর্তন	ইসলামে বিধান পর্যায়ক্রমে এসেছে—সমাজ ও সময়ের বাস্তবতা অনুযায়ী।

📌 উপসংহার: এই দুই আয়াত আমাদের শেখায় যে, ইসলাম শুধু শাস্তি নয় বরং সংশোধনের ধর্ম। একদিকে যেমন অপরাধের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা রয়েছে, অন্যদিকে রয়েছে তওবা, ক্ষমা ও মানবিকতার বার্তা।
আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর বিধান অনুযায়ী চলার তাওফিক দিন এবং সব ধরনের অশ্লীলতা ও গুনাহ থেকে রক্ষা কর। আমিন।

- **সূরা আন-নিসা (৪:১১) আয়াতের আরবি, বাংলা অনুবাদ, তাফসির ইবনে কাসীরের আলোকে ব্যাখ্যা এবং শিক্ষা নিম্নরূপ:**

📖 **আয়াতের আরবি পাঠ সূরা আন-নিসা (৪:১১):**

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ ۚ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ ۖ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا*

📚 বাংলা অনুবাদ: আল্লাহ তোমাদের সন্তানদের ব্যাপারে তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন: পুরুষের জন্য রয়েছে দুই নারীর অংশের সমান; আর যদি তারা (সন্তান) দুইজনের বেশি হয়, তাহলে তাদের জন্য রয়েছে দুই পুরুষের অংশের সমান; আর যদি একমাত্র নারী হয়, তাহলে তার জন্য রয়েছে অর্ধেক; আর তোমাদের স্ত্রীর ব্যাপারে, যদি তোমরা কোনো সন্তান না রেখে মারা যাও, তাহলে তোমাদের স্ত্রীর জন্য রয়েছে চতুর্থাংশ; আর যদি তোমাদের সন্তান থাকে, তাহলে তাদের জন্য রয়েছে আটভাগ; আর যদি (মৃত ব্যক্তি) পুরুষ বা নারী হয়ে থাকে, যার কোনো পিতা-মাতা নেই, এবং সে (উত্তরাধিকারী হলে) একমাত্র ভাই-বোন থাকে, তাহলে তাদের জন্য রয়েছে ষষ্ঠাংশ; আর যদি তারা (ভাই-বোন) একাধিক হয়, তাহলে তারা অংশীদার হবে এক তৃতীয়াংশে; এই বিধানগুলো তোমাদের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে আল্লাহর পক্ষ থেকে, যাতে তোমরা বিভ্রান্ত না হও; আল্লাহ সর্বশক্তিমান, প্রজ্ঞাময়।

📝 তাফসির ইবনে কাসীরের আলোকে ব্যাখ্য

ইবনে কাসীর তাঁর তাফসিরে এই আয়াতের ব্যাখ্যায় উল্লেখ করেছেন যে, আল্লাহ তাআলা উত্তরাধিকার বণ্টনের ক্ষেত্রে পুরুষ ও নারীর অংশ নির্ধারণ করেছেন। পুরুষের অংশ সাধারণত নারীর চেয়ে দ্বিগুণ নির্ধারণ করা হয়েছে, যা ইসলামী শরিয়তের একটি মৌলিক বিধান। এছাড়া, স্ত্রীর উত্তরাধিকার, সন্তানদের অংশ এবং অন্যান্য সম্পর্কিত বিধানসমূহও এই আয়াতে উল্লেখ করা হয়েে।

🎓 শিক্ষা ও দিকনির্দেশনা

- উত্তরাধিকার বণ্টন আয়াতে উত্তরাধিকার বণ্টনের সুস্পষ্ট বিধান রয়েছে, যা মুসলিম সমাজে ন্যায্যতা ও সমতা প্রতিষ্ঠার জন্য নির্দেশনা প্রদান করে।
- নারীর অধিকার নারীর অংশ নির্ধারণের মাধ্যমে ইসলামী শরিয়ত নারীর আর্থিক অধিকারকে স্বীকৃতি দিয়েছে।
- আলেমদের দায়িত্ব ইসলামী আইন ও শরিয়তের বিধানসমূহ সম্পর্কে আলেমদের জ্ঞান অর্জন ও তা সমাজে প্রচারের গুরুত্ব নির্দেশিত হয়েছে। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে এই আয়াতের শিক্ষা অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করার তাওফিক দিন। আমীন।

▪ নিশ্চয়ই! নিচে সূরা আন-নিসা (৪), আয়াত ১৯-২১ এর আরবি পাঠ, বাংলা অনুবাদ, ইবনে কাসীর (রহ.)-এর সংক্ষিপ্ত তাফসির এবং শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ উপস্থাপন করা হলো:

📖 **আয়াত-১৯**

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

📘 **বাংলা অনুবাদ:* "হে মুমিনগণ! তোমরা নারীদের জোরপূর্বক উত্তরাধিকারী হতে পার না, এবং তাদেরকে এমনভাবে আটকে রাখতে পার না যাতে তোমরা তাদের দেওয়া কিছু অর্থ নিয়ে নিতে পারো, তবে যদি তারা

প্রকাশ্য অশ্লীলতা করে, তখন তোমরা তাদের থেকে কিছু নিতে পার। তাদের সঙ্গে সদাচারে জীবনযাপন করো; যদি তাদেরকে অপছন্দ করো, তবে হতে পারে তোমরা কিছু অপছন্দ কর, অথচ আল্লাহ তাতে অনেক ভালো কিছু রেখেছে।"□□

📚 ইবনে কাসীর (রহ.)-এর তাফসির

□এই আয়াতে পুরুষদেরকে নারীদের প্রতি সদাচারী হতে এবং তাদেরকে জোরপূর্বক উত্তরাধিকারী না হতে বলা হয়েছে। পুরুষরা নারীদেরকে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আটকে রেখে তাদের দেওয়া কিছু অর্থ নিতে পারবে না। তবে যদি নারী প্রকাশ্য অশ্লীলতা করে, তখন পুরুষরা তাদের থেকে কিছু নিতে পাবে।□□

📖 **আয়াত-২০**

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَبْدِلُوا زَوْجًا مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا

📘 বাংলা অনুাদ: "আর যদি তোমরা এক স্ত্রীর পরিবর্তে অন্য স্ত্রীর সঙ্গে সংসর্গ স্থাপন করতে চাও, এবং তোমরা তাকে অনেক কিছু দান করেছ, তবে তার কিছুই গ্রহণ করো না। কি, তোমরা মিথ্যা অভিযোগ এবং স্পষ্ট পাপের মাধ্যমে তা গ্রহণকরবে?"

📚 ইবনে কাসীর (রহ.)-এর তাফসির: এই আয়াতে পুরুষদেরকে সতর্ক করা হয়েছে যে, যদি তারা এক স্ত্রীর পরিবর্তে অন্য স্ত্রীর সঙ্গে সংসর্গ স্থাপন করতে চায়, এবং পূর্বের স্ত্রীর কাছে অনেক কিছু দান করেছে, তবে তারা পূর্বের স্ত্রীর কিছুই গ্রহণ করতে পরবে না।

📖 **আয়াত-২১**

□وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا□□

📘 বাংলাঅনুবাদ: আর কিভাবে তোমরা তা গ্রহণ করবে, অথচ তোমরা একে অপরের সঙ্গে মিলিত হয়েছ এবং তারা তোমাদের কাছ থেকে দৃঢ় অঙ্গীকা নিয়েছে?"

📚 ইবনে কাসীর (রহ.)-এ তাফসির:

□এই আয়াতে নারীদের প্রতি পুরুষদের দায়িত্ব এবং তাদের সঙ্গে সম্পর্কের গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে। নারীরা পুরুষদের কাছ থেকে দৃঢ় অঙ্গীকার গ্রহণ করেছে, এবং পুরুষদের তাদের প্রতি সদাচরী হতে হবে।

✅ শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ:

1. নারীদের প্রতি সাচারিতা: □পুরুষদের নারীদের প্রতি সদাচারী হতে হবে এবং তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো কিছু রা যাবে না।
2. অঙ্গীকারেরগুরুত্ব: নারীরা পুরুষদের কাছ থেকে দৃঢ় অঙ্গীকার গ্রহণ করেছে, এবং পুরুষদের তাদের প্রতি সেই অঙ্গীকার রক্া করতে হবে।

3. অন্যায়ের বিরুদ্ধেসতর্কতা: □নারীদের প্রতি অন্যায় করা থেকে বিরত থাকতে হবে, এবং তাদের প্রতি সদাচরী হতে হে।

- **সূরা আন-নিসা (৪:৩৭–৩৯)। নিচে তাফসির ইবন কাসীরের আলোকে বাংলা ভাষায় সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা প্রদান করা হলো:**

📖 **আয়াত-৩৭: যারা আল্লাহর পথে দান করতে অস্বীকৃতি জানায়**

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

**বাংলা অনুবাদ: "যারা সোনা ও রূপা জমা করে রাখে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না, তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দাও।

**ব্যাখ্যা: এই আয়াতে আল্লাহ তাদের সমালোচনা করেছেন যারা তাঁর প্রদত্ত সম্পদ থেকে দান করতে অস্বীকৃতি জানায়। তারা আল্লাহর নেয়ামত গোপন করে এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না

📖 **আয়াত-৩৮: যারা আল্লাহর পথে দান করতে অস্বীকৃতি জানায়**

يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ ۚ هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ ۖ فَذُوقُوا۟ بِمَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ

**বাংলা অনুবাদ:* □"যেদিন তা জাহান্নামের আগুনে গরম করা হবে, তখন তাদের কপাল, পিঠ ও পেটের ত্বক দিয়ে তা পুড়িয়ে দেওয়া হবে। এটা তোমরা নিজেদের জন্য জমা রেখেছিলে, সুতরাং তোমরা যা জমা রেখেছিলে, তা স্বাদ গ্রহণ করো"□□

**ব্যাখ্যা:* □এই আয়াতে আল্লাহ তাদেরকে সতর্ক করেছেন যারা তাঁর পথে দান করতে অস্বীকৃতি জানায়। তাদেরকে ভবিষ্যতে কঠিন শাস্তির মুখোমুখি হতে হব।□□

📖 **আয়াত-৩৯: যদি তারা আল্লাহ ও পরকাল বিশ্বাস করত এবং তাঁর পথে দান করত**

وَلَوْ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا۟ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ وَأَنفَقُوا۟ مِمَّا رَزَقَنَٰهُمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ۖ وَيُكَفِّرُ عَنْهُمْ سَيِّـَٔاتِهِمْ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ رَحِيمًا بِهِم

**বাংলা অনুবাদ:* □"আর যদি তারা আল্লাহ ও পরকাল বিশ্বাস করত এবং যা কিছু আমি তাদেরকে দিয়েছি তা থেকে দান করত, তবে তা তাদের জন্য আরও ভালো হতো। আমি তাদের খারাপ কাজগুলো মাফ করে দিতাম এবং আমি তাদের প্রতি দয়ালু হতে।"□□

**ব্যাখ্যা:* □এই আয়াতে আল্লাহ বলেছেন যে, যদি তারা তাঁর প্রতি ঈমান আনত এবং তাঁর পথে দান করত, তাহলে তা তাদের জন্য কল্যাণকর হতো। আল্লাহ তাদের খারাপ কাজগুলো মাফ করে দিতেন এবং তাদের প্রতি দয়ালু হতন।□□

✅ শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ

□| বিষয় | ব্যাখ্যা |⚖️ ইনসাফ | অপরাধ প্রমাণিত না হলে শাস্তি নয়—সাক্ষ্য গুরুত্বপূর্ণ। | | 🌿 তওবার গুরুত্ব | তওবা করলে আল্লাহ ক্ষমা করেন—তিনিই পরম দয়ালু। | | 🧕 নারীর সম্মান | নারীর বিরুদ্ধে অভিযোগে প্রমাণের কঠোর শর্ত—সমাজে তাদের সম্মান রক্ষা নিশ্চিত। | | 🔁 বিধান পরিবর্তন | ইসলামে বিধান পর্যায়ক্রমে এসেছে—সমাজ ও সময়ের বাস্তবতা অনুযায়ী। |□□

📌 উপসহার:

এই আয়াতগুলোতে আল্লাহ মানুষের মধ্যে দানশীলতা ও কৃতজ্ঞতার গুরুত্ব তুলে ধরেছেন। তিনি বলেছেন যে, যারা তাঁর পথে দান করে, তারা আল্লাহর নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং পরকালেও পুরস্কতহবে।এছাড়া, তওবা ও সংশোধনের মাধ্যমে আল্লাহর ক্ষমা লাভের পথ উন্মুক্তরয়েছে।

بالطبع! إليك التفسير المختصر للآيات ٥٩ و ٦٠ من سورة النساء مع التفسير على ضوء ابن كثير باللغة البنغالية:

📖 **সূরা আন-নিসা – আয়াত-৫৯:**

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

📘 বাংলা অনুবাদ: "হে মুমিনগণ! আল্লাহকে অনুগত থাকো, রাসূলকেও অনুগত থাকো, এবং তোমাদের মধ্যে যাদের ক্ষমতা রয়েছে, তাদেরও অনুগত থাকো। যদি তোমরা কোনো বিষয়ে মতবিরোধে পড়ো, তবে তা আল্লাহর কাছে এবং রাসূলের কাছে ফিরিয়ে দাও, যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাসী হও। এটাই ভালো এবং পরিণামে উত্তম।"

📚 তাফসির ইবনে কাসীর (সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা):

- এ আয়াতে মুমিনদের আল্লাহ, রাসূল এবং তাদের মধ্যে যাদের কর্তৃত্ব রয়েছে, তাদের প্রতি আনুগত্যের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।
- যখন কোনো বিষয়ে মতবিরোধ বা বিতর্ক হবে, তখন সঠিক সিদ্ধান্তের জন্য আল্লাহর কিতাব এবং রাসূলের সুন্নাতের দিকে ফিরে যেতে হবে।
- ইবনে কাসীর বলেন, এখানে "أولي الأمر" (অথর্ব) এর মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে সেইসব শাসক এবং অভিজ্ঞ আলেমদের, যারা সমাজের আইন ও বিধান মেনে মানুষের সমস্যার সমাধান করে থাকেন।
- আয়াতটি এমন সময়ে আবশ্যক, যখন মুসলিম সমাজে ঐক্য এবং শান্তি রক্ষা করা জরুরি।

📖 **সূরা আন-নিসা আয়াত-৬০:**

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ زَعَمُوا أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا

📘 বাংলা অনুবাদ: "তুমি কি সেইসব লোকদের দেখনি যারা নিজেদেরকে বিশ্বাসী বলে দাবি করে, তারা সেইসব জিনিসে বিচার করতে চায় যা তোমার প্রতি এবং তোমার পূর্ববর্তী (নাবী)দের উপর অবতীর্ণ হয়েছে, অথচ তারা শয়তানের প্রতি তাওয়াক্কুল করতে চায়, যদিও তাদেরকে তা অস্বীকার করতে বলা হয়েছে? এবং শয়তান তাদেরকে সরিয়ে দিতে চায়, একদম ভ্রান্ত পথে নিয়ে যেতে চায়।"

📚 তাফসির ইবনে কাসীর (সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা):

- ইবনে কাসীর বলেন, এই আয়াতে এমন কিছু লোকদের সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে যারা নিজেদের মুসলমান দাবি করলেও তারা আল্লাহ ও রাসূলের হুকুমের পরিবর্তে শয়তানের পথ অনুসরণ করতে চায়।
- এই লোকরা চায় যে তারা কোনো বিচার বা শাসনের জন্য আল্লাহর শরীয়তের পরিবর্তে অমুসলিম আইন বা বিধান মেনে চলে।
- শয়তান তাদেরকে সঠিক পথ থেকে সরিয়ে দেয়, যাতে তারা আল্লাহর নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে ভ্রান্ত পথ অনুসরণ করে।
- ইবনে কাসীর বলেন, এই ধরনের কাজই শয়তানের প্ররোচনা।

✅ শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ:

বিষয়	ব্যাখ্যা
⚖️ ইনসাফ	অপরাধ প্রমাণিত না হলে শাস্তি নয়—সাক্ষ্য গুরুত্বপূর্ণ।
🌿 তওবার গুরুত্ব	তওবা করলে আল্লাহ ক্ষমা করেন—তিনিই পরম দয়ালু।
🧕 নারীর সম্মান	নারীর বিরুদ্ধে অভিযোগে প্রমাণের কঠোর শর্ত—সমাজে তাদের সম্মান রক্ষা নিশ্চিত।
🔁 বিধান পরিবর্তন	ইসলামে বিধান পর্যায়ক্রমে এসেছে—সমাজ ও সময়ের বাস্তবতা অনুযায়ী।
🕌 শরীয়ত অনুসরণ	মুসলিমরা শরীয়তের হুকুম মেনে চলবে এবং শয়তানের প্ররোচনার বিরুদ্ধে থাকবে।

📌 উপসংহার: এ দুই আয়াতের মাধ্যমে আমাদের শিক্ষা হয় যে, ইসলামে আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি আনুগত্য এবং শরীয়তের বিধান মেনে চলার গুরুত্ব খুবই বেশি। যখন সমাজে বিভ্রান্তি দেখা দেয়, তখন তাদের উচিত সঠিক পথ অনুসরণ করা এবং যাদের কর্তৃত্ব রয়েছে তাদের দিকে ফিরে আসা। এই আয়াতগুলি শয়তানের প্ররোচনাকে পরিহার করে আল্লাহর পথে চলার আহ্বান জানায়।

- بالطبع! إليك التفسير المختصر للآيات ٦٤ و ٦٥ من سورة النساء مع التفسير على ضوء ابن كثير باللغة البنغالية:

📖 **সূরা আন-নিসা আয়াত-৬৪:**

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَلَوْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا

📘 বাংলা অনুবাদ: "আমরা কোনো রাসূলই পাঠাইনি, তিনি যেন আল্লাহর অনুমতি অনুযায়ী আনুগত্যের জন্য পাঠিত হন। আর যদি তারা নিজেদের প্রতি জুলুম করতো, তবে তোমার কাছে এসে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইত এবং রাসূলও তাদের জন্য ক্ষমা চাইতেন, তবে তারা আল্লাহকে ক্ষমাশীল ও দয়ালু পেতো।"

📚 তাফসির ইবনে কাসীর (সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা):

- এই আয়াতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ প্রতিটি রাসূলকে পাঠিয়েছেন যেন তারা তাঁর হুকুম অনুসরণ করে এবং মানুষকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করে।
- যদি কোনো মুসলিম নিজেদের ভুল বা পাপে জড়িয়ে পড়ে, তারা যদি সত্যিকারের তওবা করে এবং রাসূলের কাছে এসে ক্ষমা চায়, তবে আল্লাহ তাদের তওবা কবুল করবেন এবং তাঁকে ক্ষমা করবেন।
- ইবনে কাসীর বলেন, এই আয়াতে আল্লাহর মহান দয়া ও ক্ষমার কথা বলা হয়েছে, যা প্রতিটি মুসলমানকে আশাবাদী করে তোলে।

📖 **সূরা আন-নিসা আয়াত-৬৫:**

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

📘 বাংলা অনুবাদ: "তোমার প্রতিপালকের শপথ, তারা (কখনো) মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ না তারা তাদের মধ্যে যে বিষয় নিয়ে বিরোধে পড়ে, তাতে তোমাকে সিদ্ধান্তদাতা হিসেবে গ্রহণ করে এবং তারপর যা তুমি আদেশ করবে, তাতে নিজেদের অন্তরে কোনো বিরোধ অনুভব না করে এবং পুরোপুরি আনুগত্য করবে।"

📚 তাফসির ইবনে কাসীর (সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা):

- এই আয়াতে আল্লাহ ঘোষণা করেছেন যে, একটি মানুষের ঈমান সম্পূর্ণভাবে পূর্ণ হবে না যতক্ষণ না সে রাসূলের নির্দেশ অনুযায়ী তার সমস্ত বিরোধ এবং সমস্যা সমাধান করতে প্রস্তুত না হয়।
- যে ব্যক্তি আল্লাহ ও রাসূলের হুকুমকে গ্রহণ না করে, তার ঈমান পুরোপুরি নয়। ইসলামে, বিশ্বাসী ব্যক্তি আল্লাহ ও রাসূলের হুকুম মেনে চলবে এবং এতে কোন ধরনের বিরোধ বা অস্বীকৃতি থাকতে পারে না।
- ইবনে কাসীর বলেন, এই আয়াতটি মুসলিমদের জন্য একটি কঠিন পরীক্ষা, যেখানে তাদের প্রত্যেকের জন্য রাসূলের হুকুমকে মেনে চলার বাধ্যবাধকতা রয়েছে।

✅ শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ:

বিষয়	ব্যাখ্যা
⚖️ আল-ইতিয়াত	আল্লাহ ও রাসূলের হুকুম মেনে চলা ঈমানের অঙ্গ।
🌿 তওবা	তওবা করার মাধ্যমে আল্লাহ ক্ষমা করেন—তার দয়া অপরিসীম।
🧕 আনুগত্যের গুরুত্ব	রাসূলের নির্দেশ মেনে চলা ছাড়া ঈমান পূর্ণ হয় না।
🔁 ঈমানের পূর্ণতা	যেকোনো বিভ্রান্তি বা বিরোধে রাসূলের হুকুম মেনে চলা ঈমানের পূর্ণতা।

📌 উপসংহার: এই দুই আয়াত আমাদের শেখায় যে, ইসলামে ঈমানের পূর্ণতা ও আল্লাহর তওবা প্রার্থনার গুরুত্ব অপরিসীম। যেকোনো সমস্যা বা বিতর্কের সমাধান রাসূলের নির্দেশে হতে হবে এবং তাতে আমাদের পূর্ণ আনুগত্য থাকতে হবে। আল্লাহ তাওবা কবুলকারী, দয়ালু এবং তাঁর কাছে ফিরে যাওয়ার মাধ্যমে আমরা ক্ষমা লাভ করতে পারি।

بالطبع! إليك التفسير المختصر للآيات ٦٩ و ٧٠ من سورة النساء مع التفسير على ضوء ابن كثير باللغة البنغالية:

📖 সূরা আন-নিসা আয়াত-৬৯: 🕋 আরবি আয়াত:

وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ ۚ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا

📘 বাংলা অনুবাদ: “আর যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কথা মেনে চলে, সে তাদের সঙ্গে থাকবে, যাদের উপর আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন—নবী, সিদ্দীকি, শহীদ ও নেককার লোকদের সঙ্গে। এবং তারা হবে খুব ভালো সঙ্গী।“

📚 তাফসির ইবনে কাসীর (সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা):

- এই আয়াতে বলা হয়েছে যে, যারা আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করে, তারা তাদের সঙ্গী হবে যারা আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহপ্রাপ্ত—যেমন নবী, সিদ্দীকি (সত্যবাদী), শহীদ এবং অন্যান্য নেককার ব্যক্তি।
- এই আয়াতে আল্লাহ আমাদের জানাচ্ছেন যে, যারা ঈমান ও আনুগত্যের সাথে জীবনযাপন করবে, তারা মহান ব্যক্তিদের সঙ্গে একটি সম্মানজনক অবস্থানে থাকবে।
- ইবনে কাসীর বলেন, এই আয়াতে ঈমানদারদের জন্য একটি বড় পুরস্কার ও অনুপ্রেরণার বার্তা রয়েছে।

📖 **সূরা আন-নিসা আয়াত-৭০: 🕋 আরবি আয়াত:**

تِلْكَ فَضْلُ اللَّهِ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا

📘 বাংলা অনুবাদ: “এটাই আল্লাহর অনুগ্রহ। আর আল্লাহই যথেষ্ট জ্ঞানী।“

📚 তাফসির ইবনে কাসীর (সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা):

- এই আয়াতে আল্লাহর অনুগ্রহ ও মহান দয়া সম্পর্কে বলা হয়েছে, যা তিনি সৎ ও আনুগত্যশীল বান্দাদের দেন।

- আল্লাহ একমাত্র জানেন, কে কিভাবে তাঁর হুকুম মেনে চলবে এবং তিনি নিজেই পূর্ণভাবে অবগত আছেন কীভাবে তাঁর বান্দারা সঠিক পথে চলতে পারে।
- ইবনে কাসীর বলেন, আল্লাহর এই অনুগ্রহ মানুষের জন্য এক অসীম বঞ্চিত প্রতিদান, যা তিনি তাঁর প্রকৃত অনুসারীদের প্রদান করেন।

✅ শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ:

বিষয়	ব্যাখ্যা
⚖️ আল-ইতিয়াত	আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্যের মাধ্যমে মহান সঙ্গীদের সঙ্গ লাভ।
🌿 আল্লাহর অনুগ্রহ	যারা আল্লাহ ও রাসূলের নির্দেশ মেনে চলে, তারা আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ লাভ করবে।
🧕 উচ্চ মর্যাদা	সৎ, শহীদ এবং সিদ্দীকিদের সঙ্গী হওয়া, যা এক মহান পুরস্কার।
🔁 ঈমানের প্রতিদান	আল্লাহ এমন পুরস্কার প্রদান করবেন যা মানুষের কাছে অমূল্য।

📌 উপসংহার: এই দুই আয়াত আমাদের শেখায় যে, আল্লাহর আনুগত্যের মাধ্যমে আমাদের জন্য একজন আদর্শ ব্যক্তির সঙ্গী হওয়া সম্ভব। যারা তাঁর পথে চলে, তারা আল্লাহর অনুগ্রহ লাভ করে এবং মহান ব্যক্তিদের সঙ্গী হতে পারে। আল্লাহর অনুগ্রহ অশেষ এবং তিনি যাঁদের পরিপূর্ণ জ্ঞানী, তাদেরকে সর্বোত্তম পুরস্কারে ভূষিত করেন।

- بالطبع! إليك التفسير المختصر للآيتين 70و ٧١ من سورة النساء مع التفسير على ضوء ابن كثير باللغة البنغالية:

📖 **সূরা আন-নিসা আয়াত-৭০:**

تِلْكَ فَضْلُ اللَّهِ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا

📘 বাংলা অনুবাদ: “এটাই আল্লাহর অনুগ্রহ। আর আল্লাহ যথেষ্ট জ্ঞান রাখেন।“

📚 তাফসির ইবনে কাসীর (সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা):

- যারা আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করে, তাদেরকে আল্লাহ নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও সৎলোকদের সঙ্গ দান করেন—এটা তাঁর বিশেষ অনুগ্রহ।
- ইবনে কাসীর বলেন, এটি এমন একটি মর্যাদা যা বান্দার আমলের চেয়েও অনেক বড়, কারণ এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে ফযল ও দয়া।
- আল্লাহ সবকিছু জানেন—কার হৃদয়ে কী আছে, কার আমল কেমন, আর কে সত্যিকারভাবে তাঁর হুকুম মানে।

📖 **সূরা আন-নিসা – আয়াত-৭১:** 🕋 আরবি আয়াত:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانفِرُوا ثُبَاتٍ أَوِ انفِرُوا جَمِيعًا

📘 বাংলা অনুবাদ: "হে মুমিনগণ! তোমরা সতর্ক হও, অতঃপর দলে দলে রওনা হও কিংবা সবাই একসাথে বেরিয়ে পড়ো।"

📚 তাফসির ইবনে কাসীর (সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা):

- এই আয়াতে আল্লাহ মুসলমানদেরকে যুদ্ধ এবং আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দেন।
- "خذوا حذركم" অর্থ—সাবধানতা অবলম্বন করো, প্রস্তুতি নাও, অস্ত্র ধারণ করো, শত্রুর বিপদের প্রতি দৃষ্টি রাখো।
- ইবনে কাসীর বলেন, এ আয়াত মুসলিমদেরকে সামরিক কৌশল, একতা ও পরিকল্পনার গুরুত্ব শেখায়।
- "ثُبَاتٍ" মানে দলগতভাবে, "جميعًا" মানে সম্মিলিতভাবে—এই দুই পদ্ধতি প্রয়োজন অনুযায়ী অবলম্বন করা যেতে পারে।

✅ শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ:

বিষয়	ব্যাখ্যা
🌟 আল্লাহর অনুগ্রহ	সৎ ও আনুগত্যশীলদের জন্য আল্লাহর অনুগ্রহ মহান পুরস্কার।
⚔️ সতর্কতা ও প্রস্তুতি	মুসলিমদের আত্মরক্ষার জন্য সবসময় প্রস্তুত থাকতে বলা হয়েছে।
👥 একতা ও কৌশল	প্রয়োজন অনুযায়ী দলে বা সম্মিলিতভাবে চলা ইসলামি নির্দেশনা।
🧠 আল্লাহর জ্ঞান	আল্লাহ সব জানেন—কার মন সৎ, কে নিঃস্বার্থভাবে কাজ করছে।

📌 উপসংহার:

আয়াত ৭০-৭১ আমাদের শিক্ষা দেয়—আল্লাহর অনুগ্রহ পেতে চাইলে আমাদের ঈমান ও আনুগত্য বজায় রাখতে হবে। একই সাথে মুসলিমদের উচিত জীবনের সব দিকেই প্রস্তুত থাকা, বিশেষ করে যখন দ্বীন ও জান-মালের হেফাজতের প্রশ্ন আসে। ইসলাম শুধু আখিরাত নয়, দুনিয়ার প্রতিরক্ষা ও কৌশলকেও গুরুত্ব দেয়।

যদি চাই, আমি এর পরের আয়াতগুলোরও বাংলা তাফসির দিতে পারি ইনশাআল্লাহ।

بالطبع! إليك التفسير المختصر للآيتين 82و ٨٣ من سورة النساء مع التفسير على ضوء ابن كثير، باللغة البنغالية:

📖 **সূরা আন-নিসা – আয়াত ৮২**

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ ۚ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا

📘 বাংলা অনুবাদ: "তারা কি কোরআনের গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করে না? যদি এটা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো পক্ষ থেকে হতো, তবে তারা এতে বহু বিরোধ খুঁজে পেত।"

📚 তাফসির ইবনে কাসীর (সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা):

- ইবনে কাসীর বলেন, এই আয়াতটি আল্লাহর কোরআনের সত্যতা প্রমাণের জন্য একটি চ্যালেঞ্জ। যারা কোরআন নিয়ে সন্দেহ পোষণ করে, তাদের উচিত এটি গভীরভাবে চিন্তা করা।
- যদি কোরআন আল্লাহর বাণী না হতো, তবে এতে বিপরীত বক্তব্য, অস্বচ্ছতা বা ভুল থাকতো। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, এর প্রতিটি আয়াত পরস্পর সামঞ্জস্যপূর্ণ।
- এ আয়াত মানুষকে কোরআন তাদাব্বুর (গভীর চিন্তা ও অনুধাবন)-এর দিকে আহ্বান জানায়।

📖 **সূরা আন-নিসা – আয়াত ৮৩**

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ ۖ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ ۗ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا

📘 বাংলা অনুবাদ: "আর যখন তাদের কাছে নিরাপত্তা বা ভয়ের কোনো সংবাদ আসে, তখন তারা তা ছড়িয়ে দেয়। অথচ যদি তারা তা রাসূলের বা তাদের মধ্যে যারা কর্তৃত্বে আছে তাদের কাছে ফিরিয়ে দিত, তাহলে যারা সত্যিকারের অনুসন্ধানকারীদের মধ্যে তারা তা বুঝে নিতে পারত। আর যদি আল্লাহর অনুগ্রহ ও তাঁর দয়া তোমাদের উপর না থাকত, তবে তোমরা অল্প কিছু ছাড়া অবশ্যই শয়তানের অনুসরণ করতে।"

📚 তাফসির ইবনে কাসীর (সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা):

- এই আয়াতে আল্লাহ মুসলমানদের সতর্ক করছেন যেন তারা অযথা ভয়ের বা গুজবের সংবাদ ছড়িয়ে না দেয়।
- ইবনে কাসীর বলেন, যখন কোনো গুরুত্বপূর্ণ বা ভয়ভীতিকর সংবাদ আসে, তখন সাধারণ মানুষ না ছড়িয়ে তা জ্ঞানী বা কর্তৃপক্ষের কাছে পৌঁছাতে হবে—যারা সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে।
- এটি সমাজে গুজব, আতঙ্ক ও বিভ্রান্তি প্রতিরোধের একটি ইসলামি নীতি।
- শেষে বলা হয়েছে, আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া ছাড়া মানুষ সহজেই শয়তানের অনুসরণে পড়ে যেতে পারে।

✅ শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ:

বিষয়	ব্যাখ্যা
📖 কোরআনের মহত্ব	কোরআন আল্লাহর বাণী—এতে কোনো বিরোধ নেই।
💭 তাদাব্বুর	কোরআন নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা প্রত্যেক মুমিনের দায়িত্ব।

বিষয়	ব্যাখ্যা
📢 গুজব রোধ	সংবাদের ব্যাপারে দায়িত্বশীল আচরণ করতে বলা হয়েছে।
🧠 জ্ঞানীদের ভূমিকা	জটিল বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া জ্ঞানী ও অভিজ্ঞদের কাজ।
🛡 আল্লাহর অনুগ্রহ	আল্লাহর দয়া ছাড়া মানুষ সহজেই পথভ্রষ্ট হয়।

📌 উপসংহার:

এই দুটি আয়াত আমাদের শেখায়—কোরআনের গভীরতা উপলব্ধি করা এবং সমাজে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করা এক মুমিনের প্রধান বৈশিষ্ট্য। গুজব না ছড়িয়ে, সঠিক তথ্য বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত। আর আল্লাহর অনুগ্রহই আমাদের সঠিক পথে রাখে।

بالطبع! إليك التفسير المختصر للآيات 87إلى ٨٩ من سورة النساء مع التفسير على ضوء ابن كثير باللغة البنغالية:

📖 **সূরা আন-নিসা – আয়াত ৮৭**

اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ ۚ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا

📘 বাংলা অনুবাদ: "আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। তিনি অবশ্যই তোমাদের কিয়ামতের দিনে একত্র করবেন, এতে কোনো সন্দেহ নেই। আল্লাহর চেয়ে কথা বলায় কে অধিক সত্যবাদী?"

📚 তাফসির ইবনে কাসীর (সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা):

- ইবনে কাসীর বলেন, এই আয়াতে আল্লাহ তাঁর একত্ববাদ ও কিয়ামতের দিনের অটল সত্য সম্পর্কে ঘোষণা দিয়েছেন।
- তিনি বলেন, যিনি সৃষ্টিকর্তা, তিনিই আমাদের পুনর্জীবিত করে হিসাবের জন্য একত্র করবেন।
- এখানে আল্লাহর সত্যবাক্য ও প্রতিশ্রুতির নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে, যা কোনোভাবেই মিথ্যা হতে পারে না।

📖 **সূরা আন-নিসা – আয়াত ৮৮**

فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُوا ۚ أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ ۖ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا

📘 বাংলা অনুবাদ: "তোমাদের কি হলো যে, তোমরা মুনাফিকদের ব্যাপারে দুটি দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছ? অথচ আল্লাহ তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের কারণে নিচে ফেলে দিয়েছেন। তোমরা কি তাকে হিদায়াত দিতে চাও, যাকে আল্লাহ বিভ্রান্ত করেছেন? আর আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তুমি কখনোই তার জন্য পথ খুঁজে পাবে না।"

📚 তাফসির ইবনে কাসীর (সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা):

- এই আয়াতটি ঐ সময়ের একটি ঘটনার প্রেক্ষাপটে নাজিল হয় যেখানে কিছু মুনাফিক মদিনা ত্যাগ করে কাফেরদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল।
- মুমিনদের মধ্যে দুই দলে মতভেদ সৃষ্টি হয়: একদল চেয়েছিল তাদের ক্ষমা করে ফিরিয়ে আনা হোক, আরেকদল চেয়েছিল শাস্তি দেওয়া হোক।
- ইবনে কাসীর বলেন, আল্লাহ এই আয়াতে স্পষ্টভাবে বলেন—যদি আল্লাহ কাউকে পথভ্রষ্ট করেন, তাহলে তোমরা তাকে হিদায়াত দিতে পারবে না।
- মুনাফিকরা নিজেদের কর্মের কারণে ধ্বংসের পথে গেছে।

📖 **সূরা আন-নিসা – আয়াত ৮৯**

وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً ۖ فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ ۖ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا

📘 বাংলা অনুবাদ: "তারা চায় যেন তোমরাও তাদের মতো কুফর করো, যাতে তোমরা ও তারা সমান হয়ে যাও। সুতরাং তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, যতক্ষণ না তারা আল্লাহর রাস্তায় হিজরত করে। আর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে তাদেরকে পাকড়াও করো এবং যেখানে পাবে হত্যা করো। তাদের মধ্যে কাউকে বন্ধুরূপে বা সাহায্যকারী হিসেবে গ্রহণ করো না।"

📚 তাফসির ইবনে কাসীর (সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা):

- এই আয়াতে আল্লাহ মুনাফিকদের প্রকৃত চেহারা প্রকাশ করেছেন—তারা চায় মুসলিমরাও ঈমান ত্যাগ করুক যেন সবাই সমান হয়।
- ইবনে কাসীর বলেন, এখানে মুসলিমদের সতর্ক করা হয়েছে যেন তারা মুনাফিকদের প্রতি দুর্বল না হয় বা তাদের বন্ধু না বানায় যতক্ষণ না তারা প্রকৃত হিজরত ও তাওবা করে।
- যদি তারা ইসলামের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়, তবে মুসলিমদের উচিত তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করা এবং সমাজ থেকে দুরে রাখা।

✅ শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ:

বিষয়	ব্যাখ্যা
🕋 আল্লাহর একত্ববাদ	আল্লাহই একমাত্র ইলাহ এবং তিনিই কিয়ামতের দিনে সবাইকে একত্র করবেন।
🚫 মুনাফিকদের পরিচয়	মুনাফিকরা মুসলিমদের মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়ায় ও শত্রুর মতো আচরণ করে।
⚔️ সতর্কতা ও দৃঢ়তা	ইসলাম ও মুসলিম সমাজ রক্ষায় দুর্বলতা নয়, বরং দৃঢ়তা প্রয়োজন।
🤝 বন্ধুত্বে সীমা	যারা দ্বীনবিরোধী, তাদের সাথে অকারণে বন্ধুত্ব হারাম।

উপসংহার: এই আয়াতগুলো আমাদের মনে করিয়ে দেয়—আল্লাহর পথ থেকে সরে যাওয়া বিপজ্জনক, আর মুনাফিকরা সমাজে সবচেয়ে বড় বিপদের উৎস। আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস ও রাসূলের আনুগত্যের মাধ্যমেই আমরা কিয়ামতের দিনের জন্য প্রস্তুত হতে পারি। ঈমান ও ইসলাম রক্ষায় আমাদের সজাগ ও দৃঢ় থাকতে হবে।

بالطبع! إليك التفسير المختصر للآيتين 95و ٩٦ من سورة النساء مع التفسير على ضوء ابن كثير باللغة البنغالية:

📖 **সূরা আন-নিসা – আয়াত ৯৫** 🕋 আরবি আয়াত:

لَّا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ ۚ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً ۚ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ ۚ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا

📘 বাংলা অনুবাদ: "মুমিনদের মধ্যে যারা যুদ্ধ থেকে বিরত থাকে (অসুস্থ ও অক্ষম ব্যতীত) এবং যারা আল্লাহর রাস্তায় নিজের সম্পদ ও জান দিয়ে যুদ্ধ করে—তারা সমান নয়। আল্লাহ যুদ্ধকারীদেরকে যারা সম্পদ ও প্রাণ দিয়ে যুদ্ধ করে, তাদেরকে অবস্থানকারীদের উপর এক মর্যাদা দিয়েছেন। আর প্রত্যেকের জন্যই আল্লাহ উত্তম প্রতিদান ওয়াদা করেছেন, তবে মুজাহিদদেরকে আল্লাহ দিয়েছেন বড় প্রতিদান।"

📚 তাফসির ইবনে কাসীর (সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা):

- ইবনে কাসীর বলেন, এই আয়াতে আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন যে, যারা জিহাদ করে তাদের মর্যাদা তাদের চেয়ে অনেক বেশি যারা ঘরে বসে থাকে (যদিও তারা মুমিন হয়)।
- "غير أولي الضرر" মানে যারা অক্ষম নয় বা বৈধ অজুহাত ছাড়া ঘরে থাকে।
- আল্লাহ তাদের সবাইকে "الحسنى" অর্থাৎ জান্নাতের ওয়াদা দিয়েছেন, কিন্তু মুজাহিদদেরকে বিশেষ মর্যাদা ও বেশি সাওয়াব দিয়েছেন।

📖 **সূরা আন-নিসা – আয়াত ৯৬** 🕋 আরবি আয়াত:

دَرَجَاتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

📘 বাংলা অনুবাদ: "তাঁর পক্ষ থেকে রয়েছে মর্যাদার স্তরসমূহ, ক্ষমা ও দয়া। আর আল্লাহ তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"

📚 তাফসির ইবনে কাসীর (সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা):

- এই আয়াতে বলা হয়েছে যে, যারা আল্লাহর পথে জান-মাল দিয়ে চেষ্টা করে, তাদের জন্য আল্লাহ বিশেষ মর্যাদাসমূহ, ক্ষমা ও তাঁর দয়ায় ভরপুর প্রতিদান রেখেছেন।
- ইবনে কাসীর বলেন, আল্লাহ তাআলা জিহাদের মাধ্যমে জান্নাতে মর্যাদার উচ্চস্তর দান করেন এবং পাপ মোচন করেন।
- আল্লাহর গুণাবলির মধ্যে আছে ক্ষমা ও দয়া, যা তিনি প্রকৃত মুমিনদের প্রতি বর্ষণ করেন।

✅ শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ:

বিষয়	ব্যাখ্যা
🥇 মুজাহিদদের মর্যাদা	যারা আল্লাহর রাস্তায় চেষ্টা করে, তারা আল্লাহর কাছে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী।

বিষয়	ব্যাখ্যা
🏠 অক্ষমদের ব্যতিক্রম	যারা অসুস্থ বা অক্ষম, তাদেরকে আলাদা বিবেচনা করা হয়েছে।
💎 জান্নাতের স্তর	জান্নাতে বিভিন্ন স্তরের মর্যাদা রয়েছে—আমল অনুযায়ী।
🌿 আল্লাহর ক্ষমা ও দয়া	আল্লাহ পাপ মোচন করেন এবং তওবাকারীদের প্রতি দয়া করেন।

📌 উপসংহার:

এই আয়াতদ্বয়ের মাধ্যমে ইসলাম আমাদের শেখায়—সব মুমিন সমান নয়। যারা আল্লাহর রাস্তায় জান-মাল দিয়ে চেষ্টা করে, তাদের মর্যাদা আল্লাহর কাছে অনেক বেশি। তবে সবাইকে জান্নাতের ওয়াদা দেওয়া হলেও মুজাহিদদের জন্য রয়েছে অতিরিক্ত সাওয়াব ও মর্যাদার স্তর। আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু—তাঁর কাছে প্রত্যেকটি সৎ আমল সঠিকভাবে মূল্যায়িত হয়।

بالطبع! إليك التفسير المختصر للآيات 110إلى ١١٣ من سورة النساء، مع التفسير على ضوء ابن كثير، باللغة البنغالية:

📖 **সূরা আন-নিসা – আয়াত ১১০**

وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا

📘 বাংলা অনুবাদ: "আর যে কেউ মন্দ কাজ করে বা নিজের উপর জুলুম করে, এরপর আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায়, সে আল্লাহকে ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালুরূপে পাবে।"

📚 তাফসির ইবনে কাসীর (সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা):

- এই আয়াতে আল্লাহ বান্দাদের জন্য তাঁর ক্ষমার দরজা খোলা রেখেছেন। কোনো ব্যক্তি যদি পাপ করে ফেলেও পরে তাওবা করে, তাহলে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন।
- ইবনে কাসীর বলেন, এটি আল্লাহর রহমতের নিদর্শন—যে কেউ তাওবা করে, সে হতাশ হবে না।

📖 **সূরা আন-নিসা – আয়াত ১১১**

وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

📘 বাংলা অনুবাদ: "আর যে গোনাহ করে, সে তা নিজেরই ক্ষতির জন্য করে। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।"

📚 তাফসির ইবনে কাসীর:

- প্রতিটি ব্যক্তি তার নিজের কর্মের জন্য দায়ী। কেউ অন্যের গোনাহ নিজের ঘাড়ে নিতে পারবে না।
- আল্লাহ জানেন কে কী করছে এবং তার শাস্তি বা পুরস্কার তিনি যথাযথভাবেই দেবেন।

📖 **সূরা আন-নিসা – আয়াত ১১২**

وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا

📘 বাংলা অনুবাদ: "আর যে কেউ কোনো গোনাহ করে অথবা ভুল করে, তারপর তা কোনো নির্দোষ ব্যক্তির ওপর চাপিয়ে দেয়, সে তো এক মহা অপবাদ ও স্পষ্ট পাপের বোঝা বহন করে।"

📚 তাফসির ইবনে কাসীর:

- এখানে আল্লাহ বলেন, নির্দোষদের ওপর অন্যের দোষ চাপিয়ে দেওয়া খুব বড় অপরাধ।
- ইবনে কাসীর ব্যাখ্যা করেন, এটি বনি আবিরাকের ঘটনা সম্পর্কিত—যারা চুরির দোষ একজন নির্দোষ ইহুদির উপর চাপাতে চেয়েছিল। এটি ছিল 'বুহতান' (মিথ্যা অপবাদ)।

📖 **সূরা আন-নিসা – আয়াত ১১৩**

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ...

📘 বাংলা অনুবাদ (সংক্ষিপ্ত): "আর যদি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া তোমার (নবী ﷺ) উপর না থাকত, তাহলে তাদের একদল তোমাকে বিভ্রান্ত করার ষড়যন্ত্র করত... আর আল্লাহর অনুগ্রহ তোমার উপর অত্যন্ত মহান।"

📚 তাফসির ইবনে কাসীর:

- নবী ﷺ-কে একদল মুনাফিক বিভ্রান্ত করতে চেয়েছিল, কিন্তু আল্লাহ তাঁকে রক্ষা করেছেন।
- আল্লাহ নবী ﷺ-কে কিতাব ও হিকমত দান করেছেন এবং বিশেষ জ্ঞান শিখিয়েছেন।

✅ শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ:

বিষয়	ব্যাখ্যা
🌿 তওবার দরজা খোলা	গোনাহ করার পর তাওবা করলে আল্লাহ ক্ষমা করেন।
⚖️ নিজ নিজ কর্মের ফল	প্রত্যেকে তার নিজের আমলের দায়ভার বহন করবে।
🚫 মিথ্যা অপবাদ	নির্দোষের ওপর দোষ চাপানো মারাত্মক অপরাধ।
🛡️ আল্লাহর হেফাজত	নবী ﷺ আল্লাহর অনুগ্রহ ও হিকমতের মাধ্যমে বিভ্রান্তি থেকে রক্ষা পেয়েছেন।

📌 উপসংহার:

এই আয়াতগুলো আমাদের নৈতিকতা, ইনসাফ এবং তওবার গুরুত্ব শেখায়। আল্লাহর অনুগ্রহ ছাড়া কেউ হেদায়েতপ্রাপ্ত হতে পারে না, আর মিথ্যা ও জুলুম চূড়ান্ত শাস্তির কারণ। আমাদের উচিত সত্যকে আঁকড়ে ধরা, তাওবার দিকে ফিরে আসা, এবং কাউকে অন্যায়ভাবে দোষারোপ না করা।

بالطبع! إليك التفسير المختصر للآيات 116إلى ١٢٢ من سورة النساء مع التفسير على ضوء ابن كثير، باللغة البنغالية:

📖 **সূরা আন-নিসা – আয়াত ১১৬**

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ ۚ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا

📘 বাংলা অনুবাদ: "নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সাথে শিরককে ক্ষমা করেন না; এর চেয়ে নিচের সবকিছু তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন। আর কেউ আল্লাহর সাথে শিরক করলে সে তো গভীরভাবে পথভ্রষ্ট হয়।"

📚 তাফসির ইবনে কাসীর:

- শিরক সবচেয়ে বড় গোনাহ। ইবনে কাসীর বলেন, যদি কেউ শিরকে মৃত্যুবরণ করে, তার ক্ষমা নেই। কিন্তু যেসব গোনাহ শিরক ছাড়া, আল্লাহ চাইলে ক্ষমা করে দেন।

📖 **আয়াত ১১৭**

إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا ۖ وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَّرِيدًا

📘 বাংলা অনুবাদ: "তারা আল্লাহ ছাড়া যাদের ডাকে, তারা তো কেবল কিছু নারী-নামের মূর্তিই (মিথ্যা দেবী), তারা আসলে এক বিদ্রোহী শয়তানকেই ডাকে।"

📚 তাফসির ইবনে কাসীর:

- মূর্তিগুলোকে তারা নারীসদৃশ নাম দিয়েছে (যেমন: লাত, মানাত, উজ্জা)। এসব উপাসনা শয়তানের চালনা। শয়তানই তাদেরকে শিরকে প্ররোচিত করে।

📖 **আয়াত ১১৮**

🕋 আরবি আয়াত: لَّعَنَهُ اللَّهُ ۘ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

📘 বাংলা অনুবাদ: "আল্লাহ তাকে (শয়তানকে) অভিশপ্ত করেছেন। সে বলেছে, আমি অবশ্যই তোমার বান্দাদের একটি নির্দিষ্ট অংশকে নিজের করে নেব।"

📚 তাফসির ইবনে কাসীর:

- ইবনে কাসীর বলেন, শয়তান প্রতিজ্ঞা করেছে যে, সে মানুষের একটি অংশকে ধ্বংসের দিকে টেনে নেবে, আর আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন, সে অভিশপ্ত ও প্রতারক।

📖 **আয়াত ১১৯**

🕋 আরবি আয়াত: وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ...

📘 বাংলা অনুবাদ (সংক্ষিপ্ত): "আর আমি তাদেরকে অবশ্যই বিভ্রান্ত করব, তাদেরকে মিথ্যা আশায় রাখব, গবাদিপশুর কান চিরাতে নির্দেশ দেব, এবং আল্লাহর সৃষ্টিকে বিকৃত করতে বলব..."

📚 তাফসির ইবনে কাসীর:

- শয়তান প্রতিজ্ঞা করেছে, সে মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে সরিয়ে দেবে। “আল্লাহর সৃষ্টি পরিবর্তন” বলতে শরীয়তের বিধান লঙ্ঘন বোঝানো হয়েছে।

📖 **আয়াত ১২০**

🕋 আরবি আয়াত: يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ ۚ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا

📘 বাংলা অনুবাদ: "শয়তান তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয় ও মিথ্যা আশা জাগায়, অথচ সে যা প্রতিশ্রুতি দেয় তা ধোঁকা ছাড়া কিছুই নয়।"

📚 তাফসির ইবনে কাসীর:

- শয়তান মানুষকে দুনিয়ার সুখ, দীর্ঘ আয়ু ও অবৈধ কামনা-বাসনায় বিভ্রান্ত করে। বাস্তবে এগুলো ধোঁকা।

📖 **আয়াত ১২১**

🕋 আরবি আয়াত: أُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا

📘 বাংলা অনুবাদ: "তাদের আবাস হবে জাহান্নাম, এবং তারা সেখান থেকে কোনো পথ পাবে না।"

📚 তাফসির ইবনে কাসীর:

- যারা শয়তানের অনুসরণ করে, তারা চিরশাস্তির পথে। তারা জাহান্নাম থেকে মুক্তির কোনো পথ খুঁজে পাবে না।

📖 **আয়াত ১২২**

🕋 আরবি আয়াত: وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ...

📘 বাংলা অনুবাদ (সংক্ষিপ্ত): "আর যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, আমি তাদের জান্নাতে প্রবেশ করাব, যেখানে তারা চিরকাল থাকবে। এটি আল্লাহর সত্য প্রতিশ্রুতি। কার কথা আল্লাহর চেয়ে অধিক সত্য হতে পারে?"

📚 তাফসির ইবনে কাসীর:

- ইবনে কাসীর বলেন, মুমিনদের জন্য রয়েছে জান্নাত, যা চিরস্থায়ী এবং শান্তিময়। এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রমাণিত ও প্রতিশ্রুত।

✅ শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ:

বিষয়	ব্যাখ্যা
❌ শিরক	এটি ক্ষমার অযোগ্য গোনাহ; সবচেয়ে বড় পথভ্রষ্টতা।
🐐 শয়তানের প্রতারণা	শয়তান মানুষকে সৃষ্টির বিকৃতি ও শরিয়ত লঙ্ঘনে প্ররোচিত করে।
🔥 জাহান্নামের ভয়	যারা শয়তানকে অনুসরণ করে, তাদের পরিণতি জাহান্নাম।
🕌 ঈমান ও আমলের ফল	মুমিন ও সৎকর্মশীলদের জন্য রয়েছে জান্নাত, চিরকালীন শান্তি।

📌 উপসংহার:

এই আয়াতগুলো শিরকের ভয়াবহতা, শয়তানের প্রতারণা, এবং জান্নাত-জাহান্নামের চূড়ান্ত পরিণতি তুলে ধরে। একজন মুমিনের উচিত—শয়তানের ফাঁদ থেকে বেঁচে থেকে ঈমান ও সৎকর্মে নিজেকে ব্যস্ত রাখা, যেন আল্লাহর প্রতিশ্রুত জান্নাতে স্থান লাভ করা যায়।

بالطبع! إليك التفسير المختصر للآيات 124إلى ١٢٦ من سورة النساء مع التفسير على ضوء ابن كثير، باللغة البنغالية:

📖 **সূরা আন-নিসা – আয়াত ১২৪**

🕋 আরবি আয়াত: وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا

📘 বাংলা অনুবাদ: "যে কেউ সৎকর্ম করে, পুরুষ বা নারী, আর সে মুমিন থাকে, তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে, এবং তাদের প্রতি কোনো অবিচার করা হবে না, এমনকি একটি তিল পরিমাণও।"

📚 তাফসির ইবনে কাসীর:

- এই আয়াতটি স্পষ্টভাবে বলে যে, সৎকর্ম ও ঈমান ছাড়া জান্নাতে প্রবেশের কোনো উপায় নেই। পুরুষ বা নারী যেই হোক না কেন, সৎকর্ম ও ঈমান তার জান্নাতে প্রবেশের শর্ত।
- "نَقِيرًا" শব্দের অর্থ হচ্ছে এক তিল পরিমাণ। আল্লাহ কোনো সৎকর্মী বান্দার প্রতি অবিচার করবেন না।

📖 সূরা আন-নিসা – আয়াত ১২৫

🕋 আরবি আয়াত: وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا

📘 বাংলা অনুবাদ: "আর এর চেয়ে উত্তম ধর্ম কী হতে পারে, যে আল্লাহর জন্য নিজের সমস্ত কিছু সমর্পণ করে, সৎকর্ম করে এবং ইবরাহীম (আঃ)-এর পথ অনুসরণ করে—যে ছিল একনিষ্ঠ এবং আল্লাহ তাঁকে স্নেহভাজন বানিয়েছিলেন।"

📚 তাফসির ইবনে কাসীর:

- এই আয়াতটি মুমিনদের জন্য একটি আদর্শ দেখাচ্ছে: যে ব্যক্তি নিজের ইচ্ছাকে আল্লাহর ইচ্ছার সঙ্গে মিলে ফেলে, সৎকর্ম করে এবং ইবরাহীম (আঃ)-এর পথ অনুসরণ করে, সে সঠিক পথে চলেছে।
- ইবনে কাসীর বলেন, ইবরাহীম (আঃ)-কে আল্লাহ তাঁর স্নেহভাজন বানিয়েছিলেন, কারণ তিনি একনিষ্ঠ এবং আল্লাহর প্রতি অবিচল ছিলেন।

📖 সূরা আন-নিসা – আয়াত ১২৬

🕋 আরবি আয়াত: وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطًا

📘 বাংলা অনুবাদ: "আল্লাহরই যা কিছু আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীতে রয়েছে, এবং আল্লাহ প্রতিটি বিষয়ের মধ্যে বেষ্টিত।"

📚 তাফসির ইবনে কাসীর:

- আল্লাহ সবার মালিক, এবং সবকিছু তাঁর হাতে। সমস্ত সৃষ্টি আল্লাহর নিয়ন্ত্রণাধীন এবং তাঁর অভ্যন্তরীণ জ্ঞান ও শক্তির অধীনে। তিনি সর্বদা জানেন এবং তাঁর শাসন সর্বত্র রয়েছে।
- এটি আল্লাহর পরিপূর্ণ ক্ষমতা ও প্রজ্ঞার একটি নির্দেশ।

✅ শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ:

বিষয়	ব্যাখ্যা
🕌 সৎকর্ম ও ঈমান	সৎকর্ম এবং ঈমান ছাড়া জান্নাতে প্রবেশ অসম্ভব।
👴 ইবরাহীম (আঃ)-এর অনুসরণ	ইবরাহীম (আঃ)-এর পথ অনুসরণ করা ঈমানের আদর্শ।
🌌 আল্লাহর সম্পত্তি	সমস্ত সৃষ্টির মালিক আল্লাহ, এবং তিনি সবকিছুর নিয়ন্তা।

বিষয়	ব্যাখ্যা
💪 আল্লাহর ক্ষমতা	আল্লাহর জ্ঞান ও ক্ষমতা সবার উপরে, তিনি সর্বদা জানেন ও দেখেন।

📌 উপসংহার:

এই আয়াতগুলো আমাদের শেখায় যে, সৎকর্ম, ঈমান এবং আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠতা সঠিক ধর্মের মূল ভিত্তি। আল্লাহ সমস্ত সৃষ্টি নিয়ন্ত্রণ করেন, এবং তাঁর স্নেহভাজন ও অনুগ্রহ প্রাপ্ত হতে আমাদের উচিত তাঁর নির্দেশমালা অনুসরণ করা। সৎকর্মে দৃঢ় থাকা এবং ইবরাহীম (আঃ)-এর অনুসরণ করা আমাদের জন্য আদর্শ।

بالطبع! إليك التفسير المختصر للآيات 128إلى ١٣٠ من سورة النساء مع التفسير على ضوء ابن كثير، باللغة البنغالية:

📖 **সূরা আন-নিসা – আয়াত ১২৮**

🕋 আরবি আয়াত: وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ ۚ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

📘 বাংলা অনুবাদ: "যদি কোনো নারী তার স্বামীর কাছ থেকে অযত্ন বা বিমুখতা দেখতে পায়, তবে তাদের মধ্যে সুশৃঙ্খলতা প্রতিষ্ঠা করার জন্য কোনো বাধা নেই। এবং সন্ধি সর্বোত্তম। মানুষের মনের মধ্যে কৃপণতা থাকবে; তবে তোমরা যদি সৎকর্ম করো এবং আল্লাহকে ভয় করো, তবে আল্লাহ তোমাদের সবকিছু জানেন।"

📚 তাফসির ইবনে কাসীর:

- এই আয়াতটি দাম্পত্য সম্পর্কের মধ্যকার সমস্যাগুলি সমাধান করার জন্য উপদেশ দেয়। যদি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কিছু সমস্যা বা বিরোধ দেখা দেয়, তবে তাদের মধ্যে সমঝোতা করা উত্তম।
- ইবনে কাসীর বলেন, "যদি তোমরা একে অপরকে ক্ষমা করো এবং সমঝোতার পথে চলে, তবে আল্লাহ এতে তোমাদের জন্য অনুগ্রহ ও পুরস্কার দেবেন।"

📖 **সূরা আন-নিসা – আয়াত ১২৯**

🕋 আরবি আয়াত: وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

📘 বাংলা অনুবাদ: "তোমরা নারীসমূহের মধ্যে সঠিকভাবে সমতা প্রতিষ্ঠা করতে পারবে না, যদিও তুমি চেষ্টা করো। সুতরাং, একে অপরের প্রতি অতি পক্ষপাতদুষ্ট হয়ো না, যাতে তাদেরকে অসম্মানিত অবস্থায় রেখে না দাও। আর যদি তোমরা সৎকর্ম এবং আল্লাহকে ভয় করো, তবে আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"

📚 তাফসির ইবনে কাসীর:

- আল্লাহ বলেছেন, একজন পুরুষ তার সকল স্ত্রীর মধ্যে পূর্ণ সমতা প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হবে না, যদিও সে তার সর্বোচ্চ চেষ্টা করুক।
- কিন্তু, স্ত্রীর প্রতি অযথা পক্ষপাতিত্ব না করা এবং সৎকর্ম ও আল্লাহভীতি প্রদর্শন করা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

- ইবনে কাসীর বলেন, এখানে "مُعَلَّقَةً" শব্দের অর্থ হল: এক নারী, যাকে স্বামী একেবারে ছেড়ে দিয়েছে, কিন্তু বিবাহিত সম্পর্ক থেকেও তাকে সম্পূর্ণ মুক্তি দেয়নি। এটি পরিস্থিতির অবস্থা বোঝায়, যেখানে নারী শূন্য অবস্থায় পড়ে।

📖 **সূরা আন-নিসা – আয়াত ১৩০**

🕋 আরবি আয়াত: وَإِن يَتَفَارَقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

📘 বাংলা অনুবাদ: "আর যদি তারা পৃথক হয়ে যায়, তবে আল্লাহ প্রত্যেককে তাঁর অনুগ্রহ থেকে পরিপূর্ণ করবেন। আল্লাহ সুবিশাল, প্রজ্ঞাময়।"

📚 তাফসির ইবনে কাসীর:

- এই আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, যদি কোনো দম্পতি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তবে আল্লাহ তাদেরকে তাঁর অনুগ্রহ ও দয়ার মাধ্যমে পূর্ণ করবেন।
- আল্লাহ সবকিছুর মালিক এবং তাঁর কাছ থেকে প্রতিটি সৃষ্টির জন্য যথার্থ ব্যবস্থা রয়েছে। তিনি সর্বশক্তিমান এবং প্রজ্ঞাময়।

✅ শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ:

বিষয়	ব্যাখ্যা
🤝 দাম্পত্য সমঝোতা	দাম্পত্য জীবনে সমস্যা হলে সমঝোতার চেষ্টা করা উচিত।
⚖️ স্ত্রীর প্রতি সমতা	স্ত্রীর প্রতি পক্ষপাতিত্ব না করা, সতর্কতা এবং সহানুভূতির সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা করা।
বিচ্ছেদ ও আল্লাহর অনুগ্রহ	বিচ্ছেদের পরও আল্লাহ নিজ নিজ বান্দাকে পূর্ণ করবেন তাঁর অনুগ্রহ দ্বারা।

📌 উপসংহার:

এই আয়াতগুলো দাম্পত্য সম্পর্কের সুস্থতা এবং সমস্যার সমাধানে সমঝোতা ও সহযোগিতার গুরুত্ব বোঝায়। নারী-পুরুষের মধ্যে পরস্পরের প্রতি ন্যায্যতা এবং সহানুভূতি বজায় রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, এবং বিচ্ছেদের পরও আল্লাহ তাঁর বান্দাকে যথাযথ পূর্ণতা দিয়ে থাকেন।

بالطبع! إليك التفسير المختصر للآيات 135إلى ١٣٦ من سورة النساء مع التفسير على ضوء ابن كثير، باللغة البنغالية:

📖 **সূরা আন-নিসা – আয়াত ১৩৫**

🕋 আরবি আয়াত: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

📘 বাংলা অনুবাদ: "হে বিশ্বাসীরা! তোমরা আল্লাহর জন্য দাঁড়িয়ে থাকার মাধ্যমে, ন্যায়ের সাক্ষী হও। কোনো জাতির শত্রুতার কারণে যেন তোমরা ন্যায়ের ঊর্ধ্বে চলে না যাও। ন্যায়বিচার করো, এটি তাকওয়ার জন্য বেশি উপযুক্ত। এবং আল্লাহকে ভয় করো, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের কর্ম সব জানেন।"

📚 তাফসির ইবনে কাসীর:

- এই আয়াতটি ঈমানের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ। এখানে বলা হয়েছে যে, মুসলিমদের ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকতে হবে, এবং তা জাতি বা ব্যক্তির প্রতি ঘৃণা বা শত্রুতা দ্বারা প্রভাবিত না হওয়া উচিত।
- ইবনে কাসীর বলেন, শত্রুতার কারণে কেউ যেন ন্যায়ভ্রষ্ট না হয়, এবং ন্যায়ের পথে অটল থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

📖 **সূরা আন-নিসা – আয়াত ১৩৬**

آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِن قَبْلُ ۚ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا

📘 বাংলা অনুবাদ: "আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আনা, এবং যে কিতাবটি তাঁর রসূলের ওপর নাজিল হয়েছে, এবং পূর্ববর্তী সমস্ত কিতাবের প্রতি ঈমান আনা—এগুলো হলো ঈমানের শর্ত। আর যে কেউ আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতারা, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রসূলরা এবং পরকালের প্রতি কুফরী করবে, সে এক গভীর পথভ্রষ্টতায় পতিত হয়েছে।"

📚 তাফসির ইবনে কাসীর:

- এই আয়াতটি ঈমানের মৌলিক বিষয়গুলোর ওপর গুরুত্ব দেয়: আল্লাহ, তাঁর রসূল, কিতাবসমূহ, ফেরেশতারা, এবং পরকাল—এই সবের প্রতি বিশ্বাস রাখতে হবে।
- ইবনে কাসীর বলেন, যারা এই সব বিষয়গুলো অস্বীকার করে, তারা বড় ধরনের পথভ্রষ্টতা ও গোমরাহতে পড়ে যায়। ঈমানের ভিত্তি এই বিষয়গুলোর প্রতি বিশ্বাসে রয়েছে।

✅ শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ:

বিষয়	ব্যাখ্যা
⚖️ ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা	শত্রুতা বা ঘৃণা সত্ত্বেও ন্যায় প্রতিষ্ঠা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
💡 ঈমানের মৌলিক বিষয়	ঈমান হলো আল্লাহ, তাঁর রসূল, কিতাব, ফেরেশতা এবং পরকাল মেনে চলা।

বিষয়	ব্যাখ্যা
🚫 কুফরী ও পথভ্রষ্টতা	যারা ঈমানের মৌলিক বিষয়গুলো অস্বীকার করে, তারা গভীর পথে ভ্রষ্ট হয়।

📌 উপসংহার:

এই আয়াতগুলো আমাদের শেখায় যে, মুসলিমদের জন্য ন্যায় প্রতিষ্ঠা এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একইসাথে, যারা আল্লাহ ও তাঁর সব আদর্শের প্রতি বিশ্বাস করেন না, তারা একটি গভীর পথভ্রষ্টতায় পড়েছেন। ন্যায়ের প্রতি অটল থাকা এবং ইসলামের মৌলিক বিশ্বাসগুলো আঁকড়ে ধরা আমাদের জন্য অত্যন্ত জরুরি।

بالطبع! إليك التفسير المختصر للآيات 144إلى ١٤٧ من سورة النساء مع التفسير على ضوء ابن كثير، باللغة البنغالية:

📖 **সূরা আন-নিসা – আয়াত ১৪৪**

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَالْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ

📘 বাংলা অনুবাদ: "হে বিশ্বাসীরা! তোমরা যারা তোমাদের ধর্মকে হাস্যরস ও খেলা বানিয়েছে, তাদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না—তাদের মধ্যে যারা পূর্বে কিতাবপ্রাপ্ত ছিল এবং যারা কুফরী করেছে। এবং যদি তোমরা বিশ্বাসী হও, তবে আল্লাহকে ভয় করো।"

📚 তাফসির ইবনে কাসীর:

- এই আয়াতটি মুমিনদের সতর্ক করে দেয় যে, তাদের ধর্মকে যারা উপহাস করে, তাদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করা উচিত নয়। এটা সেইসব মানুষদের জন্য, যারা ধর্মকে হাস্যরস এবং খেলায় পরিণত করেছে।
- ইবনে কাসীর বলেন, মুসলিমদের উচিত কুফরি এবং আল্লাহর শত্রুদের কাছ থেকে দূরে থাকা, কারণ তাদের সঙ্গে মেলামেশা ঈমানের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে।

📖 **সূরা আন-নিসা – আয়াত ১৪৫**

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

📘 বাংলা অনুবাদ: "নিশ্চয়ই যারা কুফরী করেছে এবং তারা যখন কুফরী অবস্থায় মারা গেছে, তাদের ওপর আল্লাহ, ফেরেশতাগণ এবং সমস্ত মানুষের অভিশাপ রয়েছে।"

📚 তাফসির ইবনে কাসীর:

- এই আয়াতে আল্লাহ কুফরি করার শাস্তি সম্পর্কে বলেছেন, যে ব্যক্তি কুফরী অবস্থায় মারা যাবে, তার ওপর আল্লাহর অভিশাপ নেমে আসবে।

- ইবনে কাসীর বলেন, এই অভিশাপ পৃথিবী এবং আকাশমন্ডলের সকল সৃষ্টির জন্য হবে, এবং এটি কুফরের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির নিদর্শন।

📖 **সূরা আন-নিসা – আয়াত ১৪৬**

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ۖ وَسَوْفَ يُؤْتِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا

📘 বাংলা অনুবাদ: "তবে যারা তওবা করেছে, নিজেদের সংশোধন করেছে, আল্লাহর দিকে সাহায্য চেয়ে ঈমানদারদের সাথে যুক্ত হয়েছে এবং তাদের ধর্মকে আল্লাহর জন্য নিষ্কলঙ্ক রেখেছে, তারা মুমিনদের সাথে থাকবে, এবং আল্লাহ মুমিনদের জন্য মহান পুরস্কার দিবেন।"

📚 তাফসির ইবনে কাসীর:

- এই আয়াতটি তওবা এবং সংশোধনের প্রতি গুরুত্ব দেয়। যারা কুফরী থেকে তওবা করে, তাদের জন্য আল্লাহর তরফ থেকে ক্ষমা এবং পুরস্কার রয়েছে।
- ইবনে কাসীর বলেন, তওবা করলে এবং নিজেদের বিশ্বাসকে দৃঢ় করলে, তারা আল্লাহর স্নেহ লাভ করবে এবং তাঁর কাছে পুরস্কৃত হবে।

📖 **সূরা আন-নিসা – আয়াত ১৪৭**

مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنتُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا

📘 বাংলা অনুবাদ: "যদি তোমরা শোকরী ও বিশ্বাসী হও, তবে আল্লাহ তোমাদেরকে শাস্তি দেবেন না। আল্লাহ অত্যন্ত কৃতজ্ঞ ও জানেন।"

📚 তাফসির ইবনে কাসীর:

- এই আয়াতে আল্লাহ তাঁর দয়ার কথা বলেছেন। যদি বান্দারা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকে এবং ঈমান আনে, তবে আল্লাহ তাদেরকে শাস্তি দেবেন না।
- ইবনে কাসীর বলেন, আল্লাহ অতুলনীয় কৃতজ্ঞতা জানেন, এবং তিনি তাঁর বান্দাদের প্রতি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা এবং করুণা প্রদর্শন করেন।

✅ শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ:

বিষয়	ব্যাখ্যা
🛑 ধর্মের উপহাসকারীকে বন্ধু হিসেবে না নেওয়া	যারা ধর্মের প্রতি অশ্রদ্ধা ও উপহাস করে, তাদের সাথে সম্পর্ক রাখা ইসলামে নিষিদ্ধ।
⚖️ কুফরের শাস্তি	যারা কুফরী অবস্থায় মারা যায়, তাদের ওপর আল্লাহ ও ফেরেশতাদের অভিশাপ রয়েছে।

বিষয়	ব্যাখ্যা
🔄 তওবা ও সংশোধনের গুরুত্ব	তওবা করলে আল্লাহ বান্দাকে ক্ষমা করেন এবং মহান পুরস্কার দেন।
🙏 শোকরী ও ঈমানী জীবন	শোকরী ও ঈমানী জীবন আল্লাহর দয়া ও পুরস্কার অর্জনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

📌 উপসংহার:

এই আয়াতগুলো আমাদের শিখায় যে, কুফরী ও ধর্মের উপহাস থেকে বিরত থাকতে হবে এবং ঈমান ও কৃতজ্ঞতা সহ জীবন কাটাতে হবে। তওবা করলে আল্লাহ আমাদেরকে ক্ষমা করেন এবং আমাদের জন্য পুরস্কার অপেক্ষা করছে। ঈমান এবং আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা আমাদের জীবনের মূল ভিত্তি হওয়া উচিত।

بالطبع! إليك التفسير المختصر للآيات 157إلى ١٥٩ من سورة النساء مع التفسير على ضوء ابن كثير، باللغة البنغالية:

📖 **সূরা আন-নিসা – আয়াত ১৫৭**

وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ ۚ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ ۚ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ ۚ مَا لَهُم مِّنْ وَلَايَةٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ ۖ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا

📘 বাংলা অনুবাদ: "আর তারা বলেছিল, 'আমরা আল্লাহর রাসূল ঈসা ইবনে মারিয়মকে হত্যা করেছি।' অথচ তারা তাকে হত্যা করেনি এবং তাকে ক্রুসে চড়ায়নি, বরং তাদের কাছে তা এমনভাবে মনে হয়েছে। যারা এ সম্পর্কে বিভক্ত, তারা এ বিষয়ে সন্দেহে রয়েছে। তারা কেবল অনুমান অনুসরণ করছে, তারা তাকে নিশ্চয়ই হত্যা করেনি।"

📚 তাফসির ইবনে কাসীর:

- এখানে আল্লাহ স্পষ্ট করে বলেছেন যে, যাদের ধারণা ছিল যে, তারা ঈসা (আঃ)-কে হত্যা করেছে, তারা ভুল ছিল। ঈসা (আঃ)-কে হত্যা বা ক্রুসে চড়ানো হয়নি। এটা তাদের কাছে এমনভাবে মনে হয়েছিল, এবং এটি ছিল আল্লাহর ইচ্ছা।
- ইবনে কাসীর বলেন, এটি ঐতিহাসিক ঘটনা যেখানে আল্লাহ ঈসা (আঃ)-কে আকাশে উঠিয়ে নেন এবং তাঁর অবস্থান সম্পর্কে মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে যায়।

📖 **সূরা আন-নিসা – আয়াত ১৫৮**

بَل رَّفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا

📘 বাংলা অনুবাদ: "বরং আল্লাহ তাকে তাঁর কাছে উঠিয়ে নিয়েছেন, এবং আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।"

📚 তাফসির ইবনে কাসীর:

- এই আয়াতে আল্লাহ জানাচ্ছেন যে, ঈসা (আঃ)-কে হত্যা করা হয়নি বরং তিনি আল্লাহর কাছে উঠিয়ে নেওয়া হয়েছেন।
- ইবনে কাসীর বলেন, এই আয়াতটি স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, ঈসা (আঃ) আল্লাহর কাছে উঠিয়ে নেওয়া হয়েছেন, এবং তিনি পুনরায় পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন করবেন।

📖 **সূরা আন-নিসা – আয়াত ১৫৯**

وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا

📘 বাংলা অনুবাদ: "এবং অবশ্যই কিতাবীদের মধ্যে কেউ কেউ আছেন যারা তার (ঈসা (আঃ)-এর) প্রতি ঈমান আনবে, তার মৃত্যুর পূর্বে। এবং কিয়ামত দিবসে তিনি তাদের জন্য সাক্ষী হবেন।"

📚 তাফসির ইবনে কাসীর:

- এই আয়াতে আল্লাহ জানাচ্ছেন যে, কিতাবী সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন কিছু মানুষ থাকবে যারা ঈসা (আঃ)-এর প্রতি ঈমান আনবে। এটি ঐ সময়ের কথা বলা হচ্ছে যখন ঈসা (আঃ) পুনরায় পৃথিবীতে ফিরে আসবেন এবং তখন তারা ঈমান আনবে।
- ইবনে কাসীর বলেন, এই আয়াতটি ইঙ্গিত দেয় যে, ঈসা (আঃ) তাঁর ফেরত আসার সময় সত্যের সাক্ষী হবেন এবং কিয়ামত দিবসে তাঁর উপর সাক্ষ্য প্রদান করবেন।

✅ শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ:

বিষয়	ব্যাখ্যা
✋ ঈসা (আঃ)-এর মৃত্যু ও উত্থান	ঈসা (আঃ) মারা যাননি, বরং আল্লাহ তাঁকে আকাশে উঠিয়ে নিয়েছেন।
🌍 ঈসা (আঃ)-এর পুনরাবর্তন	ঈসা (আঃ) পুনরায় পৃথিবীতে ফিরে আসবেন, এবং তখন অনেকেই তাঁর প্রতি ঈমান আনবেন।
🧑‍🤝‍🧑 কিতাবীদের ঈমান আনা	ঈসা (আঃ)-এর পুনঃ আগমনকালে কিছু কিতাবী তাঁর প্রতি ঈমান আনবে।

📌 উপসংহার:

এই আয়াতগুলো আমাদের শেখায় যে, ঈসা (আঃ) ক্রুশবিদ্ধ হননি এবং আল্লাহ তাঁকে আকাশে উঠিয়ে নিয়েছেন। তাঁর পুনঃ আগমন কিয়ামত দিবসে হবে এবং তখন অনেক কিতাবী তাঁর প্রতি ঈমান আনবে। এটি আল্লাহর ইচ্ছা এবং প্রজ্ঞার একটি অংশ, যা আমরা বিশ্বাস করে অনুসরণ করি।

بالطبع! إليك التفسير المختصر للآيات 174إلى ١٧٦ من سورة النساء مع التفسير على ضوء ابن كثير، باللغة البنغالية:

📖 **সূরা আন-নিসা – আয়াত ১৭৪**

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَآ إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا

📘 বাংলা অনুবাদ: "হে মানুষগণ! তোমাদের কাছে তোমাদের রবের পক্ষ থেকে একটি প্রমাণ এসেছে এবং আমরা তোমাদের কাছে একটি স্পষ্ট আলো নাযিল করেছি।"

📚 তাফসির ইবনে কাসীর:

- আল্লাহ এখানে মানুষের দিকে একটি শক্তিশালী প্রমাণ এবং স্পষ্ট আলোর কথা বলেছেন, যা হলো কুরআন।
- ইবনে কাসীর বলেন, এই আয়াতটি কুরআনের উত্থান ও আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের গুরুত্বকে স্মরণ করিয়ে দেয়। কুরআন হল আল্লাহর দেওয়া আলো, যা মানুষকে সঠিক পথ দেখায়।

📖 **সূরা আন-নিসা – আয়াত ১৭৫**

فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا

📘 বাংলা অনুবাদ: "তবে যারা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস আনে এবং তাঁর ওপর ভরসা করে, তাদেরকে আমরা আমাদের দয়ার মধ্যে প্রবেশ করাবো এবং আমাদের দয়া ও স্নেহের মাধ্যমে তাদেরকে কিয়ামত দিবসে সাক্ষী হিসেবে তুলব।"

📚 তাফসির ইবনে কাসীর: আল্লাহ এখানে মুমিনদের পুরস্কৃত করার কথা বলছেন, যারা তাঁকে বিশ্বাস করে এবং তাঁর ওপর ভরসা করে। তাদের জন্য আল্লাহ রাহমত এবং দয়া রাখবেন।

- ইবনে কাসীর বলেন, আল্লাহ তাদের কিয়ামত দিবসে উত্তম অবস্থায় তুলবেন এবং তাদের জন্য বিশেষ সম্মান সৃষ্টি করবেন।

📖 **সূরা আন-নিসা – আয়াত ১৭৬**

يَسْتَفْتُونَكَ ۖ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

📘 বাংলা অনুবাদ: "তারা তোমাকে (ইহলৌকিক হক সম্পর্কে) ফতওয়া চায়, তুমি বলো, আল্লাহ তোমাদেরকে সে বিষয়ে ফতওয়া দিচ্ছেন এবং তোমাদের কাছে কিতাবে যা বর্ণিত হয়েছে, তা তোমাদের সামনে এসেছে।"

📚 তাফসির ইবনে কাসীর: এই আয়াতটি সৎকাজ ও মৃত্যুর সময় ওয়ারিস সম্পর্কিত বিধি-নিষেধের বিষয়ে আল্লাহর নির্দেশনা নিয়ে কথা বলে।

- ইবনে কাসীর বলেন, এখানে আল্লাহ মৃত্যুর পূর্বে কোনো মানুষের ইচ্ছা বা উইল সম্পর্কিত বিধান প্রদান করেছেন, যাতে মৃত্যুর পর সম্পত্তি হক অনুযায়ী বন্টন হয়।

✅ শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ:

বিষয়	ব্যাখ্যা
📜 কুরআনের প্রমাণ ও আলো	কুরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রমাণ এবং স্পষ্ট আলো, যা মানুষকে সঠিক পথে পরিচালিত করে।
🌟 ঈমান ও আল্লাহর ওপর ভরসা	যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে এবং তাঁর ওপর ভরসা করে, আল্লাহ তাদেরকে তাঁর দয়ার মধ্যে নিবেন।
💼 আল্লাহর নির্দেশনা	মৃত্যুর সময় সম্পত্তির বন্টন সম্পর্কে আল্লাহর বিধানগুলি গুরুত্বপূর্ণ।

📌 উপসংহার: এই আয়াতগুলো আমাদের শেখায় যে, কুরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি স্পষ্ট প্রমাণ এবং আলো, যা আমাদের পথ দেখায়। যারা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাঁর ওপর ভরসা করে, তারা আল্লাহর দয়া পাবেন এবং কিয়ামত দিবসে সম্মানিত হবে। এছাড়াও, মৃত্যুর পূর্বে সম্পত্তির বন্টন সম্পর্কে আল্লাহর বিধান আমাদের জন্য একটি নির্দেশনা।

▪ খ) সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন: ১৫টি থাকবে ১০টির উত্তর দিতে হবে: ১০×৫=৫০

(١) ما هو التفسير بالمأثور؟

التفسير بالمأثور (أو التفسير بالرواية) هو الذي يعتمد في تفسير القرآن الكريم على:

١. **القرآن نفسه** (أي تفسير الآية بآية أخرى)

٢. **الحديث النبوي**.

٣. **أقوال الصحابة**.

٤. **أقوال التابعين** في بعض الأحيان.

(٢) ميزات تفسير ابن كثير ونوعه (التفسير بالمأثور):

١- .الاعتماد على مصادر موثوقة:

- يفسر القرآن بالقرآن، ثم بالحديث الصحيح، ثم بأقوال الصحابة والتابعين.
- يعتمد كثيراً على أحاديث رسول الله ﷺ ويحرص على ذكر الإسناد.

٢- التمحيص في الروايات:

- ابن كثير كان **محدثاً** أيضاً، فينتقد الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة، ويُميز الصحيح منها.
- يُعلّق أحياناً على درجة الحديث (صحيح، حسن، ضعيف).

٣- الترتيب المنهجي والوضوح:

- يشرح الآيات بترتيبها، مع تركيز على سياقها ومناسبتها.
- يسهل على القارئ تتبُّع الفهم دون تشويش فلسفي أو لغوي معقد.

٤- التحليلات اللغوية والبلاغية المحدودة:

- لا يغوص كثيراً في اللغة أو الفلسفة كما في التفاسير الأخرى كـ"الرازي" أو "الزمخشري."
- لكن يستخدم اللغة أحياناً لتوضيح المعنى وليس كهدف مستقل.

٥- الرد على أهل البدع:

- يردّ على بعض تأويلات الفرق المنحرفة، خاصةً المعتزلة والرافضة، بما يتوافق مع عقيدة أهل السنة والجماعة.

---

(১) ইবন কাসির-এর তাফসির কোন ধরণের তাফসির?

ইবন কাসির-এর তাফসির হলো **তাফসির বিল-মাসূর (تفسير بالمأثور)** অর্থাৎ **রেওয়ায়েত-ভিত্তিক তাফসির**।

তাফসির বিল-মাসূরের বৈশিষ্ট্য কী?

এই ধরণের তাফসিরে কুরআনের ব্যাখ্যা দেওয়া হয় নিচের ভিত্তিতে:

1. **কুরআন দিয়ে কুরআনের ব্যাখ্যা** (এক আয়াত দিয়ে আরেক আয়াত বোঝানো),
2. **রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাদীস**,
3. **সাহাবাদের বর্ণনা ও মতামত**,
4. **তাবেয়ীনদের ব্যাখ্যা**।

(২) ইবন কাসির-এর তাফসিরের বৈশিষ্ট্যসমূহ:

১. বিশ্বস্ত উৎস ব্যবহার:

- কুরআন, সহীহ হাদীস, সাহাবা ও তাবেয়ীনদের বর্ণনা ব্যবহার করেন।
- হাদীস উল্লেখ করলে, সেটার সনদও উল্লেখ করেন এবং তার মান যাচাই করেন।

২. সহীহ ও দুর্বল হাদীস চিহ্নিত করা:

- তিনি ছিলেন এক জন বড় মুফাসসির ও মুহাদ্দিস, তাই দুর্বল হাদীস থেকে সতর্ক করেছেন।

৩. সহজ ও পরিষ্কার ব্যাখ্যা:

- কঠিন ভাষা ব্যবহার করেন না, সাধারণ পাঠকের জন্য বোধগম্য ব্যাখ্যা দেন।

৪. ভুল ব্যাখ্যার প্রতিবাদ:

- বিদআতী দল বা বিভ্রান্ত মতবাদ যেমন মু'তাযিলা বা শিয়া মতবাদের বিরুদ্ধে যুক্তি তুলে ধরেন।

৫. তাফসিরের মধ্যে ধারাবাহিকতা:

- সূরা অনুযায়ী আয়াত ধরে ধরে ব্যাখ্যা করেন।

(٣) اذكر خمسة من أبرز خصائص تفسير ابن كثير:

.1الاعتماد على التفسير بالمأثور

يعتمد بشكل رئيسي على تفسير القرآن بالقرآن، ثم بالسنة النبوية، ثم بأقوال الصحابة والتابعين، مما يجعله من أكثر التفاسير موثوقية عند أهل السنة.

.2التمحيص في الروايات

ابن كثير كان محدّثاً، لذلك يقوم بتمييز الأحاديث الصحيحة من الضعيفة، ويعلّق على الأسانيد، مما يزيد من دقة التفسير.

.3الوضوح والبساطة في الشرح

أسلوبه واضح وسهل، يخلو من التعقيد الفلسفي أو البلاغي الزائد، مما يجعل تفسيره مناسباً للعلماء والطلاب على حد سواء.

.4الرد على البدع والانحرافات

يُبيّن الانحرافات في التفاسير المخالفة لمنهج أهل السنة، ويردّ على تأويلات الفرق المبتدعة مثل المعتزلة والرافضة.

.5الترتيب المنهجي للآيات

يتبع ترتيب المصحف الشريف، ويفسّر كل آية في سياقها، مما يساعد القارئ على فهم المعاني بشكل مترابط ومنظم.

(٤) ما فرق بين التفسير بالرواية والتفسير بالدراية

أولاً :التفسير بالرواية)ويُسمى: التفسير بالمأثور(

تعريفه:

هو التفسير الذي يعتمد على **النقل**، أي:

- القرآن يُفسَّر بالقرآن،
- ثم بأحاديث النبي ﷺ (السنة)،
- ثم بأقوال الصحابة،
- ثم التابعين.

ميزاته:

- يعتمد على مصادر موثوقة ومعتمدة.
- قليل الاحتمال للخطأ في المعنى.
- مثال عليه :**تفسير ابن كثير، تفسير الطبري.**

ثانياً :التفسير بالدراية)ويُسمى: التفسير بالرأي(

تعريفه:

هو التفسير الذي يعتمد على **الاجتهاد والفهم العقلي**، مع الاستفادة من:

- اللغة العربية،
- البلاغة،
- السياق العام،
- أصول الفقه،
- العقل والمنطق.

ميزاته:

- يُفيد في شرح المعاني الدقيقة أو التي لم يُذكر فيها تفسير صريح.
- يعمّق في الجوانب اللغوية والفكرية.

⚠ يجب أن يكون بضوابط:

- لا يصح التفسير بالرأي إن خالف نصاً صريحاً أو تعارض مع حديث صحيح.

أمثلة عليه:

- **تفسير الرازي**)مفاتيح الغيب(،
- **تفسير الزمخشري**)الكشاف.(

(٥) ما المراد لقوله تعالى " الراسخون في العلم"

الآية التي وردت فيها عبارة "**الراسخون في العلم** "هي من سورة آل عمران، قال الله تعالى:

"وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا"

(آل عمران: ٧)

(٦) ما معنى "الراسخون في العلم"؟

الراسخون:

من الفعل "رَسَخَ"، أي **ثَبَتَ وتمكّن**، والراسخ هو الثابت العميق الجذور.

الراسخون في العلم:

هم الذين **تعمّقوا في العلم الشرعي**، وفهموا القرآن والسنة بفهم صحيح، وثبتوا عليه بقلب مؤمن، دون اضطراب أو انحراف.

صفاتهم:

١. **ثبات في الفهم والعقيدة** :لا يتأثرون بالشبهات أو الفتن.

٢. **تواضع للقرآن** :يؤمنون بما علموا وبما لم يعلموا، ويقولون: "آمنا به، كل من عند ربنا."

٣. **يعرفون حدود علمهم** :لا يتكلّمون فيما لا يعلمون، ويسلمون المتشابه إلى الله.

(٧) هل "الراسخون في العلم" يعلمون التأويل؟

في هذه المسألة قراءتان مشهورتان للآية:

1.الوقف عند "إلا الله "وهو الأشهر:(

"وما يعلم تأويله إلا الله .والراسخون في العلم يقولون آمنا به"...

- المعنى: لا أحد يعلم التأويل الحقيقي للمتشابهات إلا الله وحده، والراسخون لا يخوضون في تأويله، بل يؤمنون به.

2.الوصل بين "الله" و"الراسخون:"

"وما يعلم تأويله إلا الله **والراسخون في العلم**"...

- المعنى: أن الراسخين في العلم يعلمون التأويل، لكن بتوفيق من الله، في حدود ما أذن به.

وكلا القراءتين صحيحتان، والتفسير يعتمد على السياق وفهم السلف الصالح.

✸خلاصة:

"الراسخون في العلم:"

هم العلماء الثابتون في فهمهم، المتعمقون في معرفة القرآن والسنة، الذين يؤمنون بمحكمه ومتشابهه، ولا يزيغون في التفسير أو يضربون كلام الله بعضه ببعض.

(٨) هل الولاية جائزة مع اليهود والنصارى؟

●الجواب:

لا، لا تجوز الولاية العامة لليهود والنصارى على المسلمين، وهذا بنص القرآن الكريم، مع توضيح نوع "الولاية" المقصودة.

🕮الدليل من القرآن:

قال الله تعالى:

"يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين"

(المائدة: ٥١)

معنى "الولاية" هنا:

الولاية المقصودة:

هي **الموالاة القلبية والسياسية والدينية**، أي:

- مناصرتهم على حساب المسلمين،
- جعلهم أولياء (قادة أو مرجعيات) للمسلمين،
- التبعية لهم في الدين أو الأحكام.

(٩) متى تجوز العلاقة معهم؟

يُفرَّق بين:

1. الولاية (المحرّمة):

- مثل: اتخاذهم حلفاء ضد المسلمين، أو تمكينهم من حكم المسلمين.
- هذه **محرمة شرعًا**.

2. المعاملة بالعدل والإحسان (الجائزة):

قال الله تعالى:

"لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين"

(الممتحنة: ٨)

- هذه تشير إلى جواز المعاملة بالحسنى، والتعايش السلمي معهم، **ما لم تكن هناك عداوة أو حرب**.

السبب في تحريم الولاية:

١. لأنهم **لا يؤمنون بعقيدتنا**، وقد يُسهمون في **تحريف ديننا أو إضعافه**.

٢. لأن التبعية لهم تُشكّل **ذلًّا للمسلمين**.

٣. لأن الله جعل **الولاء والبراء** من أسس الإيمان.

(١٠) أذكر بعض معجزات نبينا عيسى عليه السلام

نبي الله **عيسى عليه السلام** أُيِّد بعدد من المعجزات العظيمة التي أظهرها الله على يديه، لتكون دليلاً على نبوته، خاصةً أنه جاء إلى بني إسرائيل في وقتٍ كثر فيه الفساد والجدل.

بعض معجزات نبي الله عيسى عليه السلام:

1. الولادة من غير أب

- وُلد من **مريم العذراء** عليها السلام بغير أب، بكلمة من الله:

"إنما مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون"

)آل عمران: ٥٩(

.2التكلُّم في المهد

- تكلّم وهو **رضيع في المهد** دفاعًا عن أمه مريم، وهذا من أعظم المعجزات:

"قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيًا"

(مريم: ٣٠)

.3إحياء الموتى بإذن الله

- كان يحيي الموتى بأمر الله، وهذه معجزة عظيمة خارقة للطبيعة:

"وأحيي الموتى بإذن الله"

)آل عمران: ٤٩(

.4إبراء الأكمه والأبرص بإذن الله

- كان يُشفي من العمى الخِلقي (الأكمه) والبرص:

"وأبرئ الأكمه والأبرص"

)آل عمران: ٤٩(

.5إنزال مائدة من السماء

- طلب الحواريون مائدة من السماء ليطمئنوا، فدعا الله فأنزلها:

"اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء"...

)المائدة: ١١٤(

.6خلق طير من طين ونفخ فيه

- صنع من الطين كهيئة الطير، فنفخ فيه فصار طيرًا بإذن الله:

"أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرًا بإذن الله"

(آل عمران: ٤٩)

.7الإخبار بما في بيوت الناس

- كان يُخبر الناس بما يأكلون وما يدّخرون في بيوتهم، وهي كرامة خاصة به:

"وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم"

(آل عمران: ٤٩)

(١١) قوله تعالى " إن مثل عيسى عند الله كمثل أدم" حقق المثل–

"إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون"

(آل عمران: ٥٩)

📌**تحقيق المثل:**

الآية جاءت **ردًّا على النصارى** الذين ادّعوا أن عيسى ابن الله لأنه وُلد من غير أب، فجاء هذا المثل ليُبطل هذا الزعم بأسلوب قوي وعقلي.

✔**النتيجة من هذا المثل:**

- إذا كان عيسى مخلوقًا بلا أب فادّعيتم أنه ابن الله، **فآدم أحقّ بذلك**، لأنه خُلق بلا أب ولا أم!
- لكنكم لا تقولون إن آدم إله أو ابن إله، فكيف تقولون ذلك في عيسى؟!

🧠**إعجاز المثل:**

- المثل يضربه الله ليُقنع **بالعقل والمنطق**.
- يستخدم قاعدة: "من وُجد بطريقة غير مألوفة لا يعني أنه إله"، بل هو **مخلوق بأمر الله**.

💡**خلاصة:**

الله ضرب مثلًا بخلق آدم ليُبطل زعم ألوهية عيسى، ويُثبت أن **الخلق بكلمة "كن" لا تعني الألوهية**، بل تُظهر قدرة الله على الخلق دون الحاجة إلى الأسباب الطبيعية.

(١٢) قوله تعالى " إن مثل عيسى عند الله كمثل أدم" حقق المثل– على ضوء تفسير ابن كثير

ممتاز، نُحقّق الآن هذا المثل القرآني **"إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ"**...

على **ضوء تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله**، الذي يُعد من أعظم كتب التفسير بالمأثور.

🔎**تفسير ابن كثير لهذه الآية (آل عمران: ٥٩):**

قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره:

"هذا رد على النصارى، في دعواهم أن عيسى ابن الله، فأقام الله الدليل على كذبهم في دعواهم، بأنه خلق آدم عليه السلام من غير أب ولا أم، وعيسى إنما خلق من أم بلا أب، فآدم أولى أن يكون ابنًا لله ـ إن كان هذا صحيحًا عندهم ـ ومع هذا فآدم عبد مخلوق، فكذلك عيسى عبد مخلوق".

✅**تحقيق المثل في تفسير ابن كثير:**

1. المقصود بالمثل:

- أن **حالة عيسى في خلقه العجيب** تشبه **حالة آدم**، فكلاهما خُلق بطريقة غير مألوفة.
- فليس خلق عيسى من أم دون أب أعجب من خلق آدم من غير أب ولا أم.

2. رد على النصارى:

- ابن كثير يُركّز على أن **الآية جاءت لدحض حجة النصارى** الذين زعموا ألوهية عيسى بسبب ولادته من غير أب.
- يقول: إن كان عيسى يُعد "إلهًا" لأنه خُلق من دون أب، **فآدم أولى بذلك** لأنه خُلق من غير أب ولا أم.

3. النتيجة المنطقية في التفسير:

إذًا **الخلق لا يعني الألوهية**، لأن كل ذلك يتم **بأمر الله وقدرته**، لا بقوة في المخلوق.

4. أسلوب المثل:

- ابن كثير يشير إلى أن الله ضرب هذا المثل بأسلوب **عقلي منطقي بسيط** يُفحم الخصم، ويقطع الشبهة.

(١٣) ما هي الزكاة متى فرضت

✅**ما هي الزكاة؟**

📌**تعريف الزكاة:**

الزكاة هي:

حقٌ واجب في مالٍ معيَّن، يُخرج لفئة معيَّنة، في وقت معيَّن، بنسبة محددة، طهرةً للمال والنفس.

- وهي **الركن الثالث من أركان الإسلام.**
- سُمّيت "زكاة" لأنها تُزكّي (تطهر) المال وتُنميه، وتُطهّر النفس من البخل.

🕰 **متى فُرضت الزكاة؟**

◆**الزكاة فُرضت على مراحل:**

١. **في مكة قبل الهجرة:**

- كانت الزكاة عامة في المعنى، بمعنى **الصدقة والإنفاق** في سبيل الله، ولم تكن مفصّلة بنسبة معينة.
- نزلت آيات كثيرة تحث على الإنفاق والصدقة مثل:

"والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم"

(المعارج: ٢٤–٢٥)

٢. **في المدينة بعد الهجرة:**

- **فُرضت الزكاة المفروضة المحددة النِّصاب والنِّسبة والمصارف** في **السنة الثانية للهجرة**.
- وأُمر النبي ﷺ بإرسال العمال لجمعها وتوزيعها.

مقادير الزكاة ومصارفها نُظّمت في:

- **سورة التوبة** –خاصة الآية ٦٠:

"إنما الصدقات للفقراء والمساكين"...

(التوبة: ٦٠)

(١٤) اكتب وجه التسمية لسورة النساء على ضوء ابن كثير

بالطبع، دعنا نتعرف على **وجه تسمية سورة النساء** وفقًا لتفسير **ابن كثير** رحمه الله.

تسمية سورة النساء:

سورة النساء هي **السورة الرابعة** في ترتيب سور القرآن الكريم، وقد سُميت بهذا الاسم لأن موضوعاتها تتعلق بـ **النساء**، و **حقوقهن**، و **العدالة في المعاملات** بين الرجال والنساء، بالإضافة إلى مسائل متعلقة بالإرث، الزواج، والطلاق.

وجه التسمية:

- **ابن كثير** في تفسيره يقول: إن السورة سُميت "النساء" لأن **أكثر موضوعاتها تدور حول النساء** و **حقوقهن**.
- **حقوق النساء** كانت في الجاهلية مظلومة، ولذلك جاءت السورة لتوضيح **حقوق المرأة في الإسلام**، بما في ذلك حقوق الميراث، الطلاق، والزواج.
- كما تناولت السورة العديد من المسائل المهمة التي تخص **النساء في المجتمع الإسلامي**، وكيفية معاملتهن بالعدل والرحمة.

أهم موضوعات السورة:

١. **حقوق النساء في الميراث:**

السورة تناولت تفصيلًا **حقوق النساء في الميراث**، وقد وضحت أحكامًا خاصة بهذا الشأن كانت **جديدة ومميزة** في تشريعات الإسلام.

٢. **العدل بين الزوجات:**

كما تناولت **العدل بين الزوجات** في حالة تعدد الزوجات، وأكدت على وجوب العدل في المعاملة بينهن.

٣. **أحكام الطلاق:**

تضمنت السورة **أحكام الطلاق** وكيفية التعامل مع المرأة بعد الطلاق.

٤. **الوصية بالنساء:**

السورة وصّت بـ **الاعتناء بالنساء** وحقوقهن وأكدت على ضرورة العناية بهن، خاصة في حالة الطلاق أو الموت.

🧠 **خلاصة وجه التسمية:**

سورة النساء سُميت بهذا الاسم **لأنها تناولت مواضيع متعلقة بالنساء**، مثل **حقوقهن في الزواج، الطلاق، والميراث**، بالإضافة إلى **العدالة في المعاملات بين الجنسين**، وأكدت على ضرورة العناية بحقوق المرأة في المجتمع الإسلامي.

(١٥) من هم الحواريون عند العلماء؟ على ضوء ابن كثير

📕 **من هم الحواريون؟**

الحواريون هم أتباع النبي عيسى عليه السلام الذين آمنوا به وصدقوه، وشاركوه في دعوته، وكانوا من أخلص الناس له. ويقال إنهم كانوا عددًا محدودًا، في الغالب اثني عشر شخصًا.

🌿 **تفسير ابن كثير للحواريين:**

ابن كثير يذكر في تفسيره أن الحواريين كانوا رجالًا فاضلين مؤمنين برسالة عيسى عليه السلام، ونصيرين له، وقد وصفهم الله في القرآن الكريم بالصدق والإخلاص.

📝 **الآية التي ورد فيها ذكر الحواريين:**

قال الله تعالى في القرآن الكريم:

"إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين"

(المائدة: ١١٢)

في هذه الآية، سأل الحواريون عيسى عليه السلام عن إنزال مائدة من السماء كآية ودلالة على صدق دعوته. وكانوا يُظهرون إيمانًا قويًا وحرصًا على اتباع الحق.

🌟 **خصائص الحواريين كما ذكرها ابن كثير:**

١. **إيمانهم الراسخ:**

كانوا مؤمنين حقًّا برسالة عيسى عليه السلام، وأتباعًا مخلصين له.

٢. الصدق والإخلاص:

كانوا أهل صدق وإخلاص، وقد شاركوا عيسى عليه السلام في دعوته رغم ما كانوا يواجهونه من أعداء.

٣. الاستجابة لأوامر عيسى:

كانوا يُسارعون إلى الاستجابة لأوامر النبي عيسى عليه السلام، وكانوا من أبرز المخلصين في دعوته.

٤. العدد:

كان عددهم اثني عشر، وقد كانوا الأقرب إلى عيسى عليه السلام.

🔍ما معنى كلمة "حواريون"؟

- حواري :في اللغة العربية، كلمة "حواري" تعني الرفيق أو الصديق المقرب، والحواري هو الذي يخلص للنبي ويقف إلى جانبه في جميع مواقفه.

🧠 خلاصة معنى الحواريين عند ابن كثير:

الحواريون هم أتباع النبي عيسى عليه السلام الذين آمنوا به وصدقوه، وكانوا من أخلص الناس له في الدعوة. وكانوا يتمتعون ب إيمان عميق و إخلاص شديد لرسالة عيسى عليه السلام.

(١٦) اكتب أية التيمم، ما هو حكم على مسح الرأس وما مقداره

📖أولاً: آية التيمم

آية التيمم جاءت في سورة المائدة، الآية ٦، قال الله تعالى:

"وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماءً فتيمموا صعيدًا طيبًا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون".

(المائدة: ٦)

ثانيًا: حكم مسح الرأس في الوضوء

✅الحكم:

- مسح الرأس في الوضوء واجب، وهو رُكن من أركان الوضوء عند جمهور العلماء (المالكية، الشافعية، الحنابلة)، بدليل قول الله تعالى:

"وامسحوا برؤوسكم"

(المائدة: ٦)

📏ثالثًا: مقدار المسح المشروع على الرأس

بحسب مذاهب الفقهاء، اختلفوا في مقدار المسح الواجب:

◆ابن كثير في تفسيره عند قوله "وامسحوا برؤوسكم"، نقل أقوال العلماء في ذلك، وبيّن أن الأصل في المسح هو الإتيان بما يدل على الامتثال للأمر، مع الميل إلى أن أقل ما يُطلق عليه "مسح "يجزئ، لكنه أشار إلى أن الأكمل هو مسح كل الرأس كما فعل النبي ﷺ.

✨خلاصة الجواب:

- **آية التيمم :في سورة المائدة، الآية ٦.**
- **مسح الرأس في الوضوء :واجب شرعًا.**
- **مقداره:**
  - **الأفضل :مسح كامل الرأس اقتداءً بالنبي ﷺ.**
  - **الأقل الواجب: يختلف حسب المذهب (بعض الرأس، أو ربع الرأس، أو كله).**

(١٧) ما كفارة اليمين؟ على ضوء ابن كثير

سؤال ممتاز، ويجمع بين الفقه والتفسير، والآن نجيب عليه بناءً على تفسير ابن كثير رحمه الله.

📖أولاً: الآية التي ذكرت كفارة اليمين

قال الله تعالى:

"لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام"...

)سورة المائدة: ٨٩(

📝ما كفارة اليمين؟ (على ضوء ابن كثير)

✅ابن كثير في تفسيره لهذه الآية يقول:

الكفارة تكون إذا حلف الإنسان على شيء ولم يفِ بيمينه (أي خالفها)، فعليه أن يُكفّر بإحدى هذه الثلاث:

---

1. إطعام عشرة مساكين

- **من أوسط ما يُطعم به الإنسان أهله)ليس غاليًا ولا رديئًا.(**

- لكل مسكين وجبة مشبعة أو نصف صاع من الطعام (نحو ١,٥ كجم تقريبًا من الأرز أو التمر ونحوهما).

---

2. أو كسوتهم

- بأن يُعطي كل مسكين لباسًا ساترًا للصلاة)مثل ثوب أو عباءة ونحو ذلك.(
- ابن كثير قال: لا يكفي إعطاء ما لا يُستر به، بل لا بد أن يكون لباسًا تامًا معتبرًا.

---

3. أو تحرير رقبة

- وهذا كان في زمن وجود العبيد، ويُقصد بها عتق عبد مؤمن.
- قال ابن كثير: هذه الكفارة مرتبة، أي لا ينتقل إلى التي بعدها إلا إذا عجز عن الأولى.

---

4. فمن لم يجد (أي لا يستطيع أيًّا من الثلاث):

- فعليه صيام ثلاثة أيام.
- ابن كثير ذكر أنه لا يُجزئ صيام يوم أو يومين فقط، بل يجب ثلاثة أيام كاملة.
- وذهب جمهور العلماء (ومنهم ابن كثير) إلى أن الصيام متتابع.

📌خلاصة الكفارة حسب الترتيب:

١. إطعام ١٠ مساكين، أو

٢. كسوتهم، أو

٣. تحرير رقبة.

🔄فإن لم يجد شيئًا من ذلك:

٤. يصوم ثلاثة أيام.

🧠ملاحظات مهمة من تفسير ابن كثير:

- الكفارة تجب إذا حلف الإنسان ثم خالف يمينه عمدًا.
- أما اللغو من الأيمان (مثل أن يقول: "والله" بلا قصد الحلف)، فالله لا يؤاخذ عليه.
- الكفارة ليست فدية للحنث فقط، بل تطهير للنفس وتكفير للتقصير.

(١٨) متى ولم وقعت غزوة بدر؟

🗓️ متى وقعت غزوة بدر؟

- الزمان :يوم الجمعة، الموافق 17رمضان من السنة الثانية للهجرة.
- أي في شهر رمضان، والمسلمون كانوا صائمين وقتها.

أين وقعت؟

- **في مكان يُسمى "بدر"، وهي قرية تقع بين مكة والمدينة، تبعد عن المدينة حوالي ١٥٠ كم.**

لماذا وقعت غزوة بدر؟ ما السبب؟

السبب الأساسي:

كانت الغزوة اعتراضًا لقافلة تجارية كبيرة لقريش قادمة من الشام، وكان يقودها أبو سفيان.

- **القافلة كانت تحمل أموالًا كثيرة للمشركين.**
- **المسلمون أرادوا استرداد جزء من أموالهم المسروقة في مكة.**

لكن:

- **أبو سفيان غيّر طريق القافلة ونجا بها.**
- **قريش أرسلت جيشًا كبيرًا لحماية القافلة، فتحوّل الأمر إلى معركة فاصلة.**

(١٩) اكتب خمسة خصائص لتفسير بالرواية–

ما هو التفسير بالرواية؟

هو التفسير الذي يعتمد على **النقل** من:

١. **القرآن بالقرآن،**
٢. **القرآن بالسنة النبوية،**
٣. **أقوال الصحابة،**
٤. **وأقوال التابعين.**

خمس خصائص للتفسير بالرواية:

1. الاعتماد على مصادر موثوقة من الوحي

- يستند إلى **نصوص ثابتة** :كالقرآن، والسنة، وأقوال الصحابة.
- لا يقوم على الرأي الشخصي.

2. التفسير يكون مطابقًا للعقيدة الصحيحة

- لأنه يعتمد على فهم **الجيل الأول (السلف الصالح)**، فلا يدخل فيه انحرافات عقدية.

📖 .3تفسير القرآن بالقرآن

- إذا فسّرت آية بأخرى، فهذا من أعلى درجات التفسير.

مثال: تفسير "الصراط المستقيم" بأنه الإسلام، من خلال آيات أخرى.

🧠 .4قلة الاجتهاد الشخصي

- لا مجال للرأي كثيرًا، بل **التفسير يتم بالنقل والرواية**.
- ولهذا يسمى أحيانًا "التفسير بالمأثور."

🧱 .5يشكل الأساس لبقية أنواع التفسير

- هو **أصل علم التفسير**، وكل أنواع التفسير الأخرى (كاللغوي والفقهي والإشاري) مبنية عليه أو تأتي بعده.

🧭 **أمثلة على كتب التفسير بالرواية:**

- **تفسير ابن كثير** ✅
- **تفسير الطبري (جامع البيان)** ✅
- **تفسير عبد الرزاق** ✅
- **تفسير البغوي** ✅

(٢٠) ما معنى المحبة؟ بين أقسامها–

جميل، ننتقل الآن إلى موضوع **المحبّة**، وهو موضوع دقيق في العقيدة والسلوك. إليك الشرح المبسّط:

❤️ ما معنى المحبّة؟

📌**المحبّة في اللغة:**

هي **ميل القلب إلى ما يوافقه ويُرضيه.**

📌**وفي الاصطلاح (عند العلماء):**

هي **ميل القلب إلى الشيء مع التعلّق به والحرص عليه**، وقد تكون لشيء **حقيقي نافع** (كحب الله)، أو **باطل ومضر**)كحب المعاصي.(

🌟**أقسام المحبّة:**

🕋 .1محبة الله (واجبة)

- وهي أعظم أنواع المحبّة، وهي أصل الدين.
- قال تعالى:

"والذين آمنوا أشد حبًّا لله"

(البقرة: ١٦٥)

- تشمل:
  - طاعته،
  - تعظيم أمره،
  - البُعد عن معصيته.

❤️ .2محبة في الله (محمودة)

- أن تُحب شخصًا **لصلاحه ودينه.**
- النبي ﷺ قال:

"ثلاثٌ من كُنَّ فيه وجد حلاوة الإيمان... أن يحبّ المرء لا يحبه إلا لله".

👬 .3محبة طبيعية (مباحة)

- مثل: حب الوالدين، الأولاد، الطعام، المال... إلخ.
- وهي جائزة **ما لم تتقدّم على محبة الله ورسوله.**

❌ .4محبة شركية (محرّمة)

- وهي أن يُحب الإنسان غير الله **كمحبة الله أو أكثر.**
- قال تعالى:

"ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادًا يحبّونهم كحب الله"

(البقرة: ١٦٥)

💔 .5محبة محرمة (لشهوات أو معاصٍ)

- مثل: حب المعاصي، أو حب أهل الفسق، أو حب الظلم.
- هذه تُبعد القلب عن الله وتُضعف الإيمان.

(٢١) ما هي الاستطاعة لوجوب الحج؟

سؤال جميل ومهم جدًا، لأن **الاستطاعة** هي **الشرط الأساسي لوجوب الحج**، وهي التي تُحدد مَن يجب عليه الحج ومن لا يجب عليه.

🎓ما معنى الاستطاعة لوجوب الحج؟

📖قال الله تعالى:

"ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلًا"

(آل عمران: ٩٧)

فالاستطاعة شرط **أساسي** لوجوب الحج، وبدونها **لا يكون الحج واجبًا**.

✔تعريف الاستطاعة:

الاستطاعة هي:

القدرة الجسدية والمالية على أداء الحج مع أمن الطريق.

◆أقسام الاستطاعة (بحسب الفقهاء):

🧍1. الاستطاعة البدنية:

- أن يكون الإنسان **صحيح البدن**، قادرًا على السفر وأداء المناسك بنفسه.
- فإن كان مريضًا مرضًا لا يُرجى برؤه، **يوكّل غيره** ليحج عنه.

💰2. الاستطاعة المالية:

- أن يملك **مالًا زائدًا** عن حاجاته الأساسية، يكفيه لـ:
  - نفقات الحج،
  - ونفقات أهله أثناء غيابه،
  - ووسائل السفر ذهابًا وإيابًا.

🛣3. استطاعة الطريق (أمن الطريق):

- أن يكون الطريق إلى الحج **آمنًا**، فلا يُعرضه لخطر شديد أو تهديد على النفس أو المال.

🪪4. استطاعة بالإذن الشرعي (للمرأة):

- أن تجد المرأة **محرمًا** يرافقها، لأن وجود المحرم شرط لحجها عند جمهور العلماء

✔**مَن توافرت فيه هذه الشروط، وجب عليه الحج فورًا ولا يجوز له التأخير.**

(٢٢) متى يجب الحج ؟

سؤال ممتاز، والإجابة عليه ترتبط بشرط مهم وهو **الاستطاعة** .دعنا نوضح ذلك ببساطة:

🎓**متى يجب الحج؟**

✔**الحج يجب على الفور عند تحقق الاستطاعة.**

أي:

إذا كان المسلم **بالغًا، عاقلًا، حرًّا، مستطيعًا** (بدنيًا وماليًا)، فإنه **يجب عليه الحج فورًا في أول موسم يتمكن فيه من ذلك**، ولا يجوز له التأخير بلا عذر.

📖**الدليل من القرآن:**

"ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلًا"

(آل عمران: ٩٧)

📚**أقوال العلماء (ومنهم ابن كثير):**

- **ابن كثير** قال في تفسيره:

"فمن وُجدت فيه هذه الصفات (الاستطاعة)، وجب عليه الحج على الفور، ولا يسوّغ له التأخير".

- وهذا هو **قول جمهور العلماء**)الشافعية، المالكية، والحنابلة:(

أن **الحج واجب على الفور** إذا توفرت الشروط.

❌**هل يجوز تأخير الحج؟**

- **لا يجوز تأخير الحج** بعد توفر الاستطاعة بدون عذر.
- من أخره بدون عذر يكون **آثمًا** عند جمهور العلماء.

🧠**خلاصة:**

الحج يجب فورًا على كل مسلم **مستطيع**، مرة واحدة في العمر، ولا يجوز تأخيره بلا عذر شرعي.

(٢٣) اكتب الآبة التي تتعلق بالميراث–

بالطبع! الآية التي تتعلق بتفصيل **أحكام الميراث** هي الآية رقم **11**، **12**، و**١٧٦** من **سورة النساء**، وتُعد من أعظم الآيات التي نُظمت فيها المواريث بدقة وعدل.

لكن أشهرها وأوضحها هي:

📖**آية الميراث** (سورة النساء: **١١**):

"يوصيكم الله في أولادكم للذَّكر مثلُ حظِّ الأنثيين، فإن كن نساءً فوقَ اثنتين فلهنَّ ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدةً فلها النصف، ولأبويهِ لكلِّ واحدٍ منهما السُّدسُ ممَّا ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواهُ فلأمِّه الثُّلث، فإن كان له إخوة فلأمِّه السُّدس، من بعدِ وصيَّةٍ يوصي بها أو دينٍ، آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيُّهم أقرب لكم نفعًا، فريضةً من الله، إن الله كان عليمًا حكيمًا".

)سورة النساء، الآية ١١(

ما تحتويه هذه الآية:

- توضيح نصيب **الذكر والأنثى** في الميراث.
- بيان **ميراث الأبوين**)الأب والأم.(
- تنظيم حالات **وجود الأولاد** أو **عدم وجودهم**.
- التأكيد أن الميراث **فريضة من الله** وليس اجتهادًا بشريًا.

إذا تحب، أقدر أشرح لك معنى الآية بالتفصيل، أو أوضح كيفية تقسيم الميراث في حالات معينة (مثل وفاة الأب، أو إذا وُجد أبناء وبنات فقط). تحب؟

(٢٤) متى يحرم الاصطياد؟

سؤال جميل، ويُظهر اهتمامك بأحكام الشريعة في تفاصيل الحياة اليومية🤲

الإجابة عن **متى يحرم الصيد (الاصطياد)** لها حالات محددة في **القرآن والسنة**، وهي واضحة.

متى يحرم الاصطياد؟

📌**الصيد يكون حرامًا في الحالات التالية:**

🕋 **.1أثناء الإحرام** (في الحج أو العمرة)

- إذا كان المسلم **محرمًا بحج أو عمرة، يحرم عليه صيد البر** (الحيوانات البرية) سواءً لقتلها أو أكلها أو الإعانة عليها.

📖قال الله تعالى:

"يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم"...

(المائدة: ٩٥)

🔷 يشمل هذا:

- الصيد بنفسه،
- أو الإعانة عليه،
- أو الإشارة إليه.

!لكن:

- **صيد البحر** (كالسمك) جائز للمحرم.

📖قال تعالى:

"أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعًا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرمًا"...

(المائدة: ٩٦)

2.في الحرم المكي (سواء كنت محرمًا أو لا)

- حتى لو لم تكن محرمًا، **الصيد داخل حدود الحرم المكي حرام.**
- لأن **أرض الحرم لها حرمة خاصة،** لا يجوز قتل صيدها، ولا قطع شجرها.

📖قال النبي ﷺ عن مكة:

"إنها لم تُحل لأحدٍ قبلي، ولا تُحل لأحدٍ بعدي، وإنما أُحلّت لي ساعة من نهار، لا يُنفّر صيدها، ولا يُختلى خلاها"...

(رواه البخاري ومسلم)

3.إذا استُخدم في الصيد شيء محرّم

- كأن يصطاد الحيوان **بآلة محرّمة،** أو يُعذّب الحيوان بطريقة غير شرعية.
- أو يكون الصيد **بغير تذكية شرعية،** فلا يحل أكله.

(٢٥) ما المقصود بقوله تعالى: {الم}؟ اكتب مفصلا

الآية التي تسأل عنها هي من **أوائل سورة البقرة،** حيث قال الله تعالى:

{الم}

(سورة البقرة: ١)

ما المقصود بـ {الم}؟

{الم} تُسمى من **الحروف المقطّعة**، وهي حروف تبدأ بها بعض السور في القرآن الكريم.

📚**عدد السور التي تبدأ بالحروف المقطعة:**

- توجد **29سورة** في القرآن تبدأ بحروف مقطعة.
- مثل: {الم}، {حم}، {طس}، {يس}، {كهيعص}، وغيرها.

🧠**أقوال العلماء في تفسير {الم}:**

العلماء اختلفوا في معناها، لكنهم **أجمعوا أنها من القرآن المعجز**، ولها **حكمة عظيمة**، حتى وإن لم نعلم معناها بدقة. إليك أبرز الأقوال:

✔ **1.الله أعلم بمرادها)قول جمهور العلماء(**

- وهذا هو القول الراجح، وهو ما اختاره **ابن كثير** رحمه الله.
- قال:

"الصحيح أن **الله أعلم بمراده** من هذه الحروف".

- أي أننا **نؤمن بها كما هي**، من غير تأويل، ونعلم أنها من **الإعجاز القرآني**.

📖 **2.إشارة إلى أن هذا القرآن من نفس الحروف التي يتكلم بها العرب**

- كأن الله يقول:

"هذا القرآن مكوَّن من نفس الحروف التي تعرفونها (أ، ل، م)، ومع ذلك لا تستطيعون أن تأتوا بمثله".

❗وهذا من **التحدي والإعجاز**.

✍️ **3.اختصار لأسماء الله أو جُمل**

- بعض المفسرين رأوا أنها قد ترمز إلى أسماء أو معانٍ، مثل:
  - {الم} = أنا الله أعلم.
  - {كهيعص} = كاف، هاء، ياء، عين، صاد.
- لكن هذا القول **لا دليل قطعي عليه**، ولهذا توقف عنه كثير من العلماء.

🔍**في تفسير ابن كثير:**

قال ابن كثير في تفسير {الم}:

"هذا من المتشابه الذي **استأثر الله بعلمه**، وقد نقل عن أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي وغيرهم، أنهم قالوا :**لكل كتاب سر، وسر هذا الكتاب أوائل السور**".

✨**الحكمة منها:**

- إظهار **إعجاز القرآن**.
- إثبات أن **الكلام من عند الله**، رغم كونه بحروف معروفة.
- **لفت نظر السامع** عند بداية السورة.
- **إثبات عجز العرب** عن معارضة القرآن رغم معرفتهم بالحروف.

(٢٦) كيف فسر ابن كثير "المتشابه والمحكم"؟

سؤال دقيق ورائع، لأن فهم **المحكم والمتشابه** مهم جدًا لفهم القرآن الكريم، والتمييز بين الآيات التي نستطيع تفسيرها بسهولة، وتلك التي تحتاج إلى علم وتأمل أو التفويض لله تعالى.

📖**الآية التي ورد فيها "المتشابه والمحكم:"**

قال الله تعالى في سورة آل عمران:

"هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغٌ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا"...

(آل عمران: ٧)

📝**تفسير ابن كثير لـ "المحكم والمتشابه:"**

في تفسيره، فسر **ابن كثير** الآية على النحو التالي:

---

1. ✴**ما هو المحكم؟**

- قال ابن كثير:

المحكم: هو **الواضح البيّن المعنى**، الذي **لا يحتاج إلى تفسير**، مثل:

  - آيات الأحكام،
  - آيات الحلال والحرام،
  - والمواعظ،
  - والعقائد الظاهرة.

وهي ما يُسمى بـ **"أم الكتاب"**، أي الأصل الذي يُرجع إليه في التفسير.

---

2. ما هو المتشابه؟

- قال ابن كثير:

المتشابه: هو **ما لا يُعلم معناه بوضوح**، أو ما **يحتاج إلى تفسير وتدقيق**، أو ما **يُحتمل أكثر من معنى**.

من أمثلته:

- الحروف المقطعة (مثل: {الم}، {يس}).
- ما يتعلق **بصفات الله** مثل: {الرحمن على العرش استوى}.
- أو بعض أمور **الغيب** كأوقات الساعة، حقيقة الجنة والنار... إلخ.

---

3. موقف الناس من المتشابه:

- **الضالون وأهل الزيغ** :يتبعون المتشابه **طلبًا للفتنة**، مثل الزنادقة والباطنية.
- **الراسخون في العلم** :يؤمنون به كما هو، ويقولون:

"آمنا به، كل من عند ربنا".

ولا يخوضون في تفسير ما لا يعلمه إلا الله.

---

4. هل يعلم أحد تأويل المتشابه؟

- ذكر ابن كثير أن القراءة الصحيحة للآية توضح أن:

"وما يعلم تأويله إلا الله"

(ثم تقف عند "الله")، ثم" :**والراسخون في العلم يقولون آمنا به"**...

أي :**التأويل الكامل يعلمه الله وحده**، والراسخون لا يدّعون علمه، بل **يُسلّمون ويؤمنون**.

প্রশ্ন: ০১ কখন ইহরাম অবস্থায় শিকার করা হারাম ?

⬤ ১. ইহরামের অবস্থায় শিকার করা হারাম

আল্লাহ تعالى বলেন (সূরা আল-মায়েদা: ৯৫): "হে ঈমানদারগণ! তোমরা ইহরামের অবস্থায় শিকার করো না..."

ইবনে কাসির (রহ.) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন:

"আল্লাহ তাআলা ঈমানদারদের জন্য ইহরামের অবস্থায় শিকার করাকে হারাম করেছেন..."

- অর্থাৎ—হজ্ব বা উমরার ইহরামের অবস্থায় শিকার করা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ।

⬤ ২. হারাম এলাকার ভেতরে শিকার করা হারাম

নবী ﷺ বলেন: "নিশ্চয়ই আল্লাহ মক্কাকে হারাম করেছেন, এটা আমার আগে কাউকেও হালাল করেননি, আর আমার পরেও কাউকে হালাল করবেন না..."

ইবনে কাসির বলেন:

"হারাম এলাকায় প্রবেশকারী যদি ইহরামেও না থাকে, তবুও সে স্থানে শিকার করা হারাম।"

- অর্থাৎ—মক্কার পবিত্র সীমানা (হারাম এলাকা)-র মধ্যে শিকার করা নিষিদ্ধ, এমনকি ইহরামে না থাকলেও।

⬤ ৩. ইচ্ছাকৃতভাবে শিকার করলে কাফ্ফারা (জরিমানা)

আল্লাহ বলেন: "...তোমাদের মধ্যে কেউ যদি তা জেনে-শুনে করে, তবে সে শিকারের সমপর্যায়ের একটি জন্তুকে কোরবানি করবে..." (আল-মায়েদা: ৯৫)

ইবনে কাসির বলেন:

"যদি কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে ইহরামের সময় শিকার করে, তাহলে তাকে ফিদিয়া (কাফ্ফারা) দিতে হবে..."

✅ সারসংক্ষেপ (সংক্ষেপে)

ইবনে কাসির (রহ.)-এর ব্যাখ্যা অনুযায়ী শিকার হারাম হয়:

1. ইহরামের অবস্থায় (হজ্ব বা উমরা করার সময়)
2. হারাম এলাকার ভিতরে (মক্কা ও এর আশপাশের পবিত্র সীমানা)
3. ইচ্ছাকৃতভাবে শিকার করলে কাফ্ফারা দিতে হয়

প্রশ্ন: ০২ হজ ফরজ হওয়ার জন্য "استطاعة" (ক্ষমতা বা কি?

উত্তর:

🕋 হজ ফরজ হওয়ার শর্ত: "استطاعة" (সামর্থ্য)

আল্লাহ তাআলা বলেন:

﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ - سورة آل عمران: ٩٧

“মানুষের মধ্যে যার সামর্থ্য আছে, তার ওপর আল্লাহর জন্য এই ঘরের হজ করা ফরজ।”

✅ "استطاعة" (সামর্থ্য) বলতে কী বোঝায়?

"استطاعة" মানে হলো—শরীর, সম্পদ এবং নিরাপত্তার দিক থেকে হজ করার সক্ষমতা থাকা।
এই সামর্থ্য হজ ফরজ হওয়ার প্রধান শর্ত।

- استطاعة-এর বিভাগ ও ব্যাখ্যা:

১. শারীরিক সামর্থ্য (শরীরের সক্ষমতা)

ব্যক্তির শরীর সুস্থ ও সক্ষম হতে হবে যেন তিনি হজের কাজগুলো (তাওয়াফ, সাঈ, আরাফাতে অবস্থান ইত্যাদি) করতে পারেন।

- যদি কেউ স্থায়ীভাবে অসুস্থ বা অক্ষম হন, তাহলে:
  - নিজে হজ করবেন না;
  - বরং তিনি অন্য কাউকে নিজের পক্ষ থেকে হজ করাতে পারবেন (যাকে বলা হয়: হজ্ব-ই-বাদাল)।

২. আর্থিক সামর্থ্য (সম্পদের সক্ষমতা)

যথেষ্ট টাকা-পয়সা থাকতে হবে যেন:

- হজে যাওয়ার যাবতীয় খরচ বহন করতে পারেন (যেমন: যাতায়াত, থাকা, খাওয়া);
- এবং নিজ পরিবারের (স্ত্রী-সন্তানদের) খরচও রেখে যেতে পারেন।

- কারো যদি ঋণ থাকে বা নিত্যপ্রয়োজনীয় খরচের বাইরে কিছু না থাকে, তার ওপর হজ ফরজ নয়।

---

৩. নিরাপত্তার সামর্থ্য (নিরাপদ যাত্রা)

হজের রাস্তায় যদি চরম ঝুঁকি, যুদ্ধ, ডাকাতি, বা প্রাণের ভয় থাকে—তাহলে হজ ফরজ হবে না।

- হজ তখনই ফরজ হবে, যখন যাত্রা হবে নিরাপদ।

৪. মহিলাদের জন্য: মাহরাম (পুরুষ সঙ্গী) থাকা

নারীদের জন্য হজ ফরজ হওয়ার শর্ত হলো:

- তাঁর সঙ্গে একজন মাহরাম পুরুষ (যেমন: স্বামী, বাবা, ভাই, ছেলে) থাকতে হবে।

- যদি মাহরাম না থাকে, তাহলে—even যদি তার টাকা ও শরীর সুস্থ থাকে—তার জন্য হজ ফরজ নয়।

📝 **গুরুত্বপূর্ণ হাদীস:**

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: "হজ একবার ফরজ, এরপর অতিরিক্ত করলে তা নফল।"
📘 (মুসলিম, নাসাঈ)

- قال النبي ﷺ: يا أيها الناس، قد فُرض عليكم الحج فحجوا ".قال رجل: أكل عامٍ يا رسول الله؟ قال ﷺ: لو قلتُ نعم لوجبت، ولما استطعتم" رواه مسلم (١٣٣٧)

- অর্থ: হে মানুষ! তোমাদের উপর হজ ফরজ করা হয়েছে, অতএব হজ করো। এক সাহাবি জিজ্ঞেস করলেন: প্রতি বছর কি হজ করতে হবে? নবী ﷺ বললেন: আমি যদি হ্যাঁ বলতাম, তবে তা ফরজ হয়ে যেত, অথচ তোমরা তা করতে পারতে না।

- **ইবনে কুদামা (الحنبلي) বলেন:**

المغني 3/188" (من كان مريضًا لا يرجى برؤه، أو عاجزًا لكبر، وجب عليه أن يُنيب من يحج عنه".)

- বাংলা: যদি কেউ এমন অসুস্থ বা দুর্বল হন যিনি সুস্থ হবেন না, তাহলে অন্য কাউকে নিজের পক্ষ থেকে হজ করানো ফরজ।

প্রশ্ন : ০৩ "المحبّة" (ভালোবাসা) এর অর্থ কি, কত প্রকার?

💗 المحبّة— ভালোবাসা কী?

المحبّةশব্দটি আরবি, যার অর্থ:

ميلُ القلبِ إلى ما يوافقه ويُرضيه.

- অর্থ: মন বা হৃদয়ের এমন ঝোঁক বা আকর্ষণ, যা কোনো কিছুতে আনন্দ, প্রশান্তি ও সন্তুষ্টি খুঁজে পায়।

✅ المحبّة(ভালোবাসা)-এর প্রকারভেদ:

উলামায়ে কেরাম (বিশেষ করে ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম المحبة (الله رحمه-কে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করেছেন। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পাঁচটি নিচে তুলে ধরা হলো:

---

❶ محبة الله– আল্লাহর জন্য ভালোবাসা

- এটি ঈমানের মূল ভিত্তি।
- قال الله تعالى :﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ﴾ [سورة البقرة: 165]
- বাংলা: "ঈমানদাররা আল্লাহর প্রতি অধিক ভালোবাসা রাখে।"

➡️ এই ভালোবাসা মানে হলো — আল্লাহর আদেশ মানা, তাঁর রাসূলের অনুসরণ করা, এবং তাঁর নিষেধ থেকে দূরে থাকা।

---

❷ محبة في الله– আল্লাহর জন্য কারো প্রতি ভালোবাসা

قال النبي ﷺ :ثلاثٌ من كُنَّ فيه وجَدَ بهنَّ حلاوةَ الإيمانِ: ... أن يحبَّ المرءَ لا يحبُّه إلا للهِ"...

[📘 صحيح البخاري 16، مسلم 43]

- বাংলা: "তিনটি জিনিস যার মধ্যে থাকবে, সে ঈমানের স্বাদ পাবে... তার মধ্যে একটি হলো— কাউকে ভালোবাসবে কেবল আল্লাহর জন্য।"

➡️ এই ভালোবাসা হলো – ইমানদার ভাইদের ভালোবাসা, দ্বীন ও তাকওয়ার ভিত্তিতে।

---

❸ محبة طبيعية– স্বাভাবিক ভালোবাসা

যেমন: পিতামাতা, স্ত্রী, সন্তান, বন্ধুর প্রতি ভালোবাসা।

◆ قال الله تعالى:﴿زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ﴾ ...14 :سورة آل عمران ﴿]

◆ এই ভালোবাসা প্রাকৃতিক, এবং ইসলাম এটাকে স্বীকৃতি দেয়, যতক্ষণ না তা আল্লাহর ভালোবাসার উপর অগ্রাধিকার পায়।

❹ محبة محرّمة– হারাম ভালোবাসা

যেমন: হারাম সম্পর্ক, ব্যভিচার, গান-বাজনা, মাদক প্রভৃতির প্রতি প্রেম বা আকর্ষণ

-قال الله تعالى﴿قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي)- آل عمران: 31

◆ যারা আল্লাহর ভালোবাসার দাবি করে কিন্তু তাঁর আদেশ মানে না, তাদের ভালোবাসা মিথ্যা ও হারাম।

❺ محبة الشركية– শিরকপূর্ণ ভালোবাসা

◆ কারো প্রতি এমন ভালোবাসা রাখা, যা শুধু আল্লাহর জন্য হওয়া উচিত।

◆ যেমন: কোনো পীর, নবী বা মৃত ব্যক্তির প্রতি এমন ভালোবাসা যা তাকে সাহায্য চাওয়ার, কুরবানি দেওয়ার, দোয়া করার স্তরে নিয়ে যায়।

قال الله تعالى عن المشركين: ﴿يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ﴾ -البقرة: 165

অর্থ: "তারা তাদেরকে (মূর্তিকে) ভালোবাসে যেমন তারা আল্লাহকে ভালোবাসে।" এই ধরনের ভালোবাসা শিরক ও ঈমান ধ্বংস করে দেয়।

প্রশ্ন: ০৪ শপথ ভঙ্গের কাফফারা কি? (السوال: ما كفارة اليمين؟)

✋ يمين(قسم) অর্থ يمينঅর্থ: শপথ করা। কোনো ব্যক্তি যদি আল্লাহর নামে শপথ করে (যেমন: "আল্লাহর কসম, আমি এটা করব" বা "করব না") — তারপর যদি সেই শপথ ভেঙে ফেলে, তাহলে তার উপর " كفارة اليمين" (শপথ ভঙ্গের কাফফারা) ফরজ হয়। আল্লাহ تعالى বলেন:

﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَـٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ (سورة المائدة: ٨٩)

◆ كفارة اليمين(يمين ভঙ্গের কাফফারা) তিনটি পর্যায়ে হয়:

🟢 প্রথম পর্যায় — তিনটি বিকল্পের যেকোনো একটিকে পূরণ করতে হবে:

❶ দশজন গরিবকে খাওয়ানো

- যেমন: প্রতিজনকে দুপুর বা রাতের একবেলা খাবার (যা নিজের পরিবারকে খাওয়ানো হয়)।
- أو:

❷ দশজন গরিবকে কাপড় দেওয়া

- পরিপূর্ণ পরিধানযোগ্য পোশাক, যেমন: জামা ও লুঙ্গি, বা পোশাকের সেট।

❸ একজন দাস মুক্ত করা

- আজকের যুগে প্রযোজ্য নয়, কারণ দাসপ্রথা বিদ্যমান নেই।

- উপরের তিনটির মধ্যে যেটা সহজ হয়, তা পালন করতে হয়।

🔴 যদি কেউ এই তিনটির কোনো একটি করতেও অক্ষম হয়, তবে:

❹ তিন দিন রোযা রাখা

- টানা বা বিচ্ছিন্ন — দুই মতই আছে।
- ইবন কাসীর বলেন:

"فمن لم يجد واحدة من هذه الثلاث، فليصم ثلاثة أيام"

📝 উদাহরণ: কেউ যদি বলে:"আল্লাহর কসম, আমি ওখানে যাব না" — তারপর গেলে, তখন يمين ভেঙে গেল।

এখন তাকে কাফফারা দিতে হবে।

❗ **গুরুত্বপূর্ণ হাদীস:**

- قال النبي ﷺ :صحيح مسلم 1650"- من حلف على يمين، فرأى غيرها خيرًا منها، فليكفّر عن يمينه، وليفعل الذي هو خير".

"কেউ যদি শপথ করে, কিন্তু দেখে অন্যটি উত্তম, তাহলে শপথের কাফফারা দিক এবং উত্তম কাজটিই করুক"।

প্রশ্ন: ০৫ বদরের যুদ্ধ কখন ও কেন সংঘটিত হয়েছিল? () السوال: متى ولم وقعت غزوة بدر؟

উত্তর:

- ১৭ই রমজান, ২ হিজরি সালে
- খ্রিস্টীয় সাল অনুযায়ী: ১৩ই মার্চ, ৬২৪ খ্রিস্টাব্দ
- এটি ছিল ইসলামি ইতিহাসের প্রথম ও গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ।

📍 যুদ্ধ কোথায় হয়েছিল?

- বদর নামক স্থানে — এটি মদীনা ও মক্কার মাঝামাঝি একটি অঞ্চল, মদীনা থেকে প্রায় ১৫০ কিমি দূরে।

বদর যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার কারণ:

১. মক্কার কুরাইশরা মুসলিমদের ওপর জুলুম করেছিল

- তারা মুসলিমদের ঘরবাড়ি ছিনিয়ে নিয়েছিল, সম্পদ লুট করেছিল, ও তাদের হিজরত করতে বাধ্য করেছিল।

২. নবী ﷺ একটি কাফেলা আটকাতে চেয়েছিলেন

- আবু সুফিয়ান মক্কা থেকে সিরিয়া গিয়েছিলেন বাণিজ্যের জন্য। ফেরার পথে নবী ﷺ মুসলিমদের নিয়ে কাফেলাটি আটকাতে যান।

৩. কুরাইশরা যুদ্ধের জন্য বাহিনী পাঠায়

- আবু সুফিয়ান কাফেলাটি রক্ষা করে কুরাইশকে যুদ্ধের জন্য ডাক দেয়।
- তারা প্রায় ১০০০ সৈন্য নিয়ে মদীনার দিকে আসে, এবং বদরে এসে মুসলিমদের সাথে যুদ্ধ শুরু করে।

যুদ্ধে কী হয়েছিল?

মুসলিম বাহিনী	কুরাইশ বাহিনী
৩১৩ জন	প্রায় ১০০০ জন

- মুসলিমদের সংখ্যা কম হলেও, আল্লাহর সাহায্যে তারা বিজয় লাভ করে।
  - কুরাইশদের ৭০ জন নিহত হয় এবং ৭০ জন বন্দি হয়।
  - মুসলিমদের ১৪ জন শহীদ হন।

কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ﴾

"আর নিশ্চয়ই আল্লাহ বদরের যুদ্ধে তোমাদের সাহায্য করেছিলেন, যখন তোমরা ছিলে দুর্বল।"

সংক্ষেপে বদরের যুদ্ধের ফলাফল:

- মুসলিমদের প্রথম বড় বিজয়
- মক্কার কুরাইশদের অহংকার চূর্ণ হয়
- মুসলিমদের মর্যাদা ও সাহস বেড়ে যায়
- ইসলামের প্রতি শ্রদ্ধা ও আগ্রহ বৃদ্ধি পায়

السوال اكتب أية ا لتيمم ؟ ما هو حكم على مسح الرأس وما مقداره؟

প্রশ্ন:০৬ তায়াম্মুমের আয়াত, ওজুর সময় মাথা মাসাহ (মুছে দেওয়া)-এর হুকুম ও পরিমাণ লেখ।

উত্তর: তায়াম্মুমের আয়াত আল্লাহ তাআলা বলেন:

﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ﴾

অর্থ: "তোমরা যদি পানি না পাও, তবে পবিত্র মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করো — এবং তোমাদের মুখমণ্ডল ও হাত মাসাহ করো।"

🧴 দ্বিতীয়ত: মাথা মাসাহ করার হুকুম

📌 মাথা মাসাহ করা ওজুর ফরজ অংশ।

🔸 আল্লাহ বলেন:

﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾
📖 [সূরা মায়িদাহ: ৬]

🔹 অর্থ: "তোমরা তোমাদের মাথা মাসাহ করো।"

📌 এই আয়াত থেকে স্পষ্ট যে, মাথা মাসাহ না করলে ওজু হবে না।

📏 তৃতীয়ত: মাথা মাসাহ করার পরিমাণ (কতটুকু মাসাহ করতে হবে)?

⚖️ বিভিন্ন মাজহাব অনুযায়ী মাসাহের পরিমাণ:

❶ হানাফি মাজহাব:

🔸 মাথার ১/৪ অংশ মাসাহ করা ফরজ।

- দলিল:

  حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه:

"أن النبي ﷺ مسح على ناصيته وعلى العمامة."
📘 [সহীহ মুসলিম]

🔹 "নবী ﷺ কপালের সামনের অংশ ও পাগড়ির ওপর মাসাহ করেছেন।"

➡️ নাসিয়াহ = মাথার সামনের একাংশ = ১/৪ অংশ

❷ মালিকি মাজহাব:

🔸 সম্পূর্ণ মাথা মাসাহ করা ফরজ।

- ইমাম মালিক رحمه الله বলেন:

"لا يُجزئ إلا مسح جميع الرأس."

🔹 অর্থ: "সম্পূর্ণ মাথা মাসাহ করা ছাড়া ওজু সহীহ হবে না।"

❸ শাফেয়ি মাজহাব:

🔸 মাথার যে কোনো সামান্য অংশ (একটি চুল বা তারও কম) মাসাহ করলেই যথেষ্ট।

- দলিল: কুরআনের ﴿بِرُءُوسِكُمْ﴾— এখানে "باء" বর্ণটি تَبْعِيض (অংশবিশেষ) বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে।

---

❹ হাম্বলি মাজহাব:

- মাথার পুরো অংশ মাসাহ করতে হবে। দলিল:

حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه :أن رسول الله ﷺ مسح برأسه، فأقبل بيديه وأدبر.

- অর্থ: নবী ﷺ দুই হাত সামনে থেকে মাথার পেছন পর্যন্ত টানলেন, তারপর আবার সামনে ফিরিয়ে আনলেন। হাদীস দ্বারা প্রমাণিত মাসাহের পদ্ধতি:

1. দুই হাত পানিতে ভিজানো
2. দুই হাত মাথার সামনের দিক (কপাল) থেকে শুরু করে ঘাড় পর্যন্ত টেনে নেওয়া
3. এরপর আবার ঘাড় থেকে সামনের দিকে ফেরানো

- এভাবে নবী ﷺ মাসাহ করতেন।

﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾

প্রশ্ন: ০৭ কখন হজ্ব ওয়াজিব হয়? (السوال: متى يجب الحج؟)

উত্তর:

হজ ইসলামি ধর্মের পাঁচটি স্তম্ভের একটি এবং এটি একজন মুসলিমের উপর একবার জীবনকালে ফরজ। তবে হজ ফরজ হওয়ার জন্য কিছু শর্ত পূরণ করতে হয়:

📝 হজ ফরজ হওয়ার শর্তসমূহ:

1. মালিকানার ক্ষমতা (অর্থনৈতিক সক্ষমতা):
    - যে ব্যক্তি নিজের ভ্রমণ, থাকা, খাওয়ার ও অন্যান্য খরচ বহন করতে সক্ষম, তার উপর হজ ফরজ।
2. শরীরিক সক্ষমতা (শারীরিক সক্ষমতা):
    - যে ব্যক্তি শারীরিকভাবে হজের রীতি পালন করার জন্য সক্ষম, তার উপর হজ ফরজ।
3. সাংবাদিকতা ও নিরাপত্তা:
    - যে ব্যক্তি নিরাপদভাবে মক্কায় যেতে পারে এবং সেখানে কোনো ধরনের বিপদ বা ঝুঁকি নেই, তার উপর হজ ফরজ।

📖 কুরআন থেকে দালিল: আল্লাহ তাআলা বলেন:

﴿وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّـهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ وَالْفَقِيرَ﴾ سورة الحج-٢٧.

এছাড়াও, নবী ﷺ বলেন: "হে মানুষ! আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপর হজ ফরজ করেছেন, তাই তোমরা হজ পালন করো।" 📘 [সহীহ মুসলিম]

সারসংক্ষেপ:

- হজ ফরজ হয়: যখন ব্যক্তি আর্থিক ও শারীরিকভাবে সক্ষম এবং নিরাপদভাবে মক্কায় যাওয়া সম্ভব হয়।

▪ সূরা আলে ইমরান: তাফসির ইবনে কাসীর অনুযায়ী প্রশ্ন ও উত্তর

---

(١) اكتب وجه تسمية سورة ال عمران

প্রশ্ন-০১ : সূরা آل عمران-এর নামকরণ সম্পর্কে লেখ।

او : ما هُوَ الْوَجْهُ لِتَسْمِيَةِ السُّورَةِ آل عمران.

অথবা, সূরা ইমরানের নামকরণ কী?

وجه التسمية لسورة آل عمران

- **آل عمران নামকরণের কারণ:**

সূরা আলে ইমরানকে উক্ত নামে নামকরণ করা হয়েছে উক্ত সূরাতে বর্ণিত آلِ عِمران শব্দ থেকে। এ সূরার ৩৩নং আয়াতে عمران সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ উল্লিখিত আয়াতে آل عمران বা ইমরানের বংশধরদের সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে বিধায় সূরাটির নাম آل عمران রাখা হয়েছে।

ইমরান দ্বারা উদ্দেশ্য: অত্র আয়াতে ইমরান বলতে কাকে বুঝানো হয়েছে, এ সম্পর্কে আলেমদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। যথা-

১. কতিপয় আলেমের মতে, এখানে ইমরান বলতে মূসা (আ) ও হারুন (আ)-এর পিতা ইমরান ইবনে ইয়াসহারকে বুঝানো হয়েছে। কেননা, মূসা (আ) ছিলেন ইমরান বংশের (তথা বনী ইসরাইলের মধ্যে) শ্রেষ্ঠতম নবী।

আবার কতিপয় মুফাসসিরের মতে, ইমরান বলতে ঈসা (আ)-এর মাতা মারইয়াম-এর পিতা ইমরান ইবনে মাছানকে বুঝানো হয়েছে। যেমন আল-কুরআনে আল্লাহ إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا . সুতরাং এতে বুঝা যায় যে, ال عمران দ্বারা মারইয়াম (আ)-এর পিতাকেই বুঝানো হয়েছে। এ মতটিই অধিক গ্রহণযোগ্য ও প্রসিদ্ধ।

প্রকাশ থাকে যে, ঈসা (আ) হলেন ইমরান ইবনে মাছানের বংশের শ্রেষ্ঠ নবী। আর উভয় ইমরানই ইয়াকুব (আ) তথা ইসরাইলের বংশধর। সে হিসেবে বনী ইসরাইল বংশের প্রথম নবী হলেন ইউসুফ (আ) এবং শেষ নবী হলেন ঈসা (আ)। আল্লামা যামাখশারি (র(الْكَشَافُ تفسير-এর মধ্যে উল্লেখ করেছেন, দু'ইমরানের মাঝে আঠারো'শ বছরের ব্যবধান ছিল।

(٢) لَمْ قَالَ اللهُ تَعَالَى : نَزَّلَ الْكِتَابِ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيل؟

প্রশ্ন-০২: আল্লাহ কুরআনের ক্ষেত্রে نزل এবং توراة ও إنجيل-এর ক্ষেত্রে أنزل বলার কারণ কী?

উত্তর ॥ কুরআনের ক্ষেত্রে نزل এবং বাকিগুলোর ক্ষেত্রে أنزل বলার কারণ: মহান রাব্বুল আলামিন আল-কুরআনের ক্ষেত্রে نَزَّلَ الْكِتَاب এবং তাওরাত ও ইঞ্জিলের وَأَنْزَلَ التَّوراة والانجيل - (ان تنزيل نَزَلَ বাবে تفعيل থেকে এবং أنزل এসেছে إنزال তথা বাবে إفعَال থেকে। আর 5 أنزل এবং تنزيل-এর মাঝে পার্থক্য রয়েছে। تنزيل-এর বৈশিষ্ট্য হলো, تدريج তথা ধীরে ধীরে কোনো জিনিস অবতীর্ণ হওয়া। আর إنزال হলো কোনো জিনিস دَفْعَةً وَاحِدَةً বা একত্রে অবতীর্ণ হওয়া। যেহেতু কুরআনুল কারিম রাসূল (স)-এর নবুয়তের ২৩ বছরে প্রয়োজন অনুসারে ধীরে ধীরে অবতীর্ণ হয়েছে, তাই আল-কুরআনের ক্ষেত্রে বাবে تفعيل-এর সিগাহ نزل ব্যবহার করা হয়েছে। আর যেহেতু তাওরাত ও ইঞ্জিল একত্রে অবতীর্ণ করা হয়েছে, তাই তাদের ক্ষেত্রে বাবে إفعال-এর সিগাহ أنزل বলা হয়েছে।

উল্লেখ্য, আল-কুরআনের ক্ষেত্রে نزل-এর মতো أنزل শব্দও ব্যবহার হয়ে থাকে। যেহেতু কুরআন লাওহে মাহফুজ থেকে দুনিয়ার আকাশে একত্রে অবতীর্ণ হয়েছে। তা ছাড়া প্রতি রমযান মাসে জিবরাঈল (আ) রাসূল (স)-কে পূর্ণ কুরআন একবার করে তেলাওয়াত করে শোনাতেন। তাই কুরআনের ক্ষেত্রেও أنزل বলা সঠিক হয়েছে। الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ –

(٣) التَّفْسِيرُ بِالرِّوَايَةِ مَا هِيَ ؟

প্রশ্ন-০৩ : التَّفْسِيرُ بِالرِّوَايَةِ কাকে বলে?

উত্তর: التَّفْسِيرُ بِالرِّواية পরিচিতি:

ক. আভিধানিক অর্থ : الرواية শব্দটি বাবে ضرب - يَضْرِبُ-এর মাসদার। অভিধানে এর অনেক অর্থ পাওয়া যায়। যথা- ১. বর্ণনা করা। ২. উদ্ধৃত করা। সুতরাং التَّفْسِيرُ بِالرِّوَايَةِ -এর অর্থ হাদিস দ্বারা তাফসির। কুরআনুল কারিমের আয়াতসমূহের তাফসির হাদিস দ্বারা করাকে التفسير بالرواية বলে। এর অপর التَّفْسِيرُ الْمَأْثُور ।

খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা: উক্তি পাওয়া যায়। যথা-: التفسير بالرواية-এর পরিচয় প্রসঙ্গে আলেমদের বিভিন্ন

১. মুহাম্মদ আলি আস-সাবুনি বলেন, আল্লাহর বাণীসমূহের উদ্দেশ্য বর্ণনায় কুরআন, সুন্নাহ ও সাহাবিগণের কথামালায় যা এসেছে তা বর্ণনা করাকে আত-তাফসির বিল মাসূর বলে। তিনি তাবেয়িদের বর্ণনাকে তাফসিরের বর্ণনার পর্যায় অন্তর্ভুক্ত করেননি। তবে অধিকাংশ আলেম তাবেয়িদের বর্ণনাকেও التفسير بالرواية -এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

২. ড. যফযাফ বলেন, মাসূর হচ্ছে যা নবী (স), সাহাবি ও তাবেয়িদের নিকট থেকে বর্ণনা করা হয়।

৩. অধ্যাপক আহমদ আমিন বলেন, মাসূর বলতে আমরা নবী (স), সাহাবি, তাবেয়িগণের থেকে বর্ণিত তাফসিরের বর্ণনাকেই বুঝি। যেমন- সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিমে বর্ণিত হাদিসের ন্যায়।

৪. ড. মান্নাউল কাত্তান বলেন, তাফসির বিল মাসূর হলো ঐ তাফসির যা পরস্পর সহিহ রেওয়ায়াতে বর্ণিত, যা কুরআন দ্বারা, হাদিস দ্বারা, সাহাবিদের কথার দ্বারা বা প্রখ্যাত তাবেয়িদের কথার দ্বারাও হতে পারে।

৫. ড. সুবহি সালিহ বলেন, সাহাবি, তাবেয়ি ও তাবে তাবেয়িগণের প্রতি সম্পর্কিত তাফসিরকে তাফসির বিল মাসূর বলে।

(٤) مَا الْفَرْقُ بَيْنَ التَّفْسِيرِ بِالرِّوَايَةِ وَالتَّفْسِيرِ بِالدِّرَايَةِ؟

প্রশ্ন-০৪ : তাফসির বির রিওয়াহ ও দিরায়াহ-এর মাঝে পার্থক্য কি

তাফসির বির রিওয়াহ ও দিরায়াহ-এর মাঝে পার্থক্য :

الدراية و التفسير بالرّوَايَة ও মাঝে যে পার্থক্য রয়েছে তা নিম্নরূপ-

ক. সংজ্ঞাগত পার্থক্য:

১. تفسير بالرواية : التَّفْسِيرُ **بِالرِّوَايَةِ** তথা বর্ণনামূলক তাফসির হলো ঐ তাফসির, যা কুরআন, সুন্নাহ ও সাহাবিদের বর্ণনায় تَفْسِيرُ الْقُرْآنِ بِالْمَأْثُورِ عَنِ الصَّحَابَةِ | تَفْسِيرُ الْقُرْآنِ بِالسِّنَّةِ تَفْسِيرُ الْقُرْآنِ بِالْقُرْآنِ * বর্ণনামূলক তাফসির।

২. تفْسِيرُ بالدراية : التَّفْسِيرُ بالدراية বলতে বুঝায় ঐ তাফসির যা কোনো মুজতাহিদ নিজস্ব প্রবৃত্তির অনুসারী না হয়ে নিজস্ব খেয়াল খুশিমত ব্যাখ্যা না করে, সহিহ নিয়ম ও সঠিক নিয়মনীতির ওপর ভিত্তি করে সত্য উদঘাটনের নিমিত্তে ইজতিহাদের ভিত্তিতে প্রদান করে। এর অপর নাম تَفْسِيرُ بِالرأي

খ. বিধানগত পার্থক্য:

تفسير بالرواية-এর হুকুম : এ ধরনের তাফসির যদি কুরআনের অন্য আয়াত দ্বারা হয় তাহলে তা অকাট্যভাবে গ্রহণযোগ্য। যাতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। আর যদি হাদিস ও সাহাবিদের দ্বারা হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে সনদের বিশুদ্ধতা অপরিহার্য: সনদ বিশুদ্ধ হলে তা সন্দেহাতীত ভাবে কাছির গ্রহণযোগ্য হবে।

ইমাম ইবনে (রা) বলেন-

إِنَّ أَكْثَرُ التَّفْسِيرِ بِالْمَاذُورِ قَدْ سَرَى إِلَى الرُّوَاةِ فَيَنْبَغِي إِذَا النَّبَتِ مِنَ الرّوَايَةِ

تفسير بالدراية .এর হুকুম :

تَفْسِيرُ بِالدِّرَايَةِ জায়েয কি-না, তাতে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। ক. জুমহুরের মতে, মুজতাহিদ যদি ২ তথা ভাষায় পণ্ডিত হন, নাহুশাস্ত্রে অভিজ্ঞ হন, ফিকহশাস্ত্রে পারদর্শী হন এবং কুরআন, হাদিস ও ইজমার ওপর ভিত্তি করে

তাফসির করেন, তাহলে তাঁর তাফসির বৈধ হবে। অন্যথায় সঠিক মতামত দিলেও তা তাঁর জন্যে গুণাহের কারণ হবে। যেমন রাসূল (স) বলেন-

مِنَ النَّارِ. مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ برايه فليتبوأ مقعده من فقد أخطأ. مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِرَأيِهِ فَأَصَابَ فقدا تفسير بالرأي .

খ. কতিপয় ওলামায়ে কেরামের মতে, تفسير بالرأي যায়েজ নয়।

(٥) اكْتُبْ خَمْسَ خَصَائِصَ لِلتَّفْسِيرِ بِالرِّوَايَةِ.

প্রশ্ন-০৫ : তাফসীর বির রিওয়ায়াহ-এর পাঁচটি বৈশিষ্ট্য লিখ।

উত্তর : **তাফসির বির রিওয়ায়া এর পাঁচটি বৈশিষ্ট্য (**خَمْسَ خَصَائِصَ لِلتَّفْسِيرِ بِالرِّوَايَةِ**) :**

تفسير بالرواية-এর স্বতন্ত্র কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে। তন্মধ্যে নিম্নে পাঁচটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হলো-

.. تَفْسِيرُ الْقُرْآنِ بِالْقُرْآنِ

কুরআনের তাফসির কুরআন দ্বারা: যদিও ইবনে কাছির (র) তাঁর তাফসিরের অধিকাংশ আয়াতের তাফসির হাদিসের দলিল উপস্থাপনের মাধ্যমে করেছেন। তথাপিও কিছু কিছু ক্ষেত্রে আয়াতে কারিমার তাফসিরের সমর্থনে আল-কুরআনের আয়াত উল্লেখ করেছেন।

.. ذكر أقوال الصحابة

সাহাবিদের বক্তব্য উপস্থাপন তিনি অনেক আয়াতের ব্যাখ্যায় সাহাবিদের মতামত উল্লেখ করেছেন। তাবেয়িনের মতামতও তিনি উল্লেখ করেছেন।

. الْوَاقِعَةُ الْمُتَعَلَّقَةُ بِالْآيَةِ

আয়াত সংশ্লিষ্ট ঘটনা: আল্লামা ইবনে কাছির (র) আয়াতের সাথে সংশ্লিষ্ট সম্পূর্ণ ঘটনাবলি উল্লেখ করেছেন। অবশ্য ঘটনাগুলো সহিহ হাদিস দ্বারা সমর্থিত। কারণ, আয়াত সম্পর্কিত ঘটনাবলির ধারণা না থাকলে আয়াতে কারিমার মর্ম উপলব্ধি সম্ভব নয়। এজন্যে তিনি সব ঘটনা বর্ণনা করেছেন।

.. ذكر الأدلة النقلية

নকলি দলিল উপস্থাপন। তিনি সমস্ত মতামত, দর্শন, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে الأبلة النقلية)নকলি দলিল) উপস্থাপন করেছেন। কারণ সলিল ছাড় যথার্থভাবে মর্ম বুঝা যায় না। এজন্যে তিনি সেগুলোকে অভিনব পদ্ধতিতে যুক্তির নিরিখে তুলে ধরেছেন।

.. ذكر الأحكام من القرآن

আল-কুরআনের বিধি-বিধান আলোচনা। আল-কুরআনের পাঁচশ আয়াতের মাধ্যমে ইসলামি শরিয়তের বিধানবলি সাব্যস্ত হয়েছে। সেগুলোর পূর্ণাঙ্গ আলোচনা তাফসিরে ইবনে কাছিরে উল্লেখ করা হয়েছে।

(٦) أَكْتُبْ خَمْسَ خَصَائِصُ لِتَفْسِيرِ ابْنِ كَثِيرٍ

প্রশ্ন-০৬ : তাফসিরে ইবনে কাছিরের পাঁচটি বৈশিষ্ট্য লেখ।

خَمْس خَصَائِصَ لِتَفْسِيرِ لِابْنِ كَثِيرٍ

তাফসিরে ইবনে কাছিরের পাঁচটি বৈশিষ্ট্য: আল্লামা ইবনে কাছির (র) কর্তৃক রচিত সুপ্রসিদ্ধ কিতাব تفسِيرُ ابْنِ كَثِيْرٍ-এর স্বতন্ত্র কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে। তন্যধ্যে নিচে পাঁচটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হলো-

التَّفْسِيرُ بِالْمَأْثُورِ হিসেবে প্রসিদ্ধ তাফসিরে ইবনে কাসির এর বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো এটি হাদিস ভিত্তিক লিখিত। তিনি প্রত্যেক আয়াতের তাফসিরের সমর্থনে সনদসহ হাদিস বর্ণনা করেছেন।

ذِكْرُ الْآيَاتِ ثُمَّ تَفْسِيرُهَا

আয়াতের পরে তাফসির উল্লেখ তাফসিরে ইবনে কাছিরের বৈশিষ্ট্য হলো, প্রথমে আয়াত উল্লেখ করা হয়েছে পরে আয়াতের ব্যাখ্যা ও সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রশ্নের সমাধান দিয়েছেন। যা অনুসন্ধিৎস্যু সকল পাঠকের হৃদয় জয় করে নিয়েছে।

اظهار المراد

আয়াতের উদ্দেশ্য বর্ণনা: আল্লামা ইবনে কাছির (র) রচিত তাফসিরে ইবনে কাছিরের বৈশিষ্ট্য হলো, তিনি প্রথমে আয়াতের অর্থ উল্লেখ করেছেন পরে ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। সবশেষে আয়াত দ্বারা আল্লাহর কী উদ্দেশ্য? তার যৌক্তিক বর্ণনা দিয়েছেন।

ذِكْرُ أَقوالِ الصَّحَابَةِ .

সাহাবিদের বক্তব্য উপস্থাপন তিনি অনেক আয়াতের ব্যাখ্যায় সাহাবিদের মতামত উল্লেখ করেছেন। তাবেয়িনদের মতামতও তিনি উল্লেখ করেছেন।

ذِكْرُ الْأَدِلَّةِ التَّقْلِيةِ ..

নকলি দলিল উপস্থাপন তিনি সমস্ত মতামত, দর্শন, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে

الأدلة النقلية

(নকলি দলিল) উপস্থাপন করেছেন। কারণ দলিল ছাড়া যথার্থভাবে মর্ম বুঝ যায় না। এজন্যে তিনি সেগুলোকে অভিনব পদ্ধতিতে যুক্তির নিরিখে তুলে ধরেছেন।

(٧) مَا مَعْنَى الْمُحْكَمِ وَالْمُتَشَابِهِ ؟ لِمَ قَبْلَ لِلْمُحْكَمَاتِ هُنَّ أُمَّ الْكِتَابِ ؟

প্রশ্ন-০৭ : মুহকাম ও মুতাশাবিহ এর অর্থ কি? মুহকাম আয়াতগুলোকে কেন "উম্মুল কিতাব" (কিতাবের মূল) বলা হয়?

উত্তর: ॥ المحكم পরিচিতি:

اسْمِ مَفْعُول وَاحِدٍ مُذَكَرُ إفْعَال; এর শাব্দিক অর্থ- مُتْبَتْ - مُتَيَقَن তথা সুদৃঢ়, মজবুত।

আল্লাহ তায়ালা বলেন-

كِتَابُ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فَصلَتْ

খ. পারিভাষিক অর্থ: মুফাসসিরদের পরিভাষায় مُحْكَمْ হলো-

الْمُحْكَمُ هُوَ مَا حَفِظَ مِنَ الْإِحْتِمَالِ وَالْإِشْتِبَاهِ.

অর্থাৎ, যা সন্দেহ ও একাধিক অর্থ থেকে মুক্ত এবং সহজবোধগম্য, তাকে مُحْكَمْ বলে।
قِيلَ هُوَ مَا لَا يَحْتَمِلُ النُّسْحَ وَالتَّبْدِيلَ الْمُتَشَابِهِ

تفاعل : متشابه مُذَكَّرُ وَاحِدٍ فَاعِل اسم মাসদার النشابة: এর অর্থ- অস্পষ্ট, সন্দেহযুক্ত। যেমন আল্লাহর تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ .

খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা: পরিভাষায় متشابه হলো-

1- عند الأصوليين الْمُتَشَابِهُ مَا لَمْ يَطَّلِعُ عَلَى مُرَادِهِ

২- قال الزمخشري : الْمُتَشَابِهُ مَا يَحْتَمِلُ الْإِسْتِبَاه

3- قَالَ الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ : الْمُتَشَابِهُ مَا يَحْتَمِلُ مَعَانٍ كَثِيرَةً

অর্থাৎ, যার অর্থ, অস্পষ্ট সন্দেহযুক্ত এবং একাধিক অর্থজ্ঞাপক, তাকেই বলা হয়।

যেমন ঈসা (আ) সম্পর্কে আল্লাহর বাণী إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ أَدَمَ তদ্রূপ ঈসা (আ) সম্পর্কে আল্লাহর বাণী كَلِمِنْ أَلْقَاهَا إِلَى مَوْيَمَ وَرُوحٍ مِنْهُ . ام الْكِتَابِ - محكم বলার কারণ : مُحْكَمَات -কে أَمَّ الْكِتَابِ বলার কারণ হলো-

১. যেহেতু مُتشابه-এর অর্থ অস্পষ্ট, হওয়ায় তাকে বৈ-এর প্রতি প্রত্যাবর্তন করতে হয়, তাই أُمَّ الْكِتَابِ - مُحْكَمْ বলা হয়েছে। যেমন আল্লামা যামাখশারি (র) বলেন- هُنَّ أَصْلُ الْكِتَابِ لِأَنَّهُ تَحْمَلُ الْمُتَشَابِهَاتُ عَلَيْهَا وَتَرَدَّ إِلَيْهَا.

২. محكَم-এর অর্থ সুস্পষ্ট এবং তা نسخ ও تبديل থেকে মুক্ত। তাই এটাই চিরস্থায়ী। এ কারণে একে ام الْكِتاب বলা হয়েছে।

9 - الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ كَلَامٍ مُسْتَأْنِف به : আল্লামা যামাখশারিও এমত পোষণ করেন। কেননা, তার মতে আয়াতে متشاب-এর অর্থ আল্লাহ এবং বিজ্ঞ পণ্ডিতগণ জানেন।

৩. কারো কারো মতে, يجوز الوقف عَلَى الْمَوْضِعَين তথা উভয় স্থানেই وقف করা জায়েয। উল্লেখ্য, অধিকাংশ মুফাসসিরগণ ইমাম আবু হানিফা (র)-এর মতটিই পোষণ করেন। সুতরাং, সে মতটিই অধিক গ্রহণযোগ্য।

(٨) مَا الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ؟

প্রশ্ন-০৮ : আল্লাহ তায়ালার বাণী? الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ দ্বারা কী উদ্দেশ্য

উত্তর

الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْم দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, যাদের গভীর জ্ঞান আছে, বিবেক বুদ্ধি আছে, তারা কখনো متشابه আয়াতের ব্যাখ্যা খুজেন না। বরং তারা নির্বেকারভাবে এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে

বলেন, أَمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا অর্থাৎ, আমরা তৎপ্রতি ঈমান 2 আনলাম। সবকিছু আমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ।

কেউ কেউ বলেন, الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, যাদের গভীর জ্ঞান আছে, তারা متشابه আয়াতের ব্যাখ্যা জানেন। তাদের মতে الراسخون শব্দটি الله ا-এর ওপর অভি হয়েছে। অর্থাৎ, মুতাশাবিহ আয়াতের ব্যাখ্যা আল্লাহ এবং الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ যারা তারা জানেন।

(৯) هَلِ الْوِلَايَةُ جَائِزَةً مَعَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى

প্রশ্ন-০৯ : ইহুদি ও খ্রিস্টানদের সাথে বন্ধুত্ব জায়েয আছে কি?

উত্তর।

ইহুদি ও নাসারাদের সাথে বন্ধুত্বের বিধান আহলে কিতাবদের সাথে

মুমিনের আচার-ব্যবহারের বিধান নিম্নরূপ-

১. موالات (পারস্পরিক বন্ধুত্ব) আহলে কিতাবের কুফরি মতবাদের প্রতি সম্মত হয়ে যদি বন্ধুত্ব স্থাপন করা হয়, তবে এটা কোনো অবস্থাতেই জায়েয নেই; বরং এটা একেবারে হারাম কুফরীর নামান্তর।

যেমন ইরশাদ হচ্ছে-

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أولِياءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ.

রাসূল (স) তদ্রূপ বলেন, الْمُوَالَاةُ فِي الله অর্থাৎ, বন্ধুত্ব একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যেই হতে হবে।

২. مَدَارَات (বাহ্য সখ্যতা ও সম্প্রীতি রক্ষা): নিম্নোক্ত কতিপয় ক্ষেত্রে مدارات তথা বাহ্য সখ্যতা ও মানবিক প্রীতি রক্ষা করা জায়েয। যথা-

ক. ক্ষতিরোধের লক্ষ্যে: কাফিরদের সাথে সদ্ব্যবহার না করলে যদি কোনো ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা থাকে, তবে তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করা জায়েয। এদিকে ইঙ্গিত করেই আল্লাহ বলেন, إِلَّا أَنْ تَتَّقُوْا مِنْهُمْ تُقَاة

খ.ধর্মীয় কল্যাণার্থে: তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করলে যদি তাদের হেদায়াত গ্রহণ করার সম্ভাবনা থাকে, তবে তা জায়েয; নতুবা জায়েয নয়।

গ. মেহমানদারি রক্ষার্থে: যদি কোনো মুসলিম মুসলমানদের মেহমান হয়, তখন মেহমান হিসেবে তার সম্মান করা জায়েয।

৩. مُوَاسَات (সমবেদনা জ্ঞাপনার্থে): হরবি তথা যুদ্ধরত কাফিরদের সাথে মুওয়াসাত জায়েয। হরবী ভিন্ন অন্যান্য কাফিরের সাথে এটা সর্বক্ষেত্রে জায়েয নেই। -বয়ানুল কুরআন কিন্তু মানবিক ক্ষেত্রে কাফিরদের মধ্যে যারা নিরীহ দুঃখীজন এবং কালের করাল গ্রাসে নিপীড়িত, তাদের প্রতি মানবিক দিক বিবেচনায় সম্ভাব্য যেকোনো উপায়ে সহানুভূতি প্রদর্শন করা জায়েয। কারণ, কুরআনে কারিম প্রথমেই জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে মানবতাকে অগ্রাধিকার দিয়েছে।

(١٠) مَا هُوَ الْمُرَادُ بِالْقَنَاطِيرِ الْمُقْتَطَرَة.

প্রশ্ন-১০ : الْقَنَاطِيْر الْمُقْتَطَرَة দ্বারা উদ্দেশ্য কী

উত্তর-

الْقَنَاطِيرُ الْمُقْتَطَرَة

قنطار قنَاطِيرُ : বহুবচন। এর অর্থ- اَلْمَالُ الْكثير তথা অঢেল সম্পদ। আর المقنطرة শব্দটিকে القناطير-এর তাকিদ হিসেবে নেয়া হয়েছে। এখানে الْقَنَاطِيرُ الْمُقْتَطَرْةُ । উদ্দেশ্য বা এর পরিমাণ কী? এ ব্যাপারে ওলামাদের মতবিরোধ রয়েছে। যথা-

১. ইবনে আব্বাসের মতে, ১ হাজার দিনার এবং এবং ১২০০ দিরহাম।

২. আল্লামা ইবনে জারিরের মত القِنْطَارُ وَبَنَ لَا يَحْدَ অর্থাৎ, অপরিমেয় সম্পদকে الْقَنَاطِيْرُ الْمُقْنْطَرَة বলা হয়।

৩. মুজাহিদ বলেন, سَبْعُون الف دينار অর্থাৎ সত্তর হাজার দিনারকে বলা হয়।

৪. সাঈদ ইবনে যুবাইরের মতে, مأه الف دينار অর্থাৎ, এক লক্ষ দিনার ।

৫. আবু উবাইদার মতে, مِلأُ مِسْكِ ثَوْرٍ ذَهَبًا অর্থাৎ, গরুর পূর্ণ চামড়ায় ধারণকৃত স্বর্ণমুদ্রাকে الْمُقَنْطَرَة القفاطيرُ বলা হয়।

৬. রবী ইবনে আনাস-এর মতে, الْمَالُ الْكَثِيرُ অর্থাৎ, অঢেল সম্পদ।

(١١) مَا مَعْنَى الْمَحَبَّةِ ؟ بَيْنَ أَقْسَامَهَا.

প্রশ্ন-১১ : محبة-এর অর্থ কী? এর প্রকারসমূহ বর্ণনা কর।

উত্তর ॥ المحبة পরিচিতি:

ক. আভিধানিক অর্থ : المحبة শব্দটি বাবে ضربَ يَضْرِبُ-এর মাসদার। এর একাধিক অর্থ রয়েছে। যেমন- ভালোবাসা, প্রেম, আন্তরিকতা ইত্যাদি। পরিভাষায় محبة-এর অর্থ নিয়ে আলেমগণের মতবিরোধ রয়েছে। যথা-

খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা: ১. আল্লামা বায়যাবি (র) বলেন-

مَيْلُ النَّفْسِ إِلَى الشَّيْءِ بِكَمَالِ إِدْرَاكِ فِيْهِ بِحَيْثُ يَحْمِلُهُ عَلَى مَا يُقَرِّبُ إِلَيْهِ অর্থাৎ, মহব্বত হলো কোনো বস্তুর সৌন্দর্য বা গুণের প্রতি মনের আকর্ষণ তাকে কাছে পাওয়ার জন্যে বা উপভোগ করার জন্যে।

২. মুফতি আমিমুল ইহসান (র) বলেন,-

ميلان القلب إلى الشيء التصورِ كَمَال فِيه بحيث يرغب فيما يقرب إليه

অর্থাৎ, কোনো বস্তুর মধ্যে পূর্ণাঙ্গ গুণের কল্পনায় ঐ বস্তুর প্রতি অন্তরের আকর্ষণ সৃষ্টি হওয়াকে মহব্বত বলে।

مَيْلانُ الْقَلْبِ إِلَى مَا يُوَافِقُهُ অর্থাৎ, সুন্দর মনঃপূত বস্তুর প্রতি অন্তরের আকর্ষণকে ভালোবাসা বলে। محبة-এর প্রকারভেদ বা ভালোবাসা তিন প্রকার। যথা-

الْمَحَبَّةُ الطبيعية : যে ভালোবাসা মানুষের স্বভাবপ্রসূত বা প্রাকৃতিক নিয়মানুযায়ী হয়ে থাকে। যেমন- مَحَبَّةُ الْوَالِدَيْنِ ، مَحَبَّةُ الْأَوْلَاد الأبوين ا مَحبَّةُ الرَّجُلِ لِزَوْجَتِهِ للاولاد

المحبة العقلية : যে ভালোবাসা মানুষের স্বভাবপ্রসূত নয়। বরং জ্ঞান ও বিবেক তার প্রতি ভালোবাসা নির্দেশ করে। যেমন ওষুধ গ্রহণ করার প্রতি বা ভালোবাসা।

الْمَحَبَّةُ الْإِيْمَانِيَّةُ : ঈমানের তাকিদে ২ বা ভালোবাসা। যেমন محبة اللَّهِ وَالرَّسُولِ; এ প্রসঙ্গেই হাদিসে ইরশাদ হয়েছে-

لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

(١٢) اذْكُرْ مُعْجِزَةَ نَبِيِّنَا عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ

প্রশ্ন-১২ : ঈসা (আ)-এর মুজিযাসমূহ উল্লেখ কর।

উত্তর: ঈসা (আ)-এর মুজিযাসমূহ: আল্লাহ তায়ালা ঈসা (আ)-কে যে সব মুজিযা প্রদান করেছেন, এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নিম্নরূপ-

১. মৃতব্যক্তিকে জীবিত করা। ২. কুষ্ঠ ও অর্শ রোগীকে ভালো করা।

৩. জন্মান্ধকে দৃষ্টিশক্তি প্রদান করা।

৪. মানুষ স্বীয় ঘরে একান্ত গোপনে যা রেখে আসে, সে সম্পর্কে সংবাদ প্রদান করা।

৫. মাটি দ্বারা পাখির আকৃতি তৈরি করে তাকে জীবিত করতঃ আকাশে উড়িয়ে দেয়া ইত্যাদি। যেমন আল কুরআনে উল্লেখ আছে-

إِنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطَّيْنِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ ... بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ.

এছাড়া হাদিসে আরো কিছু মুজিয়া উল্লেখ আছে। যা আল কুরআন দ্বারা ثابت; যেমন-

১. পিতৃহীন জন্ম। যেমন- إِنَّ مَثَلَ عِيْسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ أَدَم

২. জীবিত অবস্থায় আকাশে উত্তোলন। যেমন- إِنِّي مُتَوَفِّيْكَ وَرَافِعُكَ إِلَى

৩. শিশু অবস্থায় মানুষের সাথে কথা বলা। যেমন- وَيُكَلِمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا

(١٣) مَنْ هُمُ الْحَوَارِيُّونَ؟ أَذْكُرْ عَدَدَهُمْ.

প্রশ্ন-১৩ : حَوَارِيُّونَ কারা? তাদের সংখ্যা উল্লেখ কর।

অথবা, حَوَارِيون কারা? তাদের তিন জনের নাম লেখ।

উত্তর –

حواريون-এর পরিচয়:

ক. আভিধানিক অর্থ : حَوَارِيُّونَ শব্দটি বহুবচন, এর একবচন হচ্ছে حوارى আভিধানে শব্দটি কয়েকটি অর্থে ব্যবহার হয়। যেমন- ১. উপদেশদাতা, ২. সাহায্যকারী. ৩. বোপা, ৪. হিতাকাঙ্ক্ষী, আত্মীয়, ৫. বন্ধু, ৬. অনুসারী, শিষ্য, ৭. সহচর, নিকটজন, ৮. নিখুঁত, পরিষ্কার, কাপড় পরিষ্কারকারী, ক্রুটিযুক্ত, সাথী ইত্যাদি।

খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা: حوارى-এর শরয়ি পরিচয় সম্পর্কে তাফসিরবিদদের থেকে কয়েকটি মতামত পাওয়া যায়। যথা-

১. অধিকাংশ তাফসিরকারের মতে, নবীদের কাজে নিঃস্বার্থ সাহায্য সহযোগিতাকারী এমন কাফেলার নাম হলো হাওয়ারি।

২. কিছুসংখ্যকের মতে, ঈসা (আ)-এর দাওয়াত গ্রহণ করে যারা তাঁকে সাহস্য করেছিলেন, তারাই হলেন হাওয়ারি।

৩. একদল তাফসিরকারের মতে, ঈসা (আ)-এর প্রথম আহবানে যারা সাড়া দিয়ে তাঁকে সাহায্য করেছেন, তারাই হাওয়ারি।

৪. কেউ কেউ বলেন, حوارى শব্দের অর্থ হচ্ছে ধোপা। যেহেতু ঈসা (আ)-এর উম্মতগণ ছিলো পেশায় বোপা, এজন্য তাদেরকে حواريون বলা হয়। এখানে حواريون দ্বারা ঈসা (আ)-এর সাহায্যকারীগণকে বোঝানো হয়েছে। ঈসা (আ) তাওহিদের বাণী প্রচার করতে শুরনু করলে তারাই একমাত্র তাঁর সাহায্যে এগিয়ে আসে।

. عدد الحواريين

হাওয়ারিদের সংখ্যা : حَوَارِىদের সংখ্যা (১২) বার। অর্থাৎ, ঈসা (আ)-এর সাহায্যকারী একান্ত সহচর ছিলেন বারোজন। যথা-

- سمعان بطرس،2- لا توما, يُوْحِنَّا بْنُ زَبَدِ3- يَعْقُوبُ ابن ربوى 4-مَتَى الْعُشَارُ 5- بَرْ تَلْمَارِسِي
6- يَعْقُوبُ بْنُ حَلْقِي 7-.اندراوس به 9- يَهُوذَا تَدَاوِسٌ 10-سَمْعَانَ الْقَانوى 12- يَهُوذَا الْأَسْخَرْبُوطِى

(١٤) مَا مَعْنَى الْمُبَاهَلَةِ بَيْنَ فِصَةَ الْمُبَاهَلَةِ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ.

প্রশ্ন-১৪ : مُبَاهَلَةٌ-এর অর্থ কী? রাসূল (স)-এর সময়ে সংঘটিত মুবাহালাহ এর ঘটনা বর্ণনা কর।

উত্তর। مباهلَة-পরিচিতি

ক. আভিধানিক অর্থ : مُبَاهلَةٌ শব্দটি বাবে مَفَاعَلَةٌ-এর মাসদার। এটা ب ه ل মূলধাতু থেকে নির্গত হয়েছে। এর অর্থ كَلَعْنُ। তথা অভিসম্পাত করা, الدَّعَاءُ هلاك!! তথা ধ্বংসের জন্যে বদদোয়া করা। যেমন আবু বকর (রা) বলতেন-

ممَنْ وَلِي مِنْ أُمُورِ النَّاسِ شَيْئًا فَلَمْ يُعْطِهِمْ كِتَابَ اللَّهِ فَعَلَيْهِ بَهْلَةُ اللَّهِ.

অতএব, বুঝা গেলো যে, مُبَاهَلَة-এর অর্থ হচ্ছে পরস্পর অভিশাপ দেয়া। ابتهال ও ধর্ম উভয় শব্দের অর্থ এক। তবে jli) শব্দটি প্রার্থনা অর্থে ব্যবহার করা হয়। এ জন্যেই আল্লামা যমখশারি (র) বলেছেন-

أَصْلُ الابْتِهَالِ الْمُبَاهَلَةُ ثُمَّ اسْتُعْمِلَ فِي كُلِّ دُعَاءٍ يَجْتَهِدُ فِيهِ

খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা: শরিয়তের পরিভাষায়-

المباهلة هو اجتماع الفريقين مع العمال في أمر مختلف وملاعنتهما على الكاذب

অর্থাৎ, বিতর্কিত কোনো বিষয়ে দুটি দল নিজ নিজ পরিবার-পরিজনসহ কোনে ময়দানে একত্রিত হয়ে মিথ্যাবাদীর ওপর আল্লাহর অভিশাপ দেয়াকে مباهلة বলে। যেমন ইবনে আব্বাস রা. বলতেন-

من شَاء بَاهَلْتُهُ فَإِنَّ الْحَقّ مَعِى

■ রাসূল (স)-এর যুগের মুবাহালার ঘটনা: রাসূল (স) মদিনায় হিজরতের পর ইসলাম ও মুসলমানদের এক নবযুগের সূচনা হয়। রাসূল (স) মদিনায় একটি ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন। অতঃপর ইসলামের দাওয়াত ও তাওহিদের বাণী ক্রমশ চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। মক্কা বিজয়ের পর সমগ্র আরবজাহানে ইসলাম প্রসার লাভকরে এবং বিভিন্ন অঞ্চল থেকে দলে দলে লোক মদিনায় এসে রাসুল (স) ও ইসলামি রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার করে নেয়। তেমনি সময়ে নাজরানের ৬০ বা ৪০ জনের একটি খিস্টান প্রতিনিধি দল মদিনায় আগমন করে। তারা রাসূল (স)-এর সাথে ধর্মীয় ব্যাপারে বিশেষ করে ঈসা (আ) সম্পর্কে আলোচনা করে। রাসূল (স)-কে আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল বলে জানান।

কিন্তু তারা ঈসা (আ)-কে আল্লাহর পুত্র ও উপাস্য বলে দাবি করে এবং তাদের এই ভ্রান্ত বিশ্বাসের ওপর অনড় থাকে। এতে রাসূল (স)-এর সাথে তাদের বিতর্ক বেঁধে যায়। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা রাসূল (স)-কে مباهلة করার হুকুম প্রদান করে وَحْي নাযিল করেন। রাসূল (স) খ্রিস্টানদেরকে مباهلة করার আহ্বান জানান। 5. রাসূল (স) নিজেও তাঁর اهل بَيْتٍ তথা ফাতেমা, হাসান, হুসাইন, আলি (রা)-কে সাথে নিয়ে ২০-এর জন্যে প্রস্তুত হন। খ্রিস্টান مباهلة-এর কথা শুনে এবং রাসূল (স)-এর প্রস্তুতি দেখে ভীত হয়ে পড়ে। ফলে তারা তাদের নেতা عبد المسيح ও ধর্মীয় নেতাদের সাথে পরামর্শ করে। তারা তাদেরকে مباهلة থেকে বিরত থাকার জন্যে পরামর্শ দেয় এবং বলে, মুহাম্মদ (স) আল্লাহর নবী এতে সন্দেহ নেই। সুতরাং, তোমরা তাঁর সাথে সন্ধি করে দেশে ফিরে চলো। পরিশেষে খ্রিস্টান রাসূল (স)-এর নিকট এসে مباهلة করতে অস্বীকৃতি জানায় এবং জিযিয়া কর দানে সম্মত হয়ে দেশে ফিরে যায়।

- গ) **বিস্তারিত প্রশ্ন:** (প্রশ্ন হবে কিতাব ও লেখক সংশ্লিষ্ট) ২টি থাকবে ১টির উত্তর দিতে হবে: ১×১০=১০

▪ ইবন কাসীর (রহিমাহুল্লাহ)-এর জীবনী, তার শৈশব, জ্ঞানচর্চা, ইলমী মর্যাদা ও আলেমদের মতামত আলোচনা করা হল।

ভূমিকা

ইমাম ইবন কাসীর আল-দিমিশকী (রহ.) ছিলেন অষ্টম হিজরী শতাব্দীর অন্যতম বরেণ্য আলেম। তিনি হাদীস, তাফসীর ও ইসলামী ইতিহাসে বিশেষ অবদান রেখেছেন। তাঁর প্রগাঢ় জ্ঞান ও বহু বিষয়ে পারদর্শিতার কারণে তিনি ইসলামী জ্ঞানের ভান্ডারে এক উজ্জ্বল নাম হয়ে ওঠেন। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ **"তাফসীরুল কুরআনিল আজীম"** (তাফসীর ইবন কাসীর) তাফসীরের জগতে অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা হিসেবে বিবেচিত হয়। ইবন কাসীর (রহ.) তার শাইখদের বিশেষ করে ইবন তাইমিয়ার প্রভাবেও ছিলেন দীপ্ত এবং সুগভীর আকীদার অধিকারী।

বংশ ও শৈশবকাল

তার পুরো নাম: **ইসমাঈল ইবন উমর ইবন কাসীর ইবন দুও ইবন দিরা**। তিনি **আবু আল-ফিদা** উপনামে পরিচিত। জন্মগ্রহণ করেন হিজরী ৭০১ সনে (১৩০১ খ্রিষ্টাব্দে), সিরিয়ার দক্ষিণে অবস্থিত বসরার এক গ্রাম মজিদিল-এ। শৈশবে পিতার ইন্তেকালের পর তিনি ভাইয়ের সাথে দামেস্কে চলে আসেন, যা সেই সময়ে জ্ঞানের আলোকস্তম্ভ ছিল এবং বহু দেশ থেকে ছাত্ররা সেখানে আসত।

তার জ্ঞান অর্জন

ইবন কাসীর অল্প বয়সেই ইলম অর্জন শুরু করেন। তিনি শাফেয়ী মাযহাবের উপর ফিকহ অধ্যয়ন করেন এবং তখনকার বিখ্যাত শাইখদের নিকট থেকে শিক্ষা লাভ করেন, তাদের মধ্যে প্রধান হলেন:

- **শাইখ জামালুদ্দিন আল-মিযযী** – হাদীস শাস্ত্রের ইমাম ও ইবন কাসীরের শ্বশুর, যিনি রিজাল (ব্যক্তি সম্বন্ধীয় হাদীসের শাস্ত্র) শাস্ত্রে তাঁর উপর গভীর প্রভাব ফেলেন।
- **ইবন তাইমিয়া** – তাঁর আকীদা ও চিন্তাধারায় ব্যাপক প্রভাব বিস্তারকারী।
- **আল-যাহাবী** – বিখ্যাত ঐতিহাসিক, যিনি ইতিহাস ও জীবনী রচনায় ইবন কাসীরকে প্রভাবিত করেন।

তিনি হাদীস, তাফসীর, ফিকহ ও ইতিহাসে প্রভূত জ্ঞান অর্জন করেন এবং দামেস্কের বহু বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন, যেমন নাসরিয়া ও মুছাফফারিয়া মাদ্রাসা।

মৃত্যু: ইবন কাসীর (রহ.) ৭৭৪ হিজরিতে (১৩৭৩ খ্রিস্টাব্দে) দামেস্কে ইন্তেকাল করেন, তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৩ বছর। তাঁকে তাঁর শিক্ষক আল-মিযযীর পাশে সুফিয়্যাহ কবরস্থানে দাফন করা হয়। তাঁর রেখে যাওয়া জ্ঞানভাণ্ডার আজও ইসলামী চিন্তাধারায় গভীর প্রভাব রাখে।

প্রধান গ্রন্থসমূহ

1. **তাফসীরুল কুরআনিল আজীম** – তাফসীরের অন্যতম নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ, যেখানে কুরআনকে কুরআনের মাধ্যমে, সুন্নাহ এবং সাহাবা ও তাবেয়ীনের ব্যাখ্যার মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।
2. **আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া** – বৃহৎ ঐতিহাসিক গ্রন্থ, সৃষ্টির শুরু থেকে লেখকের যুগ পর্যন্ত বিস্তৃত।
3. **জামি' আল-মাসানিদ ওয়াস-সুনান** – হাদীস বিষয়ক বিশ্বকোষ।
4. **ইখতিসার উলুম আল-হাদীস** – হাদীস শাস্ত্রের একটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ পুস্তক।

বৈজ্ঞানিক মর্যাদা

ইবন কাসীর ছিলেন কঠোর গবেষণাধর্মী, যিনি হাদীস, তাফসীর, ইতিহাস ও ফিকহে পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। সমসাময়িক আলেমগণ তাঁকে **ইমাম**, **হাফিজ**, ও **ফকীহ** বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর মধ্যে ছিল বিনয়, সত্যের প্রতি দৃঢ়তা এবং জ্ঞানের প্রতি ভালোবাসা।

আলেমদের মতামত

1. **ইমাম সাখাওয়ী:**

"ইমাম, হাফিজ, মুফাসসির, ঐতিহাসিক, ফকীহ... তিনি গভীর অনুসন্ধানী, ছাত্রদের প্রতি সদয়, ও সহজসাধ্য আলোচনায় পারদর্শী ছিলেন।"

2. **আল-যাহাবী:**

"বহুমুখী জ্ঞানের অধিকারী, কুরআনের তাফসীরকার ও বৃহৎ গ্রন্থসমূহের প্রণেতা।"

3. **ইবন হাজার আসকালানী:**

"ইবন কাসীর ছিলেন উত্তম চরিত্রের, সদাচারী, বিনয়ী, এবং হাদীসের জ্ঞানে দক্ষ। তাঁর গ্রন্থাবলী উপকারী।"

4. **আস-সাফাদী:**

"তিনি বহু গ্রন্থের রচয়িতা, কল্যাণকামী, সঠিক আকীদার অধিকারী, জ্ঞান ও দীনের মানুষ।"

5. **ইবন নাসিরুদ্দিন আদ-দিমিশকী:**

"তিনি ছিলেন বিশুদ্ধ স্মৃতিশক্তির অধিকারী, দক্ষ মুফাসসির ও মুহাদ্দিস, ফিকহ ও ভাষাতত্ত্বে পারদর্শী, উচ্চ মনোবল ও সুন্দর লেখনীধর্মী।"

তাফসীর ইবন কাসীরের বৈশিষ্ট্য

1. **রিওয়ায়াতভিত্তিক তাফসীর:**
    - কুরআনকে কুরআনের মাধ্যমে ব্যাখ্যা।
    - কুরআনকে সহীহ হাদীস দ্বারা ব্যাখ্যা।
    - সাহাবা ও তাবেয়ীনের ব্যাখ্যা।
2. **হাদীস যাচাই:**
    - সহীহ, দুর্বল ও জাল হাদীস চিহ্নিতকরণ।

- সনদের ত্রুটি বিশ্লেষণ ও মন্তব্য।

3. **ইস্রাইলি বর্ণনার সমালোচনা:**
   - যাচাইহীন ইস্রাইলি কাহিনী বর্জন।
   - প্রাসঙ্গিক আলোচনা ও মতামত প্রদান।
4. **সহজ ও স্পষ্ট ভাষা:**
   - সাধারণ মানুষও বুঝতে পারে এমন ব্যাখ্যা।
   - জটিলতা ও কৃত্রিমতা পরিহার।
5. **আকীদাগত গুরুত্ব:**
   - ভ্রান্ত মতাদর্শের খণ্ডন।
   - সালাফি আকীদার পক্ষে সাফ ব্যাখ্যা।
6. **আলেমদের মতভেদের আলোচনায় ন্যায়বিচার:**
   - বিভিন্ন মত তুলে ধরা ও দলীলভিত্তিক সমর্থন।
   - কোনো মতের প্রতি পক্ষপাতহীন আলোচনা।
7. **সার্বিক অর্থে ব্যাখ্যা প্রদান:**
   - ভাষাগত জটিলতায় না গিয়ে মূল উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করা।
8. **তাফসীর ও ফিকহের সমন্বয়:**
   - ফিকহি আলোচনা থাকলেও তা সংক্ষিপ্ত ও প্রাসঙ্গিক।

উপসংহার: ইমাম ইবন কাসীর (রহ.) ছিলেন একজন ভারসাম্যপূর্ণ, মুজতাহিদ আলেম, যিনি শরীয়তের বিভিন্ন শাখায় পারদর্শিতা অর্জন করেছিলেন। তাঁর গ্রন্থাবলী আজও ইসলামী শিক্ষা ও গবেষণার প্রধান উৎস হিসেবে গণ্য হয়। তিনি ছিলেন এমন এক আলেম, যিনি ইসলামি জ্ঞানের উত্তরাধিকার সংরক্ষণ ও বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন।

▪ ترجمة ابن كثير رحمه الله

اكتب ترجمة ابن كثير رحمه الله ومكانته العلمية وأقوال العلماء فيه .

المقدمة

يُعدُّ الإمام **ابن كثير الدمشقي** واحدًا من أعلام القرن الثامن الهجري، ومن أبرز العلماء في **الحديث والتفسير والتاريخ الإسلامي** .برزت مكانته العلمية بفضل موسوعيته وغزارة علمه، فترك بصمة واضحة في التراث الإسلامي، لا سيما من خلال كتابه الشهير "تفسير القرآن العظيم"، الذي يُعدّ من أهم كتب التفسير بالمأثور. تميّز ابن كثير بجمعه بين الدقة العلمية والعمق العقائدي، متأثرًا بشيوخه وعلى رأسهم **ابن تيمية**.

نسبه ونشأته

هو **إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضو بن درع،** يكنّى بأبي الفداء، وولد في **مجيدل،** إحدى قرى بصرى في جنوب سوريا عام **701هـ / 1301م** .فقد والده وهو صغير، فانتقل مع أخيه إلى دمشق حيث نشأ وتعلم، وكانت دمشق آنذاك منارة علمية يقصدها الطلبة من أنحاء العالم الإسلامي.

رحلته العلمية

بدأ ابن كثير طلب العلم في سن مبكرة، ودرس الفقه على المذهب الشافعي. تتلمذ على يد كبار علماء عصره، أبرزهم:

- **الشيخ جمال الدين المزي** :أحد أئمة الحديث، وصهر ابن كثير، وكان له أثر بالغ في تعميق معرفته بعلم الرجال.
- **ابن تيمية** :الذي كان له تأثير كبير على منهجه الفكري والعقدي.
- **الذهبي** :المؤرخ الشهير، الذي أفاده كثيرًا في مجال التأريخ والتراجم.

وقد أظهر ابن كثير نبوغًا في التفسير والحديث، كما نبغ في التاريخ والفقه. درّس في عدة مدارس بدمشق، منها المدرسة النصرية والمظفرية.

وفاته

توفي ابن كثير في دمشق سنة **774هـ / 1373م** عن عمر يناهز 73 عامًا، ودُفن قرب شيخه المزي في مقبرة الصوفية، وخلّف وراءه إرثًا لا يزال مؤثرًا في الفكر الإسلامي حتى يومنا هذا.

مؤلفاته

ترك ابن كثير إرثًا علميًا ضخمًا، أهم مؤلفاته:

١. **تفسير القرآن العظيم** :وهو من أشهر كتب التفسير بالمأثور، ويعتمد على تفسير القرآن بالقرآن، والقرآن بالسنة، وأقوال الصحابة والتابعين.

٢. **البداية والنهاية** :كتاب تاريخي ضخم، يبدأ من خلق السماوات والأرض وينتهي بعصره، ويُعد مرجعًا هامًا في التاريخ الإسلامي.

٥. **جامع المسانيد والسنن** :عمل موسوعي في الحديث الشريف.

8. **اختصار علوم الحديث** :يُعدّ مقدمة هامة في علم مصطلح الحديث.

مكانته العلمية

تميز ابن كثير بالمنهجية العلمية الصارمة، والتوازن بين النقل والعقل. كان محدثًا، مفسرًا، مؤرخًا، وفقيهًا، مما جعله يحتل مكانة مرموقة بين علماء الإسلام. وقد وصفه معاصروه بالإمام الحافظ، وأثنوا على تواضعه وشدة التزامه بالحق.

أقوال العلماء في ابن كثير

1 .الإمام السخاوي تلميذ ابن حجر العسقلاني:

"الإمام الحافظ المفسر المؤرخ الفقيه... كان كثير الاستحضار، جيد المفاكهة، حسن السمت، كثير الإحسان إلى الطلبة، طويل النفس في البحث".

2. الإمام الذهبي (شيخه وصاحب سير أعلام النبلاء):

"العلامة المتفنن، الحافظ، مفسر القرآن، ومصنف الكتب الكبار".

ورغم أن الذهبي توفي قبل اكتمال نضوج ابن كثير العلمي، إلا أنه أدرك بدايات نبوغه.

3. ابن حجر العسقلاني (صاحب فتح الباري):

"كان ابن كثير حسن السيرة، جميل الأخلاق، متواضعًا، محبًا للخير، له اطلاع واسع ومعرفة تامة بالأحاديث وطرقها، ومؤلفات نافعة".

4. الصفدي (صديق ابن كثير ومعاصره):

"صاحب التصانيف العديدة، والتآليف المفيدة... وكان من أهل العلم والدين، وحُسن المقصد، وصحة العقيدة".

٥. ابن ناصر الدين الدمشقي:

"كان حافظًا متقنًا، مفسرًا محدثًا، له يد طولى في الفقه واللغة، ذا همة عالية، وأسلوب حسن في التصنيف".

خصائص تفسير ابن كثير

1. **الاعتماد على التفسير بالمأثور** يتميّز تفسير ابن كثير بأنه يعتمد على أقوال السلف، ويشرح الآيات بـ:
   - القرآن بالقرآن (وهو أفضل أنواع التفسير)
   - القرآن بالسنة النبوية، حيث يورد الأحاديث الصحيحة والآثار.
   - أقوال الصحابة والتابعين في فهم النصوص.
2. **التحقيق في الروايات الحديثية**

كان ابن كثير محدثًا بارعًا، لذا:

   - يتحقق من الأحاديث التي يرويها.
   - يميز بين الصحيح والضعيف والموضوع.
   - يشرح علل الأسانيد ويُعلق عليها.
3. **البعد عن الإسرائيليات الضعيفة أو الباطلة**

ينتقد الإسرائيليات إذا لم تثبت، ولا يكثر من ذكرها، ويُظهر رأيه في مدى صحتها، وهو منهج تأثر فيه بشيخه ابن تيمية.

4. **البساطة والوضوح في الأسلوب**

يتسم أسلوبه بـ:

   - الوضوح والسهولة.
   - عدم التعقيد أو التكلف.
   - الجمع بين الشرح العلمي والبيان العام المفهوم لعامة الناس.
5. **الاهتمام بالجوانب العقدية**

يرد على أهل البدع والفرق الضالة، ويُقرر العقيدة السلفية في توحيد الله وأسمائه وصفاته، مما يجعل تفسيره ذا بُعد عقائدي واضح.

6. **ذكر الأقوال ومناقشتها بإنصاف**
   - يُورد اختلاف العلماء في تفسير الآية.
   - يُرجّح الرأي الراجح بدليل علمي.
   - لا يميل للتعصب، ويعتمد على الدليل والنقل.
7. **التركيز على المعنى الإجمالي للآيات**

لا يغرق في تفاصيل لغوية أو نحوية معقدة، بل يركز على:

   - معنى الآية في السياق.
   - الغرض الشرعي منها.
   - كيف فهمها السلف الصالح.

8.جمع بين التفسير والفقه

في بعض المواضع، يناقش المسائل الفقهية ويعرض أقوال الفقهاء، لكنه لا يُطيل فيها كما يفعل المفسرون الفقهيون.

الخاتمة

إن العلامة **ابن كثير** مثال للعالم الموسوعي المتزن الذي جمع بين علوم الشريعة وعمق المنهج، وساهم في حفظ التراث الإسلامي وتطويره. ولا تزال كتبه تدرّس وتُعتَبر من المصادر الأساسية في الدراسات القرآنية والحديثية والتاريخية، مما يدل على رسوخ علمه وعمق تأثيره.

.

- ٢-اكتب ميزات عن كتا تفسيرالقرآن العظيم و خصائصه ومنهج المؤلف فيه ومنزلته بين كتب التفسير.

○ তাফসির ইবনে কাসীর:

বৈশিষ্ট্য, রচনা পদ্ধতি, লেখকের মানহাজ, তাফসির গ্রন্থসমূহের মধ্যে অবস্থান ও আলেমদের দৃষ্টি

ভূমিকা

তাফসির ইবনে কাসীর (ইবনে কাসীর) ইসলামী বিশ্বের অন্যতম প্রধান কুরআন তাফসির। এই তাফসিরটি ইবনে কাসীরের বিশাল জ্ঞান এবং ইসলামিক তত্ত্বাবধানের দৃষ্টিকোণ থেকে বিশেষভাবে মূল্যবান। তার তাফসির ইসলামের মৌলিক গ্রন্থ কুরআনের সঠিক ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ প্রদান করেছে এবং এটি বর্তমানেও ইসলামী গবেষণায় একটি প্রধান উৎস হিসেবে গণ্য হয়। এই প্রবন্ধে, আমরা ইবনে কাসীরের তাফসিরের বৈশিষ্ট্য, তার রচনা পদ্ধতি, তাফসির গ্রন্থসমূহের মধ্যে তার অবস্থান এবং আলেমদের এই তাফসিরের প্রতি দৃষ্টি আলোচনা করব।

১. তাফসির ইবনে কাসীরের বৈশিষ্ট্য

১.১ হাদিসের উপর নির্ভরশীলতা

তাফসির ইবনে কাসীরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল এটি কুরআনের ব্যাখ্যায় প্রচুর হাদিস ব্যবহার করে। তিনি প্রমাণিত, সহিহ হাদিসগুলোকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছেন, এবং কুরআন ব্যাখ্যা করার সময় হাদিসের সাহায্য নিয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ, তিনি "إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا" (সুরা আন-নিসা: ৫৮) আয়াতের ব্যাখ্যায় নবী (সা)-এর হাদিস উল্লেখ করেছেন, যা আয়াতের মানে পরিষ্কার করতে সহায়ক।

১.২ সহজ, স্পষ্ট ও সোজা ভাষা

ইবনে কাসীরের তাফসিরের ভাষা সহজ, সরল এবং স্পষ্ট। তিনি সাধারণ মুসলিমদের জন্য কুরআনকে সহজভাবে বোঝাতে চেষ্টা করেছেন। তার ভাষা এমনভাবে গঠন করা হয়েছে যে, পাঠক সহজেই বুঝতে পারেন, এটি তার তাফসিরের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

১.৩ ঐতিহাসিক এবং তাফসিরি তথ্যের সংমিশ্রণ

ইবনে কাসীর তাফসিরে কেবলমাত্র কুরআনের আয়াতগুলির ব্যাখ্যা করেননি, বরং তিনি ঐতিহাসিক ঘটনা, গল্প এবং তাফসিরি তথ্যগুলোকে একত্রিত করেছেন। এইভাবে তিনি কুরআনের বাস্তব প্রেক্ষাপট পরিষ্কার করেছেন, এবং তাতে ঐতিহাসিক বিশ্লেষণও যোগ করেছেন।

১.৪ মাআথূর (প্রচলিত) তাফসির

ইবনে কাসীর তার তাফসিরে প্রচলিত (মাআথূর) ব্যাখ্যাগুলোর উপর গুরুত্ব দিয়েছেন, বিশেষ করে তিনি সাহাবি এবং তাবেয়িনদের ব্যাখ্যাকে গ্রহণ করেছেন। তার এই পদ্ধতি কুরআনের ব্যাখ্যায় মূলভাবের প্রতি বিশাল সম্মান প্রদর্শন করেছে।

২. রচনা পদ্ধতি:

ইবনে কাসীর তাফসির রচনার সময় অনেকটাই তাফসিরি ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তিনি পদ্ধতিগতভাবে তাফসির করেছেন এবং তার রচনার পদ্ধতি ছিল:

২.১ প্রথমে আয়াতের অর্থ বিশ্লেষণ

প্রথমে তিনি আয়াতের অর্থ বিশ্লেষণ করতেন। আয়াতের ভাষা, শব্দবিন্যাস এবং ব্যাকরণিক দিক নিয়ে গভীর মনোযোগ দিতেন, যাতে পাঠক আয়াতটির প্রকৃত অর্থ উপলব্ধি করতে পারে।

২.২ সহিহ হাদিসের সমর্থন

তার তাফসিরে তিনি হাদিসের ব্যবহারকে অন্যতম প্রধান স্থান দিয়েছেন। কুরআন ব্যাখ্যা করতে তিনি সহিহ (প্রামাণিক) হাদিস ব্যবহার করেছেন এবং এর মাধ্যমে তিনি আয়াতের ব্যাখ্যা আরো পরিষ্কার করেছেন।

২.৩ সাহাবি এবং তাবেয়িনদের ব্যাখ্যা

ইবনে কাসীর তার তাফসিরে সাহাবি (পবিত্র নবী মুহাম্মদ (সা) এর সহচর) এবং তাবেয়িন (সাহাবির পরবর্তী উলামা)দের ব্যাখ্যাগুলি অন্তর্ভুক্ত করেছেন, যেগুলি কুরআনের আয়াতের প্রথম এবং সঠিক ব্যাখ্যা বলে গণ্য করা হয়।

২.৪ কঠোর নৈতিক এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি

ইবনে কাসীর কঠোর বৈজ্ঞানিক ও নৈতিক পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন। তিনি নিশ্চিত করেছেন যে, কেবলমাত্র সহিহ তথ্য এবং সুস্থ চিন্তা প্রয়োগ করা হয়েছে, যা তাফসিরের বৈজ্ঞানিক গভীরতা এবং নৈতিক অখণ্ডতাকে সমর্থন করে।

৩. তাফসির গ্রন্থসমূহের মধ্যে তার অবস্থান

ইবনে কাসীরের "তাফসির আল-কুরআন আল-আযিম" একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ কুরআন তাফসির। এটি প্রাচীন এবং আধুনিক যুগে ইসলামী জ্ঞানী মহলে একটি প্রধান স্থান দখল করে আছে। তার তাফসির গ্রন্থটি বিশেষভাবে একদিকে বিজ্ঞানসম্মত, অন্যদিকে সহজ এবং সম্যকভাবে উপলব্ধযোগ্য।

তাফসির আল-কুরআন আল-আযিমে তিনি কুরআনের আয়াতগুলির ব্যাখ্যা করেছেন এবং সেই সাথে তিনি ইসলামিক ইতিহাস ও শাস্ত্রের দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়গুলো বিশ্লেষণ করেছেন। তার এই গ্রন্থের মাধ্যমে কুরআন তাফসিরের মধ্যে ইবনে কাসীর অন্যতম প্রধান তাফসিরবিদ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন।

৪. আলেমদের দৃষ্টি

ইবনে কাসীরের তাফসিরটি ইসলামিক দুনিয়ার মধ্যে খুবই সম্মানিত এবং জনপ্রিয়। বিভিন্ন আলেম এবং পণ্ডিতরা তার তাফসিরের প্রশংসা করেছেন, কারণ এটি পরিষ্কার, সহজ এবং বৈজ্ঞানিকভাবে সঠিক। উদাহরণস্বরূপ, আধুনিক যুগের পণ্ডিতদের মধ্যে শেখ মুহাম্মদ রশিদ রিজা তার তাফসিরকে বিশ্লেষণ করে বলেছেন যে, এটি একটি মূল এবং নির্ভরযোগ্য কুরআন তাফসির। তিনি ইবনে কাসীরের তাফসিরকে ইসলামী বিজ্ঞান এবং তাফসিরের জন্য একটি মৌলিক গ্রন্থ হিসাবে উল্লেখ করেছেন।

এছাড়া, বিভিন্ন ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয়ে তাফসির ইবনে কাসীরকে পাঠ্যসূচির অংশ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বহু আলেম ও গবেষক এই গ্রন্থটি পাঠ করে এবং তার বিশ্লেষণমূলক দৃষ্টিকোণ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেন।

উপসংহার: ইবনে কাসীরের তাফসির একটি অমূল্য সম্পদ, যা কুরআনের প্রকৃত অর্থ ব্যাখ্যা করার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তার রচনা পদ্ধতি, সহজ ভাষা, সহিহ হাদিসের ব্যবহারের মাধ্যমে তিনি ইসলামিক গবেষণার একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ নির্মাণ করেছেন। তাফসির আল-কুরআন আল-আযিমের মাধ্যমে তিনি কুরআনের ব্যাখ্যায় যে বৈজ্ঞানিক এবং নৈতিক দৃষ্টিকোণ রেখেছেন, তা তাকে ইসলামী চিন্তার জগতে অন্যতম শ্রেষ্ঠ তাফসিরবিদ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

"تفسير القرآن العظيم" لابن كثير وميزاته

اكتب خصائص "تفسير القرآن العظيم" لابن كثير وميزاته مع منزلته بين كتب التفسير وعناية العلماء به.

مقدمة

يُعدُّ "تفسير القرآن العظيم" لابن كثير من أعظم كتب التفسير في تاريخ العلم الإسلامي، حيث جمع بين الفقه القرآني والمعرفة الحديثية، فضلاً عن تمسكه بنهج علمي دقيق. وقد أُثِر عن هذا الكتاب من الفوائد ما جعله من أكثر كتب التفسير شهرة واعتبارًا بين علماء الأمة الإسلامية. في هذه المقالة، سنستعرض ميزات وخصائص تفسير القرآن العظيم، منهج المؤلف فيه، منزلة الكتاب بين كتب التفسير، وعناية العلماء به، مع توثيق الأدلة والبراهين التي تدعم هذه النقاط.

أولًا: ميزات وخصائص تفسير القرآن العظيم

١. الاعتماد على الأحاديث النبوية

يعدُّ الاعتماد على الأحاديث النبوية الصحيحة من أبرز خصائص تفسير ابن كثير، حيث كان يستخدم الأحاديث لتوضيح معاني الآيات القرآنية. وقد جاء في مقدمة الكتاب أن المؤلف كان حريصًا على تبيان ما جاء في الحديث النبوي وتوثيقه، فكان يستند إلى الأحاديث الصحيحة التي نقلها المحدثون في صحيحي البخاري ومسلم، بالإضافة إلى ما صحَّ من الأحاديث في سنن أبي داود والنسائي.

على سبيل المثال، في تفسيره لآية "إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا" (النساء: ٥٨)، يذكر ابن كثير حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك" (رواه الترمذي). وهذا يبين كيف أن التفسير المبني على الحديث النبوي يعزز من فهم الآية ويربطه بتوجيهات النبي صلى الله عليه وسلم.

٢. التمسك بالمعنى الظاهر للآيات

تميز تفسير ابن كثير بالتمسك بالمعنى الظاهر للآيات دون محاولة اللجوء إلى تأويلات بعيدة أو متكلفة. فقد كان يرفض التفاسير الباطنية أو الرمزية التي قد تخرج بالآيات عن معناها الظاهر. وهذا المنهج كان يساهم في تبسيط الفهم للقراء ويساعدهم في فهم النصوص القرآنية في ضوء اللغة العربية.

مثال على ذلك تفسيره للآية الكريمة "الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى" (طه: ٥)، حيث يوضح ابن كثير أن معنى الاستواء هو العلو والرفع على العرش، ويُبطل أي تأويل قد يفهم منه التفسير الرمزي. وهذا التفسير يتوافق مع ما ثبت عن السلف الصالح من فهم معاني الآيات.

٣. الإجماع والآراء الفقهية

يتميز تفسير ابن كثير بعنايته بتوثيق آراء العلماء المتقدمين، سواء من الصحابة أو التابعين. وقد كان يذكر في تفسيره الاختلافات بين أقوال المفسرين، وفي كثير من الأحيان كان يعرض ما ورد عن الصحابة في تفسير الآية. هذا المنهج يثبت أنه كان يُعنى بالتمحيص والتدقيق في الآراء، ويُقدم تفسيرات مدعمة بالمعرفة الفقهية.

على سبيل المثال، عند تفسيره لآية "وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ" (غافر: ٦٠)، ذكر ابن كثير ما أخرجه الطبري عن ابن عباس، الذي فسر الآية بأن الدعاء هو سبب للنجاح والاستجابة من الله تعالى. وهكذا، يبين ابن كثير مرونة تفسيره في الاستفادة من آراء العلماء المتقدمين.

٤.الاهتمام بالقصص القرآني

أولع ابن كثير بالقصص القرآني واعتنى بشرح الأحداث المتعلقة بالأنبياء والأمم السابقة، معتمدًا على الحديث الشريف والتاريخ الصحيح. وعندما تناول قصة موسى عليه السلام مع فرعون في تفسير آية "فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ" (القمر: ١١)، استعرض الأحداث التي وردت في الأحاديث وقراءات العلماء المعتبرين.

ثانيًا: منهج المؤلف في تفسير القرآن العظيم

١ .**التفسير بالمأثور** :منهج ابن كثير في التفسير يعتمد بشكل كبير على المأثور، أي التفسير المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والتابعين. وقد ذكر في مقدمته أنه يحرص على استخدام ما جاء في الكتاب والسنة عند تفسير آيات القرآن الكريم، ويجنب

تفسير الآيات بالأهواء. وقد اتبع هذا المنهج في تفسير العديد من الآيات، مثل تفسيره لآية "إِنَّ اللهَ مَعَنَا" (التوبة: ٤٠)، التي فسَّرها بناءً على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تحزن إن الله معنا."

٢. **الترجيح بين الأقوال** :عند تعدد الأقوال في تفسير الآية، كان ابن كثير يحرص على تقديم الرأي الأكثر صحة من حيث السند والتمحيص، ويعتمد في غالب الأحيان على ما جاء في تفسير الصحابة والتابعين. وقد أورد في تفسيره للأدلة القوية من الكتاب والسنة.

على سبيل المثال، في تفسيره للآية "وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا" (النبأ: ١١)، استعرض ابن كثير أقوال المفسرين واختار التفسير القائل بأن الآية تشير إلى أن النهار وقت النشاط والعمل.

٣ .**التفسير اللغوي** :كان ابن كثير يعتمد على فهم اللغة العربية بشكل دقيق في تفسير الآيات. وقد تطرق إلى شرح معاني الكلمات والمفردات التي قد تكون غامضة أو غير مألوفة للقارئ. فمثلًا، عند تفسيره للآية "وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا" (الأنبياء: ٤٩)، بين أن كلمة "فَجَّرْنَا" تعني الإخراج الشديد.

ثالثًا: منزلة الكتاب بين كتب التفسير

تفسير ابن كثير يُعتبر من أكثر كتب التفسير شهرة وموثوقية بين المفسرين. وهو من الكتب التي لها مكانة رفيعة بين مفسري القرآن الكريم. وقد حاز هذا الكتاب على إعجاب العلماء في مختلف العصور الإسلامية، حيث يعتبر مرجعًا أساسيًا في دراسة التفسير.

ابن كثير في تفسيره كان يبتعد عن التفسير الإسرائيليات التي كان يكثر منها بعض المفسرين مثل الطبري. وقد أثنى عليه العديد من العلماء مثل الشيخ محمد رشيد رضا الذي أشار إلى تميز تفسير ابن كثير بالدقة والموضوعية.

رابعًا: عناية العلماء بتفسير ابن كثير

لقد حظي تفسير القرآن العظيم لابن كثير بعناية خاصة من علماء الأمة الإسلامية، حيث تم تدريس هذا الكتاب في العديد من المدارس والجامعات الإسلامية. كما قام العديد من العلماء بشرح هذا التفسير وتوضيح ما فيه من مسائل دقيقة، مثل شرح ابن عثيمين وغيره.

ويعتبر تفسير ابن كثير مرجعًا رئيسيًا في الدراسات القرآنية، وتم طبع الكتاب وتوزيعه في العديد من طبعاته الحديثة التي حازت على إعجاب العلماء والمتخصصين.

خاتمة

إن "تفسير القرآن العظيم" لابن كثير هو عمل علمي متميز في مجال تفسير القرآن الكريم. وقد تمتع هذا الكتاب بخصائص فريدة من حيث التوثيق الدقيق للأحاديث النبوية، والتمسك بالمعنى الظاهر للآيات، والاعتماد على تفسير المأثور. كما كان له مكانة رفيعة بين كتب التفسير لما يمتاز به من أسلوب علمي دقيق، وبسبب العناية التي حظي بها من العلماء.

কামিল (স্নাতকোত্তর) তাফসীর প্রথম পর্ব পরীক্ষা-২০২৩

মডেল প্রশ্নপত্র

التفسير بالرواية-١

(আত-তাফসির বির-রিয়ায়াহ-১)

الورقة الثانية (২য় পত্র)

বিষয় কোড: ৬২১১০২

সময়: ৪ ঘন্টা **পূর্ণমান :১০০**

الملاحظة: أجب عن خسمة من مجموعة (أ) وعن عشرة من مجموعة (ب) وعن واحد من مجموعة (ج)

(ক অংশ হতে পাচটি খ অংশ হতে দশটি গ অংশ হতে দুটি)

(أ) مجموعة: ترجمة الآيات مع التفسير-٤٠

(ক. তাফসীর সহ আয়াতে অনুবাদ-৪০)

ترجم الآيات الكريمة مع التفسير على ضوء ابن كثير (خمسة فقط)

(ইবনে কাসীর এর আলোকে ব্যাখ্যা সহ অনুবাদ কর যে কোন পাঁচটি)

١- الم (١) اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ (٢) نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ (٣) مِنْ قَبْلُ هُدًى لِلنَّاسِ وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ

٢- هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ(٧)

٣- زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ

٤- لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (٩٢) كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (٩٣) فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

٥- الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا (٣٤) وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا (٣٥)

٦- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا (٤٣)

٧- وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا (٧٥)

٨- إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ (٩٦) فِيهِ آَيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آَمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ (٩٧)

٩-إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآَتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا (١٦٣) وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا (١٦٤)

١٠- إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ (١٠) كَدَأْبِ آَلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآَيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ (١١)

(ب) مجموعة: الأسئلة المؤجزة : ٥٠

(খ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর-৫০)

أجب عن الأسئلة التالية (عشرة فقط)-

(নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও যে কোন দশটি)

١. اكتب خمسة خصائص للتفسير ابن كثير-

٢. ما فرق بين التفسير بالرواية والتفسير بالدراية

٣. ما المراد لقوله تعالى " الراسخون في العلم"

٤. هل الولاية جائزة مع اليهود والنصارى مع ذكر السبب

٥. أذكر بعض معجزات نبينا عيسى عليه السلام

٦. قوله تعالى " إن مثل عيسى عند الله كمثل أدم" حقق المثل-

٧. ما هي الزكاة متى فرضت ؟

٨. اكتب وجه التسمية لسورة النساء

٩. من هم الحواريون عند العلماء؟

١٠. اكتب أية التيمم، ما هو حكم على مسح الرأس وما مقداره؟

١١. ما كفارة اليمين؟

١٢. متى ولم وقعت غزوة بدر؟

١٣. اكتب خمسة خصائص لتفسير بالرواية-

١٤. ما معنى المحبة؟ بين أقسامها-

١٥. ما هي الاستطاعة لوجوب الحج؟

١٦. متى يجب الحج ؟

١٧. اكتب الآبة التي تتعلق بالميراث-

١٨. متى يحرم الاصطياد؟

١٩. **ما المقصود بقوله تعالى: {الم}؟**

٢٠. تفسير ابن كثير أي نوع من التفاسير؟ وما هي ميزات ذلك النوع من التفاسير؟

(ج) مجموعة : الأسئلة المفصلة : ١٠

(গ. বিস্তারিত প্রশ্নের উত্তর-১০)

أجب عن واحدة من الأسئلة التالية-

(নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও যে কোন একটি)

١- اكتب نبذة من حياة العلامة ابن كثير ومكانته العلمية مع ذكر أقوال العلماء فيه.

٢-اكتب ميزات عن كتا تفسيرالقرآن العظيم و خصائصه ومنهج المؤلف فيه ومنزلته بين كتب التفسير.